মন্দার-কুসুম

———:০:———

(উপন্যাস)

কুমারী প্রফুল্লনলিনী ঘোষ

প্রণীত

——০——

কলিকাতা

১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, মেসার্স চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি কোং হইতে

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৩১৯

মূল্য আট আনা

উৎসর্গ পত্র

অশেষগুণালঙ্কৃতা হাতুয়াধিপতি-শ্রীমন্মহারাজমাতা

পুণ্যবতী মহারাণী সাহেবা

আশ্রিতজন-প্রতিপালিকাসু।

আম্মাজী,

শৈশবে আপনার অঞ্চলতলে যখন খেলা করিতাম, তখন যে মধুর সম্বোধনে আপনি আমায় অধিকার দিয়াছিলেন,—আজিও আপনাকে সেই সম্বোধন করিতে সাহসী হইলাম। আপনার সেই শান্তিময়, কারুণ্যপূর্ণ, দয়াদাক্ষিণ্যমণ্ডিত সুপবিত্র দেবীমূর্ত্তি অহরহ আমার স্মরণ হয় এবং হৃদয় অবর্ণনীয় পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠে। এ অক্ষমা বালিকা তাহার আন্তরিক প্রীতি ও ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি আপনার করকমলে উপহার দিতে আসিয়াছে, ইহা রাজোচিত উপহার না হইলেও, নিজগুণে গ্রহণ করিয়া তাহাকে ধন্য করুন।

গয়া
১লা বৈশাখ, ১৩১৯

গুণমুগ্ধা
কুমারী প্রফুল্লনলিনী ঘোষ।

মন্দার-কুসুম

প্রথম পরিচ্ছেদ

কয়েক দিবস অতীত হইল, নির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রী ও চারিটী শিশু কন্যা লইয়া এলাহাবাদে তাঁহার আত্মীয় নৃপেন্দ্রকুমার বসুর বাটীতে আসিয়াছেন। নৃপেন্দ্রকুমার এক জন সচ্চরিত্র ও সুচতুর যুবা; তিনি উচ্চশিক্ষিত নহেন, একটী সামান্য বেতনের চাকুরি করেন; কিন্তু নৃপেন্দ্রের বুদ্ধি প্রভাবে কখনও তাঁহার সংসারে কোন দ্রব্যের অভাব হইত না। তাঁহার নম্রতা ও মিষ্টভাষিতা গুণে সকলেই তাঁহার অনুগত ছিল। নৃপেন্দ্র অতিশয় পরোপকারী, যথা সাধ্য পরের উপকার করিতেন। ইঁহার সংসারে ইঁহার স্ত্রী ও একটী পুত্র। স্ত্রীও নৃপেন্দ্রেরই অনুরূপ।

নির্ম্মলচন্দ্র একমাস হইল বি, এল, পাশ হইয়াছেন। তিনি অতি উদারচিত্ত ও সরল প্রকৃতির লোক। সামান্য মিষ্ট কথাতেই সন্তুষ্ট হইতেন। নির্ম্মল বাবু এলাহাবাদে ওকালতি করিতে আসিয়াছেন, নৃপেন্দ্র ও ইঁহার স্ত্রী তাঁহাদিগকে অতিশয় যত্ন করিতে লাগিলেন। নৃপেন্দ্র কুমারের আদর যত্নে নির্ম্মল বাবুর কন্যাগুলি নৃপেন্দ্রের অতিশয় বাধ্য হইয়া উঠিল। তেসরা জানুয়ারী আদালত খুলিলে শুভক্ষণে নির্ম্মল বাবু

ওকালতি করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে নির্ম্মল বাবু সকলের নিকট পরিচিত হইলেন; তাঁহার আয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। উকিল বাবু তাঁহার সহধর্ম্মিণীর সহিত পরামর্শ করিলেন যে তাঁহারা এইবার একটী পৃথক বাটী ভাড়া লইবেন; পরদিন প্রাতে নৃপেন্দ্রকে জানাইলেন; প্রথমে নৃপেন্দ্র নানারূপ আপত্তি করিলেন, অবশেষে সম্মত হইলেন। দুই তিন দিনের মধ্যে উকিল বাবু ও নৃপেন্দ্রকুমার উভয়ে পছন্দ করিয়া গৃহস্থের বাসোপযোগী একটী দোতালা বাটী ভাড়া লইলেন, পরিচারক পরিচারিকা পাচক স্থির করিয়া উকিল বাবুরা সপরিবারে নূতন বাটীতে যাইলেন।

উকিল বাবুর অল্প দিনের মধ্যেই উকিল, ব্যারিষ্টার, প্রভৃতি সম্রান্ত ব্যক্তিগণ বন্ধু হইলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উকিল বাবুর চারিটী কন্যা, প্রথমা কুসুমলতিকা, দ্বিতীয়া অনুপমা, তৃতীয়া নিরুপমা, চতুর্থী প্রিয়তমা। উকিল বাবু একটু ইংরাজি ধরণের লোক; তাঁহার কন্যারা সদা সর্ব্বদা জুতা মোজা ফ্রক প্রভৃতি ইংরাজি পোষাক পরিত। পিতার বন্ধুগণের সম্মুখে অন্যান্য কন্যারা যাইত; কিন্তু জ্যেষ্ঠা কন্যা কুসুমলতিকা, পিতার যাঁহারা বিশেষ বন্ধু কেবল তাঁহাদের সম্মুখেই যাইত ও কথা কহিত

অনেক বাঙ্গালী ঘরের মেয়েরা যে রূপ কৃত্রিম লজ্জাশীলা হয়, লোক দেখিলে অঙ্গভঙ্গি সহকারে হাসিয়া পলাইয়া যায়, নির্ম্মল বাবুর কন্যাদিগের সেরূপ স্বভাব নহে। ইহারা লোক দেখিলে হাসিয়া পলাইয়া যায় না। ইহাদের কৃত্রিম লজ্জা নাই; বালিকা স্বভাব-সুলভ লজ্জা আছে। ইহারা যাহার সহিত কথা কহিত তাহার সহিত অতি সরল ভাবেই কহিত। নির্ম্মল বাবুর দুহিতা গুলি অতিশয় সরলা।

উকিল বাবু নানা আশায় আশ্বাসিত হইয়া ও নানা উৎসাহে উৎ-

সাহিত হইয়া পরমানন্দে আনন্দিত হইয়া সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

কিন্তু হায়! মানুষের চিরদিন সমান যায় না; কেহ চিরদিন হাসেও না, কেহ চিরদিন কাঁদেও না। কুসুমেও কীট আছে, অমৃতেও গরল আছে, শান্তিতেও অশান্তি আছে। বোধ হয় উকিল বাবু এরূপ আনন্দে অধিক দিন অতিবাহিত করিতে পারিবেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এখন গ্রীষ্মকাল। এলাহাবাদে ভয়ানক গরম। এখানে গ্রীষ্মকালে এমন ভয়ানক গরম হয় যে মধ্যাহ্ন সময়ে কেহ গৃহের বাহিরে যাইতে পারে না। অদ্য উকিল বাবু আহার করিতে বসিয়াছেন, নিকটে তাঁহার স্ত্রী লক্ষ্মী বসিয়া রহিয়াছেন, এমন সময় পরিচারিকা বেলমতিয়া আসিয়া লক্ষ্মীকে বলিল—"মাইজী বাহার একঠো আওরাৎ আউর একঠো লড়কা খাড়া হ্যায়, বাবুকে বোলায় হথি।" লক্ষ্মী বলিলেন—"কৌন হ্যায় নাম পুছ আও।" বেলমতিয়া নাম জিজ্ঞাসা করিবার জন্য বাহিরে চলিয়া গেল। উকিল বাবু বলিলেন—"লক্ষ্মী আমিই দেখে আস্‌ছি।" এই বলিয়া উকিলবাবু আপনার চাকর ও রাঁধুনীর সহিত বাহিরে দেখিতে যাইলেন। উকিল বাবু গিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার চক্ষু স্থির হইয়া গেল। দেখিলেন তাঁহার প্রথমা স্ত্রী রণচণ্ডী মূর্ত্তিতে সাভানে দাঁড়াইয়া আছেন, পার্শ্বে তাঁহার ত্রয়োদশবর্ষীয় পুত্র দাড়াইয়া আছে।

উকিল বাবু বিনা বাক্যব্যয়ে পুত্রটীর হাত ধরিয়া উপরে লক্ষ্মীর নিকট লইয়া গিয়া বলিলেন—"লক্ষ্মী এই নাও; তোমার ছেলে হয় নাই,

এই ছেলেটীকে মানুষ কর।" সরলা লক্ষ্মী স্বামীর বাক্যে অতিশয় আনন্দিতা হইয়া বালকটীর হাত ধরিয়া স্বীয় শয়নাগারে লইয়া গেলেন। উকিল বাবু বাহিরে চলিয়া গেলেন। লক্ষ্মী বালকটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার নাম কি?" বালক উত্তর করিল "আমার নাম শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ।" সুশীল ও লক্ষ্মী উভয়ে কথা কহিতেছেন, এমন সময় কুসুমলতিকা মার নিকট আসিয়া এই ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল; এবং মনযোগের সহিত বালকটীর আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কুসুম ইতিপূর্ব্বে কখনও এরূপ আবলুস কাঠে বার্ণিস করা চেহারা দেখে নাই। বালিকা কুসুমকে কে যেন কানে কানে বলিয়া দিল—"কুসুম, ছেলেটীর উপর যেমন দেখিতেছ, ভিতরও ঐরূপ।" বালিকা আর কিছু না ভাবিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিল—"মা, এ কে?" লক্ষ্মী কুসুমকে কখন সুধু লতা বা লতিকা বলিয়াও ডাকিতেন। লক্ষ্মী বলিলেন—"লতা, এ তোদের দাদা।" কুসুমের বোনেরা মার মুখে দাদা হয় শুনিয়া আনন্দিত হইয়া 'দাদা, দাদা' বলিয়া নানা কথা বলিতে লাগিল। বালক সুশীল বালিকাদের সরলতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল। ইহারা কথা কহিতেছে এমন সময় বেলমতিয়া আসিয়া লক্ষ্মীকে বলিল—"মাইজী নীচে বড়ি গোগার হোয় হৈ, চলহু না দেখে।" লক্ষ্মী দাসীর সহিত নীচে চলিয়া গেলেন। নীচে যাইয়া লক্ষ্মী যাহা দেখিলেন তাহা আমি পাঠক পাঠিকা দিগকে বলিতে অক্ষম।

কিছুক্ষণ পরে উকিল বাবু লক্ষ্মীকে বলিলেন—"লক্ষ্মী, নীচে একটা ঘরে সুশীলের মার খাবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আইস।" লক্ষ্মী উকিল বাবুর আজ্ঞা মত কার্য্য করিলেন। এক রকমে সে দিনটা ত কাটিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন উকিল বাবু কাছারী হইতে বাটী আসিবার সময় তাঁহার আদরিণী কন্যা কুসুমলতিকার জন্য একটি সুন্দর সেমিজ আনিলেন। নীচে সিড়ীর কাছে সুশীলকুমারের মাতা দাঁড়াইয়াছিলেন। উকিল বাবু নিকটে আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন—“হ্যাঁগা তোমার হাতে ওটা কি?” উকিল বাবু বলিলেন—“কুসুমের জন্য একটা সেমিজ কিনিয়া আনিয়াছি।” সুশীলের মা এই কথাটী শুনিবামাত্র মহাকোপান্বিতা হইয়া বলিলেন—“আমার জন্য না আনিয়া মেয়ের জন্য সেমিজ আনিয়াছ, এই দণ্ডে আমাকে একটা সেমিজ আনিয়া দাও।”

উকিল বাবু বলিলেন “আজ আর পারিব না, কাল কাছারীর ফেরত আনিয়া দিব।” সুশীলের মা উকিল বাবুর কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট গালাগালি দিলেন, এমন কি বাবুর চৌদ্দ পুরুষ অন্ত করিতেও ছাড়িলেন না; উকিল বাবু আর বেশী কিছু না বলিয়া কেবল —“কাল আনিয়া দিব।” বলিয়া উপরে চলিয়া গেলেন। উপরে বারাণ্ডায় লক্ষ্মী ও সুশীল দাঁড়াইয়া নীচে যাহা হইতেছিল দেখিতে-ছিলেন; কুসুম পিতার হাতে সুন্দর সেমিজটী দেখিয়া দৌড়িয়া কাছে আসিল; উকিল বাবু কুসুমকে সেমিজটী দিলেন, কুসুম সেমিজ লইয়া অন্যগৃহে চলিয়া গেল। লক্ষ্মী সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বিমর্ষ চিত্তে স্বামীর সহিত ঘরের ভিতর যাইলেন; অদ্য হইতে ইঁহাদের শান্তি পুষ্পোদ্যানে অশান্তির কীট প্রবেশ করিল।

পরদিন উকিল বাবু একটী সেমিজ আনিয়া সুশীলের মাতাকে দিয়া

সেদিনকার মত অব্যাহতি পাইলেন বটে, কিন্তু এই সময় হইতে প্রতি দিনই তাঁহাদের কোন না কোন বিষয় লইয়া বচসা হইতে লাগিল। এক রকমে একটা বৎসর অতীত হইয়া গেল। কুসুম লতিকার আরও একটী বোন জন্মিল। ক্রমে ক্রমে অশান্তির কীট উকিল বাবুর সংসারকে জীর্ণ করিয়া তুলিল।

হঠাৎ একদিন কুসুমের মাতা পীড়িতা হইলেন। লক্ষ্মী নিউমনিয়া ও জ্বরে অতিশয় কষ্ট পাইতে লাগিলেন। উকিল বাবু হাঁসপাতালের বড় ডাক্তার শশিশেখর বসুকে আনিলেন; শশী বাবু রোগী দেখিয়া ঔষধ দিলেন। দুই তিন দিন লক্ষ্মী শশী বাবুর ঔষধ খাইলেন, কিন্তু কোনও ফল দর্শিল না, লক্ষ্মীর অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতে লাগিল। এই সময়ে সংসারের সমস্ত কার্য্যের ভার ও রোগীর শুশ্রূষার ভার এককালে কুসুমের উপর পড়িল। একাদশবর্ষীয়া বালিকা কুসুম অতি কষ্টে সমস্ত কার্য্য করিত। সুশীলের মাতার সহিত কলহ করিয়া তাহাদের রাঁধুনী পলাইয়া গেল; রাঁধুনীর পলায়নে কুসুমের কষ্টের সীমা রহিল না। সুশীলের মাতা সমস্ত দিন ছাদের উপর বসিয়া বেশবিন্যাস করিতেন। রান্না হইলে কুসুম ডাকিয়া আনিত, সুশীলের মাতা আহার করিয়া পুনরায় চলিয়া যাইতেন। সংসারের একটীও কার্য্য করিতেন না, সুশীলের মাতার, সুশীলের বোনদের, পিতার, সকলকার রন্ধন কুসুমকেই করিতে হইত।

সুশীলের মাতাকে একদিন কুসুমলতিকা একটু দেরীতে ভাত দিয়াছিল বলিয়া সুশীলের মা কুসুমকে অতিশয় গালাগালি দিলেন। প্রতিদিনই কুসুমের একটী না একটী জায়গা পুড়িয়া যাইত। কি করে বেচারী কুসুম সবই সহ্য করিয়া থাকিত। কুসুমের সাহায্য করিতে কেহ নাই, রাঁধিতে কেহই পারে না, খাইতে সকলেই পারে। একদিন

কুসুমলতিকা ভাতের ফেন গালিতেছিল; এমন সময় তাহার ছোট বোনটী কাঁদিয়া উঠিল; কুসুম যেমন তাহার বোনের প্রতি ফিরিয়া দেখিল, অমনি অসাবধানতা বশতঃ ভাতের উত্তপ্ত ফেন পড়িয়া বালিকার হাত পুড়িয়া গেল। কুসুম অতি কাতর হইয়া কাঁদিতে লাগিল; প্রিয় পাঠক, কল্পনা করিয়া অনুমান করুন, তখন কুসুমের কিরূপ কষ্ট হইয়াছিল!

কুসুমের নিকট তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সুশীল দাঁড়াইয়া ছিল; কুসুমকে কাঁদিতে দেখিয়া ভ্রাতা সুশীল হাসিতে হাসিতে বলিল—"বাঃ বেশ কাঁদ্‌তে শিখেছ, এখন আগে আমাকে ভাত দাও পরে খুব কাঁদিও।"

বালিকা কিছু উত্তর না দিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা জোরে কাঁদিতে লাগিল। উঃ কি কঠোর দৃশ্য! চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালকের হৃদয়ে এত নিষ্ঠুরতা! পাঠক, যদি আপনি কাহারও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হয়েন, তবে কি এরূপ করেন? কুসুমলতিকার নিকটস্থ দালানে বেলমতিয়া বসিয়া বাট্‌না বাঁটিতেছিল; বেলমতিয়া বাঙ্গালা বুঝিতে পারিত, সে সুশীলের কথা শুনিয়া কুপিতা হইয়া বলিল—'এ খোকা বাবু ওক্‌রে হাঁত জর্ গেল্, আউর তুঁ হাঁসহহু, তোরা মাইয়া অতবড় গো মেহরারু বৈঠকে খা হৈ, এগ গো খের ভি না উস্‌কা হইন্, এতনি মুটুক কে বাচ্চা জয়োনা পরোশ কে আগুমে দে হৈ, খাইতে লাজ না লাগে, বেচারী কে হাঁত জর গেল—মায় গে মায়—তুঁভাই হহু, কাঁহা একরাকে চুপ করাইবে না ওলট কে হাঁসহহু, হামরা যো এইসন্ ভাই রহতে হল তো হাম আগ্ লাগাকে ঝোঁস দেতী হল, এইসন্ তো না দেখলু হে—চল মাঁইয়া চল, তোরা বাবুকে পাশ লে চলি—মাঁইয়া তোহর মায় দুধ চাওর খিলাকে গহুঁমানা সাঁপ পোষহথু।"

কুসুম বেলমতিয়ার নিকট আসিল; সুশীল মহা রাগ ভরে বলিল—

"বেলমতিয়া চুপ করে থাক্, বেশ করেছি, তুই বলবার কে?" বেলমতিয়া কুসুমের হাত ধরিয়া উকিল বাবুর নিকট লইয়া যাইল।

কুসুমের পিতা কুসুমের এই কষ্ট দেখিয়া অতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন; কুসুমকে অনেক সান্ত্বনা করিয়া লক্ষ্মীকে দেখাইবার জন্য অন্য একজন ডাক্তার আনিতে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে উকিল বাবু একজন চিকিৎসককে সঙ্গে লইয়া বাটী আসিলেন। কুসুমকে বলিলেন—"মা কুসুম, এই তোমার মাকে দেখাইবার জন্য ডাক্তার আনিয়াছি।" কুসুম উঠিয়া ডাক্তার বাবুকে নমস্কার করিল, অনুপমা চেয়ার আনিয়া দিল। ডাক্তার বাবু কুসুমকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চেয়ারে বসিলেন। অন্যান্য কন্যাগুলি সকলে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ডাক্তার বাবু বিশেষ দক্ষতার সহিত রোগিনীর চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। তিনি সম্প্রতি এলাহাবাদে আসিয়াছেন, সুনাম লইবার জন্যই হউক বা স্নেহপ্রযুক্তই হউক রোগিনীকে অতিশয় যত্ন করিতে লাগিলেন। ডাক্তার বাবু নিজ হস্তে মালিশ করিয়া দিতেন ও ঔষধ খাওয়াইয়া দিতেন। এই ডাক্তার বাবুর নাম মুকুন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। নিজগুণে ডাক্তার বাবু অতি অল্প দিনের মধ্যেই উকিল বাবুদের আত্মীয় জনের মধ্যে পরিগণিত হইলেন। ডাক্তার বাবুর সংসারে ইঁহার স্ত্রী উমারাণী ও পুত্র হৃদয়রঞ্জন। হৃদয়রঞ্জন অতি চতুর ও সুশীলবালক। সে উকিল বাবুর বাটীতে সদা সর্ব্বদা যাতায়াত করিত। লক্ষ্মী, কুসুম, ও কুসুমের বোনেরা সকলে হৃদয়রঞ্জনকে অতিশয় ভালবাসিত, হৃদয়রঞ্জন ও কুসুমদের আত্মীয় ভাবিত। কেবল সুশীলকুমার হৃদয়রঞ্জনকে ভাল বাসিত না। এই ডাক্তার বাবুর চিকিৎসাতে অতি অল্প দিনের মধ্যেই কুসুমের মাতা আরোগ্যলাভ করিলেন।

মধ্যে মধ্যে সুশীল ডাক্তার বাবুর অসাক্ষাতে উমারাণীর নিকট যাইয়া পিতার ও কুসুমের নিন্দাবাদ করিতে ত্রুটি করিত না। এমন কি কোন

কোন দিন খাইতে দেয় নাই বলিয়া দুচার আনা আদায় করিয়া তাহার এক বন্ধুর তামাকের দোকানে সিগারেট খাইয়া ধূমপান প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হাসিতে কাঁদিতে আর একটী বৎসর কাটিয়া গেল। কুসুমলতিকার আরও একটী ভগিনী হইল, এখন তাহারা ছয়টী ভগ্নী হইল। পঞ্চমা কন্যার নাম মনোরমা রাখা হইল। সর্ব্ব কনিষ্ঠার নাম কমল-কলিকা। একদিন উকিল বাবু কন্যা-প্রসঙ্গে ডাক্তার বাবুকে বলিলেন—"মহাশয়, কুসুম এখন বড় হইয়াছে, আর ত তাহাকে স্কুলে পাঠান ভাল দেখায় না, আমার বড় ইচ্ছা কুসুমকে গান বাজনা, খুব ভাল ইংরাজি লেখা পড়া শিখাইতে, কিন্তু উপযুক্ত লোক পাইতেছি না, আপনি একজন খুব ভাল মাষ্টার খুঁজুন।" ডাক্তার বাবু উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন—"মহাশয়, আমাদের হিন্দু ঘরের মেয়ের উপযোগী লেখা পড়া ত কুসুম বেশ শিখিয়াছে, আর লেখা পড়া শিখিইয়া দরকার কি? এবার কুসুমের বিবাহ দিন।" উকিল বাবু বলিলেন—"আমি এত ছোট মেয়ের বিবাহ দিতে ইচ্ছুক নহি, আর আমি যেমন তেমন লোককে মেয়ে দিব না, আমার ইচ্ছা সচ্চরিত্র বিদ্বান বুদ্ধিমান ছেলের সহিত কুসুমের বিবাহ দিব।" ডাক্তার বাবু বলিলেন—"আচ্ছা তবে মাষ্টারের চেষ্টা দেখিব।"

নানা কথার পর ডাক্তার বাবু বিদায় গ্রহণ করিলেন। তিন চারি দিবস পরে ডাক্তার বাবু আসিয়া বলিলেন—"মহাশয় একজন মাষ্টার ত

ঠিক করিয়াছি, কিন্তু তিনি একবেলা পড়াইবেন, বলিয়াছেন দুবেলা পারিবেন না।”

উকিল বাবু অসন্মত হইয়া বলিলেন—“ভট্টাচার্য্য মহাশয়, এমন একটী মাষ্টার স্থির করুন যিনি দুবেলা পড়ান।”

ডাক্তার বাবু বলিলেন—“আচ্ছা।” কিছুক্ষণ কথপোকথন করিয়া ডাক্তার বাবু চলিয়া গেলেন। এইরূপে দিনপাত হইতে লাগিল। কুসুমলতিকা আর আজকাল স্কুলে যায় না। একজন ইংরাজ মহিলা কুসুমকে পড়ান। ক্রমে ক্রমে কুসুম যত বড় হইতে লাগিল, ততই সুশীলা, বিনয়ী ও বুদ্ধিমতী হইতে লাগিল। কুসুমের গুণে সকলেই তাহাকে ভালবাসিত। কুসুম যথা সাধ্য পরের উপকার করিত; তাহার আর কিছু মন্দ ছিল না; কেবল সে একটু আবদারী ও রাগী গোছের মেয়ে। সে যখন যাহা ধরিত তাহাই করিত। সকল প্রতিবেশীগণই কুসুমের পক্ষপাতী। সকলেই কুসুমকে ভাল বাসিত। কুসুমের এইরূপ আদর দেখিয়া তাহার বিমাতা ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সুশীল উভয়ে হিংসায় জর্জ্জরিত হইতে লাগিল। দাবানল যেরূপ বনকে দগ্ধ করিয়া থাকে, হিংসা তদ্রূপ ইহাদের মনকে দগ্ধ করিতে লাগিল। তাহারা দিন রাত আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কেবল কিসে কুসুমলতিকার অনিষ্ট হইবে, তাহারই চিন্তা করিতে লাগিল। পরের মন্দ করিতে গেলে আপনার মন্দ আগে হয়। দিন রাত মাতার পাপ উত্তেজনায় সুশীলের মন একেবারে কলুষিত হইয়া উঠিল। তাহার আবলুস কাঠে বার্ণিস করা মূর্ত্তি আরও ভীষণ হইয়া উঠিল। তাহার চেহারা আজকাল যমের কনিষ্টের ও নরকের দ্বারীর ন্যায় হইয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রদোষকুমার সেন ব্যারিষ্টার, উকিল বাবুর একজন আলাপী। অদ্য উকিল বাবু প্রদোষকুমারের বাটীতে যাইলেন। মিষ্টার সেন যথারীতি আদর অভ্যর্থনার পর উকিল বাবুকে বলিলেন—"মহাশয়, আপনার বড় মেয়ের বিবাহ দিবেন কি?" উকিল বাবু বলিলেন—"হাঁ মহাশয়, উপযুক্ত পাত্র পাইলেই দিব।" মিষ্টার সেন বলিলেন—"আমার পরিচিত একজন জমীদারের একটী রূপবান ও গুণবান ছেলে আছে। ছেলেটীর বয়স আঠার কি উনিশ বৎসর। কলিকাতায় বি, এ, ক্লাসে পড়ে; ছেলে-টীর নাম বসন্তকুমার দত্ত।" উকিল বাবু বলিলেন—"ছেলের নাম বসন্তকুমার, বসন্তের বাপের নাম কি বলুন দেখি?" মিষ্টার সেন বলিলেন—"সুরেন্দ্রনাথ দত্ত।" উকিল বাবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"সুরেন বাবু কি কখনও—লাহোরে ছিলেন?" মিষ্টার সেন বলিলেন—"হাঁ তিনি ত অনেক দিন লাহোরে ছিলেন। এখনো ত সেই খানেই আছেন। লাহোর হইতেই তাঁহার সহিত আমার আলাপ হইয়াছে।" উকিল বাবু বলিলেন—"আচ্ছা—তাঁহার কি কোন ভাইপোর নাম অনিলকুমার?" ব্যারিষ্টার সাহেব বলিলেন—"হাঁ—হাঁ সুরেন বাবুর বড় ভাইএর মেজ ছেলের নাম অনিল, তা আপনি কিরূপে জানিলেন?" উকিল বাবু বলিলেন—"সাত আট বৎসর পূর্ব্বে কয়েক মাস আমি লাহোরে কাজ করিয়াছিলাম; সেই সময়ে সুরেন বাবুর ভাইপোর প্রাইভেট্ টিউটার ছিলাম। তখন সুরেন বাবুর পুত্র বসন্তকুমার খুব ছোট ছিল, সে সর্ব্বদাই আমার স্ত্রীর নিকট আসিত। আমার মেয়েদের সহিত খেলা

করিত। সে এখন এমন হইয়াছে, ধনীর সন্তান প্রায় এরূপ হয় না। বি, এ, ক্লাসে পড়িতেছে শুনিয়া আন্তরিক সুখী হইলাম। এ বিবাহে আমার সম্পূর্ণ মত আছে, আপনি চেষ্টা করুন।” কয়েকটী কথার পর উকিল বাবু বিদায় গ্রহণ করিলেন।

উকিল বাবু বাটী ফিরিয়া আসিয়া অনন্দের সহিত এই বিবাহের কথা লক্ষ্মীকে জানাইলেন। লক্ষ্মী অতিশয় আনন্দিতা হইলেন। নানা কথার পর লক্ষ্মী রন্ধনাগারে গমন করিলেন। উকিল বাবু সুশীলের মাতার নিকট কথায় কথায় এই বিবাহের কথা বলিলেন। সুশীলের মাতা দাঁতে হাসি হাসিয়া উকিল বাবুকে বাধিত করিলেন বটে, কিন্তু মনে মনে অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর ন্যায় কি এক ভাব বহিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে উকিল বাবু বেড়াইতে গেলেন, আর সুশীলের মা সুশীলকে সঙ্গে লইয়া একটি অন্ধকার গৃহে গমন করিলেন, এবং উভয়ে সেই নিভৃত গৃহে উপবেশন করিয়া নানা প্রকার মতলব আঁটিতে লাগিলেন। পরদিন প্রভাতে সুশীল মাতার সহিত পরামর্শ করিয়া প্রদোষকুমার বাবুর বাটীতে যাইল।

মিষ্টার সেন সুশীলকে দেখিয়া সহাস্যে বলিলেন—“কিহে বাপু, কি মনে করে?” তিনি পূর্ব্ব হইতেই সুশীলের স্বভাব কিছু কিছু অবগত ছিলেন, সেই জন্য হাসিতে হাসিতে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সুশীল অল্প হাসিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল—“মহাশয় একটী বিশেষ দরকারে আসিয়াছি।” সেন সাহেব বলিলেন—“তা ত তোমাকে দেখিয়াই বুঝিয়াছি, এখন আসল কথাটা কি বল, আর ভূমিকায় কাজ কি?” সুশীলকুমার সভয়ে এদিক ওদিক চাহিয়া বলিল—“অ্যাঁ—আপনি যে বিবাহের কথা বলিয়াছিলেন, তাহাই বলিতে—আসিয়াছি।” মিষ্টার সেন বলিলেন—“কাহার বিবাহের কথা? কাহাকে বলিয়াছি?”

সুশীল বলিল—"যে ছেলেটীর কথা বাবাকে বলিয়াছিলেন, বসন্তকুমার, বি, এ, পড়ে।" মিষ্টার সেন বলিলেন—"হাঁ বলিয়াছি ; তা তোমাকে কি তোমার বাবা পাঠাইয়াছেন ?" সুশীল বলিল--"না তিনি পাঠান নাই—কিন্তু—" মিষ্টার সেন এবার ঈষৎ বিরক্তিসূচক স্বরে বলিলেন—"কিন্তু কিহে, কথাটা কি ?" সুশীল বলিল—"মহাশয় আমি কিছুই বলিতেছিনা, আমার মা আমাকে আপনাকে বলিতে পাঠাইয়াছেন যে বিবাহের কথাটা বলিয়া আপনি কাজটা—ভাল—করেন নাই—তা—আপনি সরল ভদ্রলোক আপনার দোষ কি ? আমার বাবা যে কি রকমের লোক—বোধ হয় আপনি—জানেন না ; এই দেখুন না আমার মাকে বিবাহ করিয়া—"

সুশীলের এই কথাটী শেষ হইতে না হইতে মিষ্টার সেন মহা বিরক্ত ভাবে বলিলেন—"তোমার মার বিবাহের কথা আমার কাছে কেন ? তোমার বাবার বিষয় আমি খুব ভালরূপে জানি, তুমি আর কি জানাবে ?" সুশীল বলিল—"না মহাশয়, আমার কিছুই দোষ নাই—আমার মা বলিয়াছেন এ বিবাহ হইলে আমার সর্ব্বনাশ হইবে, যদি এ বিবাহ হয় তাহা হইলে আমার আর শীঘ্র বিবাহ হইবে না।"

মিষ্টার সেন বলিলেন—"তবে কি তুমিই আগে বিবাহ করিতে চাও ?" সুশীল বলিল—"তা—নয় মহাশয়। মা বলিয়াছেন যাহাতে ঐ মেয়ের বিবাহ না হয় তাহাই করুন।" মিষ্টার সেন সুশীলের এই কথাটী শুনিয়া রাগান্বিত হইয়া বলিলেন—"দেখ সুশীল, তুমি ছেলে মানুষ বলিয়া এমনি ছাড়িয়া দিতেছি। তুমি আপনার কান নিজে মলিয়া বাড়ী চলিয়া যাও, আর কখনও এরূপ কাজে প্রবৃত্ত হইও না।"

সুশীল রাগে ও দুঃখে মর্ম্মাহত হইয়া বাটী আসিয়া মাকে সমস্ত

বলিল। মা ও ছেলে উভয়ে ব্যারিষ্টার সাহেবকে গালাগালি দিল। তাঁহার নামে নানারূপ কুৎসা করিতে লাগিল। সময়ে সময়ে এত চীৎকার করিয়া গালি বর্ষণ করিতে লাগিল যে, বাটীর একজন চাকর কি হইয়াছে ভাবিয়া দৌড়িয়া তাহাদের গৃহের নিকট আসিল, কিন্তু ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া এবং দুই এক বার হাসির রোল শ্রবণ করিয়া আস্তে আস্তে ফিরিয়া আপনার কার্য্যে মনোনিবেশ করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা হয় হয়। সূর্য্যদেব রক্তিমলোচনে পূর্ব্বে পানে কাতর ভাবে চাহিয়া আছেন। নলিনীপতির রক্তিম আভাতে তরুরাজির পত্র সকল সুরঞ্জিত হইয়াছে। পক্ষিগণ নানা কোলাহলে নিজ নিজ কুলায়ে ফিরিয়া আসিতেছে। মাঠ হইতে গোধনকুল বাথানাভিমুখে ছুটি-তেছে। প্রকৃতি যেন সুন্দর নীলাম্বরে অবগুণ্ঠনবতী হইয়া আপন সুকৃতি অবলোকনে আনন্দিত হইয়া মৃদু হাসিতেছেন। উদ্যানে বেলা, মতিয়া, রজনীগন্ধা প্রভৃতি সান্ধ্য কুসুমদল অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত হইয়া সন্ধ্যা-দেবীর আরাধনা করিতেছে। মৃদুল হিল্লোলে কুসুমকুল দুলিয়া সন্তুষ্ট মনে আপন আপন সুরভি বিশুদ্ধ সান্ধ্য মারুতকে দান করিয়া ধন্য হইতেছে।

নির্ম্মল বাবু আফিস ঘরে বসিয়া আছেন; একজন রাজপুত একটী ফুলের তোড়া আনিয়া তাঁহাকে সেলাম করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া চলিয়া গেল।

উকিল বাবু কুসুমকে ডাকিয়া ফুলের তোড়াটী দিলেন; কুসুম হৃষ্ট মনে চলিয়া গেল। এমন সময় আমাদের পূর্ব্বপরিচিত ডাক্তার ভট্টাচার্য্য একটী নূতন লোক সঙ্গে লইয়া উকিল বাবুর বাটীতে আসিলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় নির্ম্মল বাবুকে বলিলেন—"মহাশয়, আমি আপনাকে সে দিন যে এটর্ণি বাবুর কথা বলিয়াছিলাম, ইনিই সেই। ইনি একজন অবস্থাপন্ন ব্যক্তির পুত্র; ইহাঁর পিতার নাম কালাচাঁদ বসু, ইহাঁর নাম শ্রীশচন্দ্র বসু; ইহাঁরা দুই ভাই। বড় ভাইএর নাম যোগেশ, এই নূতন ইহাঁরা এলাহাবাদে আসিয়াছেন। ইনি অতিশয় অমায়িক লোক। আমার সহিত ইহাঁর আলাপ আছে, তাই আপনার সহিত আলাপ করাইতে আনিয়াছি।"

উকিল বাবু সাদর অভ্যর্থনা করিয়া এটর্ণি বাবুকে বসাইলেন; ডাক্তার বাবু বিকট চীৎকার করিয়া বলিলেন—"আরে রামধনিয়া জল্‌দি পান তামাকু নিয়ে আয়।" ডাক্তার বাবুর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া উকিল বাবুর পাঁচটী কন্যাই দৌড়াইয়া ডাক্তার বাবুকে দেখিতে আসিল, কিন্তু সম্মুখে একজন নূতন ভদ্রলোককে দেখিয়া কুসুম লজ্জিতা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কুসুমের অন্যান্য ভগিনীগণও দাঁড়াইয়া রহিল। ডাক্তার বাবু ইহা দেখিয়া সহাস্যে বলিলেন—"বড়ি মায়ি লজ্জা কি? এদিকে এস।"

ডাক্তার বাবুর কথা শুনিয়া মনোরমা, প্রিয়তমা উভয়ে ঘরের ভিতরে গেল। ডাক্তার বাবু পুনরায় কুসুমকে বলিলেন—"এস মা, ভিতরে এস।" কুসুম ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর যাইয়া ডাক্তার বাবু ও নূতন বাবু উভয়কে নমস্কার করিল; কুসুমের সহিত কুসুমের ভগ্নী অনুপমা, নিরুপমাও নমস্কার করিল। নূতন লোকটী সাদরে সকলকে বসিতে

বলিলেন এবং তৃতীয়া কন্যাটিকে কোলে লইয়া তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। বালিকা তাহার নাম বলিলে তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রিয়, তুমি কি পড় ?" বালিকা উত্তর করিল—"আমি চারুপাঠ প্রথম ভাগ পড়ি।" তখন এর্টনি বাবু অন্য কন্যাগুলিকে তাহাদের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন; সকলে আপনার আপনার নাম বলিল।

এমন সময় রামধনিয়া তামাক লইয়া আসিল। ডাক্তার বাবু বলিলেন—"খালি তামাক নিয়ে এলি ? পান নিয়ে এলিনি ?" চাকর রামধনিয়া "আচ্ছা সরকার নায় হি" বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। ডাক্তার বাবু এটর্নি বাবুকে বলিলেন—"শ্রীশ বাবু, এই মেয়েগুলি আমাকে বড় ভালবাসে; আমি যখন আসি, তখনই পান তামাক আনিয়া দেয়।" শ্রীশ বাবু হাসিয়া মনোরমাকে বলিলেন—"মনোরমা খালি ডাক্তার বাবুকে পান দিবে ? আমাকে দিবে না ?" মনোরমা—"কেন দিব না, এখনি আনিতেছি" বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেল; উকিল বাবু কুসুমকে বলিলেন—"যাও মা, শীঘ্র চা করিয়া আন।" কুসুম "আচ্ছা" বলিয়া ধীরপদবিক্ষেপে ভিতরে আসিয়া উপরে মাতার নিকট যাইল। কুসুমের মা উপরে পান সাজিতে ছিলেন; কুসুম মাতাকে বলিল—"মা শীঘ্র চা করিয়া দিন। বাবা বলিলেন চা লইয়া যাইতে। একজন নূতন বাবু আসিয়াছেন, আমি জল চড়াইয়া আসি।" লক্ষ্মী বলিলেন—"যা।" কুসুম রন্ধনাগারে জল চড়াইয়া আসিল; লক্ষ্মী কুসুমকে বলিলেন—"কে কুসুম ?" কুসুম বলিল—"ছোট জামাই বাবুর মতন অত বড় কিন্তু ছোট জামাই বাবুর চেয়ে ফরসা।" লক্ষ্মী বলিলেন—"চলতো একবার দেখে আসি।" কুসুম, "চলুন" বলিয়া নীচে আসিল, লক্ষ্মীও নীচে আসিলেন।

লক্ষ্মী কবাটের অন্তরাল হইতে বাহিরে কে আসিয়াছে দেখিতে লাগিলেন। কুসুম অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মাতাকে শ্রীশ বাবুকে দেখাইয়া দিল; মাতা দেখিলেন—সাক্ষাৎ কুমারের ন্যায় একজন ভদ্রলোক বসিয়া নির্ম্মল বাবুর সহিত কথোপকথন করিতেছেন। নবাগত ভদ্রলোকটীর অঙ্গ সৌষ্ঠব ও রূপলাবণ্য দেখিলে দেবতা বলিয়া ভ্রম হয়। এরূপ রূপলাবণ্য, হীন মনুষ্যে সম্ভবে না। ইহাঁর কমল পলাশ সদৃশ আকর্ণ বিস্তৃত লোচন, সাক্ষাৎ পবিত্রতার ন্যায় ইহাঁর মুখকান্তি, অধরদ্বয় সুরক্তিম। ইহাঁর অনুপম নাসিকা দেখিলে বোধ হয় খগরাজও লজ্জিত হন; ভ্রূদ্বয় অতি সুচারু, সুবিস্তৃত ললাট।

নিস্তব্ধ পূর্ণিমা নিশীথে কালিন্দীর তরঙ্গ সকল স্তরে স্তরে সজ্জিত হইয়া যেরূপ অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিয়া থাকে, তদ্রূপ ইহাঁর মস্তকের ভ্রমরকৃষ্ণ কেশকলাপ স্তরে স্তরে বিন্যস্ত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। ইহাঁর প্রশান্ত মুখমণ্ডল দেখিয়া বোধ হয় দ্বিজরাজও লজ্জিত হন।

কুসুমের মা ইহাঁর আকৃতি দেখিয়া মনে মনে পরম কারুণিক জগদীশ্বরের নির্ম্মাণ-কৌশল বিষয়ে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আরও মনে মনে ভাবিলেন ইহাঁর আকৃতি এরূপ, প্রকৃতি কিরূপ জানিনা। পরে কুসুমকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওঁর নাম কি?" কুসুম বলিল—"শ্রীশচন্দ্র বসু।" লক্ষ্মী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাঁ কুসুম, উনি কি কায করেন?" কুসুম বলিল—"উনি হাইকোর্টের এটর্ণি।" পরে কুসুম ও লক্ষ্মী উপরে আসিলেন, কুসুমের মা চা তৈয়ারি করিয়া কুসুমকে দিলেন; কুসুম বাহিরে চা লইয়া গেল। শ্রীশ বাবু সস্নেহে কুসুমকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন—"তোমার নামটী কি আবার বলত।"

কুসুমলতিকা ধীরে ধীরে উত্তর করিল—"কুমারী কুসুমলতিকা ঘোষ।" উঁহারা চা ও পাণ খাইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তার বাবু নির্ম্মল বাবুকে বলিলেন—"ইনি খুব সুন্দর গান বাজনা জানেন।" ইহা শুনিয়া অনুপমা ও নিরুপমা উভয়ে বলিয়া উঠিল—"হারমোনিয়ম আনিয়া দিব?"

শ্রীশ বাবু বলিলেন—"আজ থাক, কাল বাজনা বাজাইব।"

শ্রীশ বাবু নিজগুণে এক দিনেই বালিকাদের আত্মীয়জনের মধ্যে পরিগণিত হইলেন; উকিল বাবুও শ্রীশ বাবুর সহিত আলাপে সাতিশয় প্রীত হইলেন। কিছুক্ষণ কথার পর শ্রীশ বাবু ও ডাক্তার বাবু সে দিনকার মত বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রাতঃকালে উকীল বাবু ও ডাক্তার বাবু উভয়ে মিলিয়া শ্রীশ বাবুর বাটী যাইলেন। সন্ধ্যার সময় শ্রীশ বাবু আসিলেন, কথাবার্ত্তার পর চা খাইলেন। তখন মনোরমা আসিয়া বলিল—"আপনি কাল বলিয়াছিলেন বাজনা বাজাইবেন, বাজনা আনাইব?"

শ্রীশবাবু হাসিয়া বলিলেন—"আচ্ছা বাজনা আনাও।" শ্রীশচন্দ্রের কথা শুনিয়া মনোরমা চাকরকে বাজনা আনিয়া দিতে বলিল, চাকর বাজনা আনিয়া দিল; শ্রীশ বাবু কয়েকটী খুব সুন্দর গান গাহিলেন; তার মধ্যে এই গানটী অতিশয় সুন্দর :—

নীল নীরে গভীর তিমিরে
তব পদ ছায়া দেখা যায়।
সুনীল আকাশে, ধীর বাতাসে,
তব কৃপাকণা হৃদয় জুড়ায়।
কে আছে হেথায় খেলার সংসারে
আঁধারে হইবে সাথী ?
তুমিই ধরিবে, ক্ষীণ হস্ত মোর
তবে ত ফুটিবে আঁখি।
এ ঘন আঁধারে তবে ত দেখিব
কেন আসিয়াছি—যাইব কোথায়।

আহা! শ্রীশবাবুর সুমিষ্ট গান শ্রবণে বোধ হয় পুত্রবিয়োগ-বিধুরা দুঃখিনী রমণীও ক্ষণকালের জন্য সুখী হইয়া থাকে। এক ঘণ্টা কথা বার্ত্তার পর শ্রীশবাবু বাড়ী যাইলেন।

কুসুমের বয়স ত্রয়োদশ বর্ষ; সে অন্য কাহারও সম্মুখে যাইত না, কিন্তু শ্রীশবাবুর সম্মুখে যাইত, এবং অকুণ্ঠিত ভাবে কথা কহিত। উকিল বাবুর সব কন্যা গুলিই শ্রীশবাবুকে ভক্তি করিত এবং ভালবাসিত। একদিন শ্রীশবাবু না আসিলে সকল কন্যা গুলিই চিন্তিত হইত; শ্রীশচন্দ্রও উঁহাদের অতিশয় ভালবাসিতেন। শ্রীশবাবু প্রতিদিনই আসিতেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

একদিন উকিল বাবু, তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাগণ, সকলে বসিয়া চা খাইতেছেন, এমন সময় তাঁহার স্ত্রীর বালিকা কালের বন্ধু ডাক্তার নন্দী বহুদিনের পর দেখা করিতে আসিলেন; উকিল বাবু দুই তিনটী কথা

কহিয়া নীচে বাহিরে চলিয়া যাইলেন। ডাক্তার নন্দী কুসুমকে আদর করিয়া কাছে ডাকিয়া বলিলেন—"এরি মধ্যে তুই এত বড় হয়ে গেলি? যে বৎসর আমি ডাক্তারী পরীক্ষা দিই, সেই বৎসর তুই জন্মেছিস।" পরে লক্ষ্মীকে বলিলেন—"কি ভাই দেখতে দেখতে ত কুসুমের তের বছর বয়স হল, মেয়ের বিবাহের কি করলে?"

লক্ষ্মী বলিলেন—"একেবারে ঠিক হয়নি, কিন্তু একটীর কথা হয়েছে" বলিয়া বসন্তকুমারের কথা যাহা প্রদোষকুমার ব্যারিষ্টার বলিয়াছিলেন তাহা সমস্ত বলিলেন। ডাক্তার নন্দী শুনিবামাত্র ব্যগ্রতা সহকারে বলিলেন—"হাঁ—হাঁ—সুরেন্দ্রনাথের পুত্র বসন্তকুমার, আহা ছেলেটীর যেমন রূপ তেমনি গুণ, তাঁদের আমি চিনি; সে এখন কলিকাতায় বি, এ, পড়িতেছে, এমন ছেলের সঙ্গে যদি বিবাহ হয়, তবে ত খুব ভাগ্য বলিতে হইবে। যদি বসন্তের সহিত না হয় ত আমি আর একটী পাত্রের বিষয় জানি; তাহাই তোমাকে বলিতে আসিয়াছি। ছেলেটী সবে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছে, স্বভাব চরিত্র মন্দ নয়। ছেলের বাপের অবস্থা ভাল নয় বলিয়া, বাপ চায় এমন লোকের মেয়ের সহিত বিবাহ দিবে যে ছেলের শ্বশুর ছেলেকে বি, এ, পড়াবে। তাহারা কানপুরে থাকে, তাহারা আবার সুন্দরী মেয়ে চায়। আমি তাহাদের বলিয়াছি আমার সখীর মেয়ে লুৎফ উন্নিসা বা মেহরুন্নিসা দুইয়ের কিছুই নহে, কিম্বা উদ্যানের সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপও নয়, তাই বলিয়া যে বনমল্লিকা তাহাও নয়, আমার সখীর মেয়েটী সুস্নিগ্ধ যূথিকার ন্যায়। তাহারা সম্মত হইয়াছে; আমি তাহাদের আরও বলিয়াছি আজ কালকার ছেলেরা বড় দুষ্ট হয়, প্রথমে বিবাহ করিয়া পরে মেয়েকে কষ্ট দিয়া থাকে; সেই জন্য আমার ইচ্ছা আর অন্য কোনও মতে মেয়ের বিবাহ না দিয়া সিভিল ম্যারেজ দেওয়াই ভাল।"

লক্ষ্মী বলিলেন—"আচ্ছা আমি পরামর্শ করিয়া তোমাকে জানাব।" এইরূপ নানা কথার পর ডাক্তার নন্দী বিদায় লইলেন। পাঠক পাঠিকার নিকট ডাক্তার নন্দীর একটু পরিচয় আবশ্যক।

ইঁহার নাম স্বর্ণলতা। ইনি উত্তরপাড়ার শ্যামলধন মুখোপাধ্যায়ের কন্যা। ইঁহার পিতা বেশ অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন। ইঁহার দশ বৎসর বয়ক্রমে ইনি পিতৃহীনা হন। হটাৎ সন্ন্যাস রোগে ইঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তিনি বিষয়ের কোন বন্দোবস্ত করিয়া যান নাই। এই একমাত্র নাবালিকা কন্যা রাখিয়া গিয়াছিলেন। শ্যামলধন বাবু প্রায় দশ বৎসরকাল তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূ ও তাহাদের সন্তান সন্ততি লইয়া তাঁহার পত্নীর শোক ভুলিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী ঐ কন্যাটীর জন্মের পরেই সূতিকা রোগে ইহধাম পরিত্যাগ করেন। শ্যামলধন বাবুর মৃত্যুর পর তাঁহার গুণধর ভ্রাতারা ক্রমে সমস্ত বিষয় হস্তগত করিয়া, স্বর্ণলতাকে একটী মূর্খের সহিত বিবাহ দিয়া বড়ই পীড়ন আরম্ভ করে।

বিবাহের দুই বৎসরের মধ্যেই স্বর্ণলতার স্বামী বিনয়কৃষ্ণ নন্দী বিসূচিকা রোগে মারা যান। স্বামীর মৃত্যুর পর বাধ্য হইয়া স্বর্ণলতাকে পিতৃগৃহে আসিতে হয় এবং তথায় দিন কতক অসীম ক্লেশ ভোগ করিতে হয়; এমন কি, তাঁহার পিতৃব্যেরা এক সন্ধ্যা আহার দিতেন ও নানারূপ ক্লেশ দিতেন। শ্যামলধন বাবু স্বর্ণলতাকে পড়াইবার জন্য এক জন মেম নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মেম সাহেব স্বর্ণলতাকে বড়ই ভালবাসিতেন। স্বর্ণলতা সেই মেম সাহেবের সাহায্যে কলিকাতায় গিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মেডিকেল স্কুলে ডাক্তারি পড়েন। যে বাসায় থাকিয়া স্বর্ণলতা মেডিকেল স্কুলে পড়িতেন, তাহার পাশেই লক্ষ্মীর মাতুলালয়।

লক্ষ্মী যখনই মামার বাড়ী যাইত, স্বর্ণলতার সহিত দেখা করিত; এই জন্যই লক্ষ্মীর বাল্যসখী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বহুদিনের পর এলাহাবাদে আবার দুজনে সাক্ষাৎ হয়। ডাক্তার নন্দী চলিয়া যাইলে কুসুমলতিকা তাহার মার নিকট গিয়া বলিল—"মা, ডাক্তার নন্দীর শাড়ী আর জ্যাকেটের কি সুন্দর রং, ঐ কি ফিরোজি রং?"

মা বলিলেন—"হাঁ।" রাত্রে কুসুমের মা উকিল বাবুকে ডাক্তার নন্দীর সব কথা জানাইলেন; উকিল বাবু বলিলেন—"না আমি অমন ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিব না।"

নবম পরিচ্ছেদ

রাত্রে কুসুমের বড় জ্বর হইয়াছে। সকালে ডাক্তার বাবু ঔষধ দিয়াছেন। সমস্ত দিন সমভাবে জ্বর রহিয়াছে; রোজ যেরূপ শ্রীশবাবু আসিতেন অদ্যও সেইরূপ আসিলেন। উকিল বাবু বলিলেন—"শ্রীশ, কুসুমের বড় জ্বর হইয়াছে।" শ্রীশবাবু বিষণ্ণভাবে বলিলেন—"ডাক্তার বাবু দেখিয়াছেন কি?" উকিলবাবু বলিলেন—"হাঁ ঔষধ ত দিয়াছেন, কিন্তু জ্বর কমে নাই।" শ্রীশবাবু বলিলেন—"চলুন একবার দেখিয়া আসি।" উকিলবাবু বলিলেন—"চলুন।" উকিলবাবু ও শ্রীশবাবু উভয়ে উপরে আসিয়া কুসুমলতিকাকে শয্যায় শায়িতা দেখিলেন। শ্রীশবাবু অতি স্নেহভরে কুসুমকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কুসুম তোমার কি অসুখ করিতেছে?" কুসুম বলিল—"মাথা ব্যথা করিতেছে আর কি করিতেছে বুঝিতে পারিতেছি না।" শ্রীশবাবু সস্নেহে কুসুমের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন; একটী গল্প

বলিলেন ; কুসুম গল্প শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িল ; কিছু কাল পরে শ্রীশবাবু বিদায় গ্রহণ করিলেন। পরদিন প্রভাতে আসিয়া শ্রীশবাবু দেখিলেন, বিগত রাত্রির অপেক্ষা জ্বর বৃদ্ধি হইয়াছে। পুনরায় সন্ধ্যার সময় আসিয়াও জ্বর কমে নাই দেখিলেন। তৎপর দিবস ডাক্তার বাবু ও শ্রীশবাবু উভয়ে দেখিলেন জ্বর মোটেই কমে নাই ; ঔষধ খাইতেছে কিন্তু কোনও ফল হইতেছে না। শ্রীশবাবু ডাক্তার বাবুকে বলিলেন—"একটু ভাল করে ঔষধ দাও।" ডাক্তার বাবু বলিলেন—"ভাল নয় ত কি মন্দ ঔষধ দিতেছি? ঔষধ ত দিতেছি এখন জ্বর ছাড়া না ছাড়া ঈশ্বরের হাত।" কিছুক্ষণ কথপোকথনের পর শ্রীশবাবু ও ডাক্তার বাবু উভয়ে চলিয়া যাইলেন। পুনরায় সন্ধ্যার সময় উভয়ে আসিলেন। দেখিলেন জ্বরের উপর জ্বর আসিতেছে, রোগী ভয়ানক দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। ডাক্তার বাবু চিন্তিত হইলেন। সাবধানে প্রেস্‌ক্রুপ্‌সন্ লিখিলেন। শ্রীশবাবু উকিলবাবু ও লক্ষ্মী সকলেই অতিশয় চিন্তিত ও দুঃখিত। খানিকপরে ডাক্তার বাবু ও শ্রীশবাবু দুজনে চলিয়া যাইলেন ; উকিল বাবু সমস্ত রাত্রি ঘণ্টায় ঘণ্টায় তাপযন্ত্র দ্বারা কুসুমের জ্বর দেখিতে লাগিলেন। সমস্ত রাত কাটিয়া গেল ; কিন্তু জ্বর কমিল না।

পরদিন প্রভাত হইল। অদ্য চারি দিন কুসুম লতিকার জ্বর হইয়াছে। আজ আবার বিপদের উপর বিপদ উপস্থিত। নির্ম্মলচন্দ্র সম্প্রতি সরকারী উকীল হইয়াছেন, একটী মকদ্দমায় বেনারসে একজন স্ত্রীলোকের এজেহার আবশ্যক হওয়ায় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদেশক্রমে উকিল বাবুকে সাক্ষীর জেরা করিতে আজ বেনারস যাইতে হইবে। মেয়ের এই অসুখ, কি করেন? সরকারী কাজ, বেনারসে যাইতেই হইবে; কোন ক্রমে অন্যথা করিতে পারেন না। কি করিবেন চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার বন্ধুবর শ্রীশবাবু

আসিলেন। শ্রীশবাবু উকিলবাবুকে এতাদৃশ চিন্তিত দেখিয়া, চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উকিলবাবু বিষণ্ণভাবে বেনারস যাইবার কথা বলিলেন। শ্রীশবাবু বলিলেন—"কেন মিছামিছি এই তুচ্ছ কথার জন্য ভাবিতেছেন? আপনার ভাবিবার কোনও দরকার নাই; আপনি ভাবিবেন না; কুসুমের মাকেও বলিয়া দিন যেন চিন্তিত না হন। আমি আর ডাক্তার উভয়ে কুসুমকে দেখিব; আপনি নির্ভয়ে বেনারসে যান।"

অগত্যা উকিলবাবু, শ্রীশ বাবু ও ডাক্তার বাবুর উপর সমস্ত ভার দিয়া সাতটার সময় বেনারসে যাইলেন। উকিল বাবু চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার বাবু শ্রীশ বাবুকে বলিলেন—"চলুন আমরা খাইয়া আসি।" শ্রীশ বাবু বলিলেন—"তুমি যাও আমি দেরীতে যাইব।" ডাক্তার বাবু বাড়ী চলিয়া যাইলেন। শ্রীশ বাবু কমল কলিকাকে কোলে করিয়া কুসুমের অন্যান্য ভগ্নীদিগকে সঙ্গে লইয়া উপরে কুসুমের কাছে আসিলেন। কুসুম শ্রীশবাবুকে নমস্কার করিল। শ্রীশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কুসুম এখন তুমি কেমন আছ?" কুসুম উত্তর করিল "আমার বড় অসুখ করিতেছে।" শ্রীশবাবু ব্যস্ততা সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি অসুখ করিতেছে কুসুম?" কুসুম বলিল—"বুঝিতে পারিতেছি না।" কুসুম শ্রীশবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা কখন আসিবেন?" শ্রীশবাবু স্নেহভরে বলিলেন—"ভয় পাইও না কুসুম তোমার বাবা আজ রাত্রেই আসিবেন।" পরে শ্রীশবাবু কুসুমকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে বারটা বাজিল। ডাক্তার বাবু এখনও আসিলেন না দেখিয়া লক্ষ্মী অনুপমাকে দিয়া শ্রীশবাবুকে বলিয়া পাঠাইলেন—"আপনার এখন খাওয়া হয় নাই, চা আর কিছু খাবার নিয়া আসি? এখনও যে ডাক্তার বাবু আসিলেন না।" অনুপমা মাতার আজ্ঞানুসারে উপরে আসিয়া শ্রীশ বাবুকে বলিল।

কুসুম ইহা শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া শ্রীশবাবুকে বলিল—"আপনি এখনও কিছু খান নাই!" অনুপমাকে বলিল—"যাও শীঘ্র আন, চা আনিবে তা আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ কি?" শ্রীশবাবু অনুপমাকে বলিলেন —"অনুপমা মাকে বলগে তিনি যেন ব্যস্ত না হন। ডাক্তার আসিলে তবে আমি ভাত খাইব। এখন আর চা খাইব না।" অনুপমা যাইয়া মাতাকে শ্রীশবাবু যাহা বলিয়াছিলেন তাহা বলিল। কিন্তু লক্ষ্মী শ্রীশবাবুর বারণ না শুনিয়া নিরুপমাকে দিয়া চা পাঠাইয়া দিলেন; এবং বলিয়া পাঠাইলেন তাঁহার কাছারির দেরী হইয়া গেল কখন কাছারি যাইবেন! ডাক্তার বাবুকে ডাকিয়া পাঠান হইবে কি? শ্রীশ বাবু চা খাইলেন; কিন্তু খাবার খাইলেন না। নিরুপমাকে বলিয়া দিলেন—"মাকে বলগে আমি আজ কাছারি যাইব না।" এমন সময় হৃদয়রঞ্জন আসিয়া শ্রীশ বাবুকে বলিল—"কাকা বাবু, বাবা বলিলেন আপনি কাছারি যান। তিনি একটু বিশ্রাম করিয়া দেরীতে আসিবেন।" শ্রীশবাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"কেন ভট্টাচার্য্য কি একদিন না বিশ্রাম করিলে থাকিতে পারেন না? নিজেও আসিলেন না আবার আমাকেও চলিয়া যাইতে বলিলেন, বেশ লোক যা হোক।"

হৃদয়রঞ্জন বলিল—"দেখুন না কাকাবাবু, বাবা ত পলকধারিয়াকে দিয়া বলিয়া পাঠাইতেছিলেন, মা ভয়ানক রাগ করিয়া বলিলেন, আপনি গেলেন না আবার চাকরকে দিয়া বলিয়া পাঠাইতেছ, উহারা কি মনে করিবেন? যা খোকা তুই যা কুসুমকে দেখে আয়, আর বলে আয়।" তাই আমি আসিলাম। শ্রীশবাবু চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, কোনও উত্তর দিলেন না। হৃদয়রঞ্জন কুসুমের বোনদের সহিত কয়েকটা কথা বলিয়া খানিকক্ষণ কুসুমের নিকট বসিয়া রহিল। পরে দুইটা বাজিলে কুসুমকে বলিল —"দিদি আমি এবার বাড়ী যাইতেছি।"

তখন শ্রীশবাবু বলিলেন—"হৃদয়রঞ্জন বাড়ী যাইয়া তোমার বাবাকে বলিও যেন ঘুম ভাঙ্গিলে অনুগ্রহ করিয়া একবার আসেন।"—"আচ্ছা" বলিয়া হৃদয়রঞ্জন চলিয়া গেল।

লক্ষ্মী দেখিলেন তুইটা বাজিয়া গেল; এখনও শ্রীশ বাবুর খাওয়া হইল না। পুনরায় মনোরমাকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন। শ্রীশবাবু বলিলেন—"আজ আমি ভাত খাইব না, আমার শরীর ভাল নাই।" কুসুম শ্রীশচন্দ্রকে বলিল—"আপনি খাবার খাইলেন না কেন?" শ্রীশবাবু বলিলেন—"কুসুম, আমি বাজারের খাবার পছন্দ করি না।" কুসুম বলিল—"তবে মাকে খাবার তৈয়ারী করিয়া দিতে বলি?" শ্রীশ-বাবু বলিলেন—"না, মাকে আর কষ্ট দিয়া কাজ নাই, তুমি ভাল হইয়া খাবার করিয়া দিও, খাইব। এখন খাবার খাইব না।" ক্রমে তিনটা বাজিল। শ্রীশচন্দ্র কুসুমকে ঔষধ খাওয়াইয়া বলিলেন—"কুসুম আমি বাহিরে বসিগে, যদি তোমার কোন কষ্ট হয় বা দরকার পড়ে ত ডাকিয়া পাঠাইও।" কুসুম লতিকা কাতর ভাবে বলিল "আচ্ছা।" শ্রীশবাবু বাহিরে যাইয়া রামধনিয়াকে দিয়া ডাক্তার বাবুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সন্ধ্যার সময় ডাক্তার বাবু আসিলেন; শ্রীশ বাবু মহা বিরক্ত ভাবে বলিলেন—"কিছু বুঝে কাজ করেন কি? উকিল বাবু বাড়ী নাই, আমাদের উপর ভার দিয়া গিয়াছেন, আর অপনি এখন এলেন?" ডাক্তারবাবু হাসিয়া বলিলেন—"শ্রীশ বাবু আপনি ভাবিবেন না। রোগীর কোনও ক্ষতি হইবে না; বুঝিয়াই কাজ করিয়াছি। যদি আজ কুসুমের জ্বর না ছাড়ে তবে আমার নাম মিথ্যা।"

শ্রীশচন্দ্র চুপ করিয়া রহিলেন; কোনও উত্তর দিলেন না। কিছুক্ষণ পরে মনোরমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"ডাক্তার বাবু আসিয়াছেন।" মনোরমা যাইয়া মাকে বলিল, তিনি সরিয়া যাইলেন। শ্রীশ বাবু ডাক্তার

বাবুকে সঙ্গে লইয়া উপরে যাইলেন। উপরে আসিয়া ডাক্তার বাবু কুসুমকে দেখিয়া, পরে তাপযন্ত্র দ্বারায় কুসুমের জ্বর দেখিলেন, তাপ যন্ত্র হাতে লইয়া সহর্ষে শ্রীশবাবুকে বলিলেন " দেখুন ত বামুনের কথা কি কখনও মিথ্যা হয়?" শ্রীশবাবু তাপযন্ত্র লইয়া দেখিলেন, সত্যই কুসুমের জ্বর ছাড়িয়াছে। অতিশয় আনন্দের সহিত মনোরমাকে দিয়া কুসুমের মাতাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে কুসুমের জ্বর নাই। তিনিও খুব আনন্দিত হইলেন।

ডাক্তারবাবু হাসিতে হাসিতে কুসুমকে বলিলেন—"আর কি বড়িমাম্নি তুমি ত ভাল হইয়া গিয়াছ।"—কুসুম চুপ করিয়া রহিল।

ডাক্তারবাবু ও শ্রীশবাবু চা খাইলেন, কিছুক্ষণ বাদে ডাক্তার বাবু শ্রীশবাবুকে বলিলেন—"মহাশয় আমি বাড়ী যাই, যদি কোন দরকার হয় তবে ডাকিয়া পাঠাইবেন।" শ্রীশবাবু বলিলেন—" যান।" ডাক্তার বাবু চলিয়া যাইলে, কুসুমলতিকা শ্রীশবাবুকে একটী গল্প বলিতে বলিল; শ্রীশবাবু সেক্সপীয়রের হ্যামলেটের গল্প বলিলেন। শ্রীশবাবুর গল্প শুনিয়া কুসুম ও তাহার বোনেরা সকলে খুব খুসী হইল। আটটা বাজিলে শ্রীশবাবু কুসুমকে বলিলেন—" কুসুম আমি এখন বাহিরে বসিগে, তোমার বাবা আসিলে তবে বাড়ী যাইব।" শ্রীশবাবু বাহিরে যাইয়া বসিলেন।

ক্রমে রাত্রি এগারটা বাজিল, উকিলবাবু আসিলেন। শ্রীশবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"শ্রীশ, কুসুম কেমন আছে?" শ্রীশচন্দ্র আনন্দ সহকারে বলিলেন—"আজ সন্ধ্যার সময় জর ছাড়িয়াছে।" উকিল বাবু ভিতরে আসিলেন; কুসুম পিতাকে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইল। কুসুম জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা শ্রীশবাবু কি এখনও বাহিরে আছেন?" উকিলবাবু বলিলেন—"হাঁ।" পরে লক্ষ্মী ও কুসুম দুজনে শ্রীশবাবুর

বিষয় বলিল—"তিনি আজ সমস্ত দিন খাবার বা ভাত কিছুই খান নাই, বাড়ী যান নাই।" শ্রীশচন্দ্রের স্নেহ, ভদ্রতা ও মমতা দেখিয়া উকিলবাবু সাতিশয় প্রীত হইলেন। লক্ষ্মীকে চা প্রস্তুত করিতে বলিয়া বাহিরে যাইয়া শ্রীশবাবুকে বলিলেন—"শ্রীশ, তুমি আজ যে উপকার করিলে তজ্জন্য তোমার নিকট চির-বাধিত রহিলাম, তোমাকে ধন্যবাদ দিতেছি।"

শ্রীশচন্দ্র অতিশয় লজ্জিত হইয়া বলিলেন—"আমি ত ধন্যবাদের উপযুক্ত কিছুই করি নাই। মিছামিছি ধন্যবাদ দিয়া কেন আমাকে লজ্জিত করিতেছেন? আমার কর্ত্তব্য আমি করিয়াছি।" পরে উকিলবাবু ও শ্রীশবাবু উভয়ে অন্যান্য অনেক কথা কহিতে লাগিলেন।

মনোরমা চা ও খাবার লইয়া আসিল, উকিলবাবু অনেক অনুরোধ করাতে শ্রীশবাবু ২।৩ টী খাবার ও চা খাইলেন। কথাবার্ত্তার পর রাত্রি একটার সময় শ্রীশচন্দ্র বাড়ী যাইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

পর দিন সকালে শ্রীশবাবু ও ডাক্তার বাবু উভয়ে কুসুমকে দেখিতে আসিলেন। ডাক্তারবাবু দেখিলেন জ্বর হয় নাই, কুসুম ভাল আছে। কুসুমের মা প্রিয়তমাকে দিয়া ডাক্তার বাবুকে জিজ্ঞাসা করাইয়া পাঠাইলেন—"অদ্য কুসুম কি খাইবে?" ডাক্তারবাবু ভাবিয়া বলিলেন—"আজও দুধ সাবু খাইবে।" কুসুম অতিশয় বিরক্ত হইল; কিছুতেই সাবু খাইতে সম্মত হইল না; উকিলবাবু অনেক অনুরোধ করিলেন, তথাপি রাজি হইল না। অবশেষে উকিলবাবু শ্রীশবাবুকে বলিলেন—

"আমাদের কথা ত শুনিল না, দেখ যদি তোমার কথা শোনে।" শ্রীশবাবু হাসিয়া কুসুমকে বলিলেন—"লক্ষ্মী কুসুম, আজকের দিনটা সাবু খাও, আমার কথা রাখ।" কুসুম কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পরে বলিল—"আচ্ছা আপনি বলিতেছেন, তবে খাইব, কিন্তু বড় খারাপ লাগে।"

ডাক্তারবাবু চা খাইয়া বাড়ী গেলেন। শ্রীশবাবু বলিলেন—"কুসুম সাবু খাইলে তবে আমি বাড়ী যাইব।" কুসুমের মা সাবু প্রস্তুত করিয়া অনুপমাকে দিয়া পাঠাইয়া দিলেন। শ্রীশবাবু স্বহস্তে দুধ মিশাইয়া কুসুমকে সাবু খাইতে দিলেন। কুসুম সাবু খাইতেছে, এমন সময় সুশীল কুমার আসিয়া উকিলবাবুকে বলিল—" বাবা বাহিরে একজন লোক আসিয়াছে, আপনাকে ডাকিতেছে।" বলিয়া সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া শ্রীশবাবু ও কুসুমলতিকাকে দেখিয়া নীচে চলিয়া গেল। নীচে যাইয়া মাকে বলিল —"মা এখনও কুসুম ভাল হয় নাই।" সুশীলের মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঘরে কে কে আছে রে?" সুশীল বলিল—"বাবা আছে, শ্রীশবাবু আছে, কুসুম আছে।" সুশীলের মা দাঁতের হাসি হাসিয়া বলিলেন—"হ্যাঁরে শ্রীশবাবু কোথায় বসিয়া আছে, কি দেখলি?" সুশীল বলিল—"বাবা বসে আছেন, শ্রীশবাবু কুসুমকে সাবু দিতেছেন, এই ত দেখিলাম, মন্দ ত কিছু দেখিলাম না। তুমি কিসে ওদের মন্দ বল? গান গাহিলে বা গান শুনিলে বা যত্ন করিলেই কি দোষ হয়? তুমি এর কি মন্দ দেখ?"

সুশীলের মা বলিলেন—"ওরে মুখপোড়া ছোঁড়া তোকে এত করে বোঝাই, তুই ত কিছুতেই বুঝবি না; শ্রীশবাবু যে ছুঁড়ীটাকে এত যত্ন করে, কেন করে? এর মানে কি? আমায়ই যত্ন করে না কেন?" সুশীল বলিল—"শ্রীশবাবু ভদ্রলোক, যত্ন করে বলিয়াই কি মন্দ বলিতে

হইবে ?" সুশীলের মাতা বলিলেন—"আরে হ্যাঁরে হ্যাঁ, ও যে কত ভদ্র-লোক তা সে দিনেই বোঝা গেছে। আমি এটর্ণিবাবু, এটর্ণিবাবু বলিয়া কত কথা বলিলাম, ও কিনা একটা কথার জবাব দিলে না। ওর মতন ভদ্রলোক আর যেন না হয়। আমি বলছি যে ওর বাড়ীতে একখানা চিঠি লিখে দিতেছি, দিয়ে আয়। তা ত তুই শুন্‌বি নি। এমন চিঠি দেব যে একখান্ চিঠিতেই ওর সব আত্মীয়তা ঘুচে যাবে।" সুশীল আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"এমন কি তুমি লিখিবে যাহাতে বাবার সহিত আত্মীয়তা ঘুচিয়া যাইবে ?"

সুশীলের মা বলিলেন—"কি লিখিব যখন লিখিব তখন দেখিস্।" সুশীল বলিল—"বল না একটু শুনি।" সুশীলের মাতা কয়েকটি কথা বলিলেন। সুশীল শুনিয়া ভয়ার্ত্ত হইয়া বলিল—"বাবারে উঃ তোমার কি সাহস ? এতগুলো এমন ভয়ানক কথা মিথ্যা মিথ্যা কি করিয়া লিখিবে ? তুমি জান পরের মন্দ করিতে গেলে আপনার মন্দ আগে হয়। তুমি ত ইহাদের বিপক্ষে সকলকেই চিঠি লিখিয়া থাক—এই উমারাণীকে কি না লিখিলে ? আচ্ছা এত ত লিখেছ তাতে তোমার কি ফল হইল ? তুমি ত কিছুই করিতে বাকি রাখিলে না। ছোটমার যত দূর পারিলে মন্দ করিতে চেষ্টা করিলে, আবার মেয়েদেরও করিতে চাও ? মেয়েরা তোমার কি করেছে ? আর যার সঙ্গে বাবার বন্ধুত্ব হয় তাহারাই মেয়েদের আদর করে, তুমি তাদেরই ক্ষতি করিতে চাও, চেষ্টা করিতে ত বাকি রাখ না ? তুমি কি জান না যে ঈশ্বর যার মন্দ না করেন, তার মন্দ কেহই করিতে পারে না ? তোমার যা করেছে বাবাই করেছে, মেয়েরা ত তোমার কিছু করে নাই। তবে তুমি ওদের অনিষ্ট করিতে কেন চাও ?" সুশীলের মাতা বলিলেন—"ওরে কালামুখো তাও কি তোকে বুঝিয়ে দিতে হবে ? এই দ্যাখ তুই

হচ্ছিস্ ছেলে তোর দশা দেখ, কেউ তোকে ডেকে কথাও কয় না, আর মেয়েদের কত আদর। ঘরে পরে সকল জায়গায়ই মেয়েদের আদর। ঐ বড় মেয়েটা যখন যা চায় তখনই ঐ মিন্‌ষে তাই দেয়। মেয়ের আদর দেখে দেখে আমার সোণার অঙ্গ কালী হয়ে গেছে। তুমি কি বলিবে বল, বাবা, তুমি ত আমার আগেকার চেহারা দেখ নাই। আমি যে কি ছিলুম তাত তুমি জান না। আমি একজন মহা ভদ্র-লোকের আদরের মেয়ে ছিলাম, ঐ হতভাগার হাতে পড়ে আমার এ দশা হয়েছে। বাবা, আমি কোথায় আজ স্থতনি শলুকা পরে পিঠে বিনুনী ঝুলিয়ে টমটমে চড়ে হাওয়া খাইব, না আজ ঐ মুখপোড়ার হাতে পড়ে এই দশা। এত গুলো মেয়ে একটা মরেও না যে একদিন একটু শান্তি পাই। আমাকে যেমন ভাসিয়েছে, ঐ মুখপোড়া নিজেও তেমনি ভাসুক। মেয়ের বিয়ে হবেনা, মেয়েদের মন্দ হলেই ওরা দুজনে জব্দ হবে। বাবা, তুমি নিশ্চয় জেন, মেয়েদের ভাল হলেই তোমার সর্ব্বনাশ হবে। পাছে তোমার মন্দ হয় এই ভয়ে আমি পাঁচ রকম করে যাতে মেয়েদের মন্দ হয় তাই করতে চেষ্টা করছি বাবা, তুমি আমার মতে কাজ কর।"

স্থশীল বলিল—"তোমার মতে কাজ করিয়া আমি নিজের সর্ব্বনাশ করেছি, আর দেখ আমি পদে পদে তোমার জন্য অপদস্থ হইতেছি, হইব, হয়েছি। তোমার অনেক চিঠি অনেক লোককে দিয়ে এসেছি, আর আমি দিতে পারিব না। বিশেষ শ্রীশবাবুর বাটীতে আমার জানা শোনা নাই। আমাকে ভিতরে যেতে দেবে না, শ্রীশ বাবুর বাড়ী আমি কি করে চিঠি দিব? আমি পারিব না। তোমার মতে চলিয়া আমি ওদের সঙ্গে অনেক দুর্ব্যবহার করিয়াছি, আমি নির্দ্দোষীর নামে আর মিথ্যা করিয়া লোকের কাছে কিছু বলিতে সাহস পাই না। বাড়ীতে বলত করিতে পারি।"

এই বলিয়া আর কালবিলম্ব না করিয়া সুশীল বাহিরে চলিয়া গেল। সুশীলের মা দ্বারে খিল লাগাইয়া ঘরে বসিলেন। উকিল বাবু উপরে আছেন, বাড়ীতে এই ভীষণ অভিনয় হইতেছে, "ভোলানাথ" উকীলবাবু কিছুই জানেন না। যদি কখনও কেহ কোন কথা জানাইয়া দেয়, বেচারা উকিল বাবু ভয়ে কাহাকেও কিছু বলেন না, পাছে সুশীলের মাতা চামুণ্ডা মূর্ত্তি ধারণ করেন। কুসুম সাবু খাইলে পর শ্রীশবাবু বাড়ী চলিয়া গেলেন। উকিল বাবু নীচে সেরেস্তায় আসিয়া বসিলেন। এমন সময় পরিচারিকা বেলমতিয়া উপরে আসিয়া নীচে সুশীল ও সুশীলের মাতা উভয়ে যে সমস্ত কথা বলিতেছিল, তাহা সব লক্ষ্মীকে বলিয়া দিল। লক্ষ্মী কুসুমের নিকট বসিয়াছিলেন। কুসুম এই সকল কথা শুনিয়া অতিশয় কুপিতা হইয়া বলিল—"মা, শ্রীশবাবু ভদ্র ও সচ্চরিত্র লোক, আমাকে এত যত্ন করেন, না খেয়ে না কাছারি গিয়ে আমাদের উপকার করেন; বাবাকে এত ভালবাসেন; বাবার সকল বিষয়ে সাহায্য করেন; বেচারা আপনি কষ্ট সহ্য করিয়া আমাদের দেখেন। শ্রীশ বাবু যে আমাদের এত উপকার করিলেন, এত যত্ন করিলেন, তাহার কি এই ফল হইতেছে, হিতে বিপরীত হইতেছে? ভদ্রলোক এত যত্ন করিলেন তার কি এই ফল? যদিও উনি নির্দ্দোষী, তবু ওঁর বাটীতে যদি সত্য একখানা চিঠি লেখে তবে ওঁর বাড়ীর লোকেরা কি মনে করিবেন? ছি, ছি, এখানে ভদ্রলোকের আসা যাওয়া করাও দায়। মা, এখনি আপনি বাবাকে ডাকিয়া সব কথা বলিয়া দিন।"

কুসুমের মা বলিলেন—"পাগলী মেয়ে শ্রীশের আর ওর মতন লোক কি করিতে পারিবে? এখন ওঁকে বলিব না; দেখ্না ওরা কতদূর কি করে, প্রবাদ আছে—

"ধর্ম্মের নৌকা ধীরে ধীরে বয়
অধর্ম্মের নৌকা ভরা ডুবী হয়।"

কুসুম বলিল—"মা আগে দাদা একটু ভাল ছিলেন, কিন্তু আজ কাল আর ভাল নাই।" কুসুমের মা বলিলেন—"ভাল থাকিবে কি করে? যেমন মাটী তেমনি ত গাছ হইবে?" কুসুমলতিকা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল—"কেন মা পর্ব্বতে কুসুম ফুটে না? মরুভূমে কি বৃক্ষ উৎপন্ন হয় না?" লক্ষ্মী বলিলেন—"মরুভূমে যে আবার গাছ হয়, তাতো আমি কখনও শুনি নাই; পর্ব্বতে ফুল ফুটিবে না কেন, ফোটে তাই বলিয়া তো নয়নমনোমুগ্ধকর গোলাপ ফুল হয় না।" কুসুম বলিল—"হাঁ৷ মা মরুভূমে গাছ হয়, তার নাম পান্থপাদপ।" এমন সময় কুসুমের পিতা কাছারি যাইবার সময় অনুপমাকে দিয়া লক্ষ্মীকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন; উকিল বাবু কাছারি যাইবার সময় কুসুমকে বলিয়া যাইলেন, "বৃষ্টিতে ঘরের বাহির হইও না, ঠাণ্ডা লাগাইও না।" উকিলবাবু কাছারি যাইলেন, কুসুমের বোনেরা স্কুলে যাইল। কমল-কলিকাকে কোলে লইয়া কুসুমের মাতা আসিয়া কুসুমের নিকট বসিলেন। এমন সময় কুসুমের দুইজন সখী দিলরঞ্জিয়া ও ফুলকলিয়া কুসুমের অসুখ শুনিয়া দেখিতে আসিল। দিলরঞ্জিয়া ও ফুলকলিয়া উভয়েই রাজপুত কন্যা; কুসুমের মা সাদরে কন্যা দুইজনকে বসিতে বলিলেন।

কুসুম ও তাহার মা উভয়ে তাহাদের সহিত নানা প্রকার কথা কহিতে লাগিলেন; ক্রমে ক্রমে চারিটা বাজিল। কুসুমের সখীদ্বয় বাড়ী যাইতে চাহিল। লক্ষ্মী বলিলেন—"অনেক দিন পরে এসেছ এখনি কেন যাবে? সন্ধ্যার পর যাইও।" দিলরঞ্জিয়া ও ফুলকলিয়া সম্মত হইল। রাঁধুনী আসিয়া লক্ষ্মীকে বলিল—"মাইজী চায়ের জলতো হইয়া গিয়াছে; আর কি করিব, চলুন দেখাইয়া দিন।"

লক্ষ্মী পাঁড়ের সহিত নীচে চলিয়া যাইলেন; কুসুম তাহার সখী দিল-রঞ্জিয়াকে বলিল—"ভাই, শ্রীশচন্দ্র নামে এখানে একজন এটর্ণি এসেছেন। তাঁর সঙ্গে বাবার খুব ভাব হইয়াছে। তিনি সর্ব্বদা এখানে আসেন। আমার অসুখের সময় আমাকে কত যত্ন করিয়াছেন। আজ সকালেও আসিয়াছিলেন, বলিয়াছেন ওবেলা আসিব। ভাই যদি তোমরা আজ বাড়ী না যাও তবে তোমাদের খুব সুন্দর গান শুনাইব। শ্রীশবাবু যে কি সুন্দর গান করিতে পারেন তা তোমাকে আর কি বলিব? তোমরা বল জহরৎ উন্নিসা খুব সুন্দর গান করে, কিন্তু আমার বোধ হয় শ্রীশবাবুর গান তার চেয়ে ভাল। শ্রীশবাবু আবার হিন্দী গানও জানেন।"

ফুলকলিয়া কুসুমের কথা শুনিয়া কুসুমকে বলিল—"আহা তোমার যেমন কথা! আমাদের জহরৎ উন্নিসার মতন কেহই পারিবে না।" দিলরঞ্জিয়া হাসিয়া বলিল—"আহা! বাঙ্গালীবাবু আবার হিন্দী গান করিবেন? একটা হিন্দী কথা বলিতে হইলেই ওঁদের বিপদ উপস্থিত হয়; আধা হিন্দী আধা বাঙ্গালা করিয়া কথা বলেন; ওঁরা আবার হিন্দী গান করিবেন? বাবুদের তো এই রকম হিন্দী কথা—

বিবি আর গাঁও যাব না
দেশে এসা সাতু মিলবে না।"

কুসুম ও ফুলকলিয়া খুব হাসিতে লাগিল। কুসুম ফুলকলিয়াকে হাসিতে হাসিতে বলিল—"হাস্‌চ কাহে? চুপ থাক।" দিলরঞ্জিয়া ফুলকলিয়া দুজনে খুব হাসিতে হাসিতে বলিল—"আচ্ছা, আচ্ছা হুজুর হাম লোগ চুপ থাকচি।" পরে ফুলকলিয়া বলিল—"আচ্ছা ভাই আজ আমরা বাড়ী যাইব না, দেখিব কেমন গান করেন। বাঙ্গালীবাবুর হিন্দী গান শুনিতে ইচ্ছা যাইতেছে।" ইহারা কথা কহিতেছে, এমন সময় উকিলবাবু ও লক্ষ্মী ঘরে আসিলেন। কুসুমের বোনেরা স্কুল

হইতে আসিল। উকিল বাবু ফুলকলিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোরা কখন এলি, কেমন আছিস্?" কুসুমের বোনেরা উহাদের দেখিয়া খুব আনন্দিত হইল। উকিল বাবু চা খাইয়া বাহিরে গেলেন। সন্ধ্যা হইয়া আসিল। কৃষ্ণবর্ণ মেঘমালায় গগনমণ্ডল আচ্ছাদিত। বেলা অবসান প্রায়। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকিতেছে। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতেছে। দিলরঞ্জিয়া লক্ষ্মীকে বলিল—"মাসীমা, আমরা কি করিয়া বাড়ী যাইব?" লক্ষ্মী বলিলেন—"মা আজ আর তোমরা বাড়ী যাইও না; এইখানেই থাক, ভাবনা কি? তোমাদের নিজের বাড়ীও যা, এও তাই; আর যদি নিতান্ত আবশ্যক হয়ত আমাদের গাড়ী করিয়া যাইবে।" ক্রমে সন্ধ্যা সাতটা বাজিল, শ্রীশ বাবু ও ডাক্তার ভট্টাচার্য্য উভয়ে কুসুমকে দেখিতে আসিলেন। অনুপমা আসিয়া লক্ষ্মীকে বলিল—"মা ডাক্তার বাবু আসিতেছেন।" লক্ষ্মী সরিয়া যাইলে, উকিল বাবু ডাক্তার বাবু ও শ্রীশবাবু তিনজনেই কুসুমকে দেখিতে আসিলেন।

কুসুমের সখীদ্বয় সরিয়া যাইল; দিলরঞ্জিয়া ও ফুলকলিয়া দুয়ারের পাশ হইতে দেখিতে লাগিল। শ্রীশবাবুর নাম শুনিয়া দিলরঞ্জিয়া মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"হ্যাঁ মনোরমা, শ্রীশবাবু কোনটী?" মনোরমা শ্রীশবাবুকে দেখাইয়া দিল। ডাক্তার বাবু কুসুমকে দেখিয়া বলিলেন—"বড়ি মায়ি তুমি কাল ভাত খাইও, কিন্তু একটু সাবধানে থাকিও।" কুসুমকে দেখিয়া তিন জনে নীচে যাইলেন। কুসুমের মা চা প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়া দিলেন।

কুসুম অনুপমাকে বলিয়া দিল—"অনুপমা শ্রীশবাবুর চা খাওয়া হইলে একটা গান গাহিতে বলিস।" দিলরঞ্জিয়া বলিল—"ওরে অনু একটা হিন্দী গানও করিতে বলিস্।" অনুপমা বাহিরে যাইয়া উঁহা-

দের চা খাওয়া হইলে বলিল—"আপনারা একটা হিন্দী গান করুন না।" ডাক্তার বাবু বলিলেন—"রামচন্দ্র! আমি হিন্দি ফিন্দি জানি না। তোমাদের শ্রীশবাবুকেই বল উনিই জানেন।" অনুপমা শ্রীশবাবুকেই বলিল। প্রথমে শ্রীশবাবু অসম্মত হইলেন, অনেক অনুরোধের পর সম্মত হইলেন। বলিলেন—"অনুপমা, তবে হারমোনিয়ম আনিতে বল।" অনু রামধনিয়াকে দিয়া বাজনা পাঠাইয়া দিল। শ্রীশবাবু গাহিলেন—

রিমিঝিমি বরখা বরিষে সখি লো!
গরজে বাদর ছাই ঘনঘোর, জিয়া মোরা তরাসে লো।
একে ঘোর বাদরী—তাহে হাম ব্রজনারী,
পিয়া পিয়া আকুল হিয়া, নয়না উছলে লো।
বিজলী চমকে, পাপিয়া বোলে, বহে ধীর পূরবৈয়া—
পিয়া বিনু সখি মোর কুছু নাহি ভাওয়ে লো।

শ্রীশবাবু এই গানটী দ্বিতীয়বার গাহিতে না গাহিতে ডাক্তার বাবু শ্রীশবাবুকে পরিহাস করিয়া গাহিয়া উঠিলেন——

ভায়া হে তব প্রাণে জাগে পিয়া পিয়া
এ ঘোর বাদরী কাঁদে হিয়া মেরি
কাঁহা মুড়ী ফুলুরী, লেয়া লেয়া।

ডাক্তার বাবুর গান শুনিয়া শ্রীশবাবু থামিয়া যাইলেন। সকলে খুব হাসিতে লাগিলেন। গৃহটী হাস্যরোলে পরিপূর্ণ হইল। পরে উকিল বাবু শ্রীশবাবুকে বলিলেন—"শ্রীশ একটী হরিনাম গান কর।" শ্রীশবাবু উকিলবাবুর কথামত তাঁহার সুমধুর কণ্ঠে এই গানটী গাহিলেন—

"চন্দন-চর্চ্চিত-নীল-কলেবর, পীত-বসন-বনমালী,
মণিময় কুণ্ডল, ঝলমল মণ্ডিত গণ্ডযুগস্মিতশালী।

চন্দ্রক-চারু ময়ূরশিখণ্ডক মণ্ডল বলয়িত কেশম্।
প্রচুর-পুরন্দর-ধনুরনুরঞ্জিত মেদুর মুদির সুবেশম॥
শ্যামল-মৃদুল-কলেবর-মণ্ডলমধিগত গৌরদুকূলম্
নীলনলিনমিব পীত-পরাগ-পটলভর বলয়িত মূলম॥"

শ্রীশ বাবুর সুমিষ্ট-স্বরের গানটী শুনিয়া সকলেই সাতিশয় আনন্দিত হইল। সকলেই একবাক্যে শ্রীশবাবুর গানের প্রশংসা করিতে লাগিল। শ্রীশ বাবু ডাক্তার বাবুকে বলিলেন—"আমি ত অনেক গান গাহিলাম, এখন আপনি একটা গান।" ডাক্তার বাবু একটি শ্যামাবিষয়ক গান গাহিলেন। তাঁহার বিকট চীৎকার শুনিয়া বালিকারা হাসিতে লাগিল।

অশেষবিধ কথার পর শ্রীশ বাবু ও ডাক্তার বাবু উভয়ে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

উঁহারা চলিয়া যাইলে কুসুম দিলরঞ্জিয়াকে বলিল—"প্রিয়সখি, দেখিলে ত শ্রীশ বাবু গান করিতে পারেন কি না।"

দিলরঞ্জিয়া বলিল—"সত্যই লতিকে, শ্রীশবাবু অতি সুন্দর গান করিতে পারেন। ভাই, আমার ইচ্ছা হইতেছে আবার শুনি। কিন্তু সখি, ডাক্তারের গলাটা মোটে ভাল নয়, ছি।"

কুসুম। কেন ভাই, ডাক্তার বেচারার উপর এত নারাজ কেন? বেচারা তোমার কি দোষ করিয়াছেন?

দিল। তা আমি কি করিব? ওঁর ভাগ্য। আহা মরি ওঁর গলাটার আর তুলনা হইবে না।

কুসুম ফুলকলিয়াকে জিজ্ঞাসা করিল—"সখি, তুমি বলতো কার গলা ভাল?" ফুলকলিয়া বলিল—"যা বল ভাই, উচিত কথা বলিতে হইলে শ্রীশবাবুর গলার আওয়াজটাই মিষ্ট, ডাক্তার বাবুর গলাটা একে-

বারে বিশ্রী। অমন সুন্দর গানটা গাহিবার দোষে কি বিশ্রী লাগিল! ডাক্তারের চীৎকারে আমার কান ঝালা পালা হইয়া গেল।"

কুসুম হাসিয়া বলিল—"আহা বেচারা ডাক্তারকে কেহই ভাল বলে না।" এইরূপ কয়েকটী সমালোচনার পর ফুলকলিয়া কুসুমকে জিজ্ঞাসা করিল—"হঁ্যা ভাই কাঞ্চনলতা কেমন আছে? কুসুম বলিল—"কাঞ্চন-লতা আসিতে চাহিয়াছিল কিন্তু অসুখের দরুণ আনাইতে পারিলাম না।"

ইহাদের এইরূপ কথা কহিতে কহিতে রাত দশটা বাজিল। উকিল বাবু ভিতরে আসিলেন। আহারাদি সমাপন করিয়া সকলে আপন আপন কক্ষে যাইয়া শয়ন করিলেন। কুসুম তাহার সখী দুইটীকে লইয়া আপনার গৃহে যাইয়া দিলরঞ্জিয়াকে বলিল—"ভাই একটী গল্প বল।" দিলরঞ্জিয়া একটী গল্প বলিল। দিলরঞ্জিয়ার গল্প শুনিয়া কুসুম বলিল—"বেশ সুন্দর গল্পটী, কোথা হইতে শিখিয়াছ?" দিলরঞ্জিয়া বলিল—"যমুনিয়ার মুখে শুনেছি।" পরে বলিল—"ভাই আজ যখন আমরা রহিয়া গেলাম, তবে মেশোমহাশয়কে কাল আমাদের বেড়াইয়া আনিতে বলিও।" কুসুম বলিল—"আচ্ছা।" কিছুক্ষণ কথা কহিতে কহিতে সকলে ঘুমাইয়া পড়িল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রভাত হইল। পাখীগণ কলরব করিয়া চারিদিকে উড়িয়া যাইতে লাগিল। মরালকুল সরোবরাভিমুখে গমন করিল। কৃষক দল লাঙ্গল স্কন্ধে লইয়া স্ব স্ব ক্ষেত্রাভিমুখে চলিল। সমস্ত জীবগণ জাগরিত হইল। দিনমণি ধীরে ধীরে উদয় হইলেন। গোলাপ চম্পক প্রভৃতি

পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইল। উকিল বাবুর বাটীর সকলেই জাগিলেন। কুসুম সর্ব্বাগ্রে মার কাছে গিয়া সখীদের সহিত বেড়াইতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। লক্ষ্মী উকিল বাবুকে বলিলেন—"মেয়েরা বেড়াইতে যাইতে চাহিতেছে।" উকিল বাবু বলিলেন—"চলুক, কোচম্যান্‌কে বলিয়া পাঠাও তিনটার সময় যেন কাছারিতে গাড়ী লইয়া যায়, আমি কাছারি হইতে সকাল সকাল আসিয়া সেই গাড়ীতেই এদের লইয়া যাইব।"

ঠিক সাড়ে তিনটার সময় উকিল বাবু আসিলেন। তিনি আর নামিলেন না; মেয়েদের ডাকিয়া পাঠাইলেন। কুসুম ও তাহার সখীদ্বয় আসিয়া গাড়ীতে উঠিল। গাড়ী উকিল বাবুর আদেশ ক্রমে বেণীতীরাভিমুখে চলিল। ঠিক দারাগঞ্জের মোড়ে গাড়ী দাঁড়াইল। নির্ম্মল বাবু ও মেয়েরা নামিয়া পদব্রজে বাঁধ অতিক্রম করিয়া প্রধান তীর্থক্ষেত্র ত্রিবেণীর নিকট যাইলে উকিল বাবু কুসুমকে বলিলেন—"মা এই পুণ্যক্ষেত্র বেণী তীর।"

কুসুম ও তাহার সখিদ্বয় জাহ্নবী ও যমুনার সঙ্গমস্থল দেখিতে লাগিল। একদিকে জাহ্নবীর শুভ্র জলরাশি, অপর দিকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় যমুনার কৃষ্ণ জল। মধ্যে মধ্যে এক একটী ছত্রের নিম্নে প্রয়াগের পাণ্ডারা বসিয়া আছেন। কুসুম মনে মনে ভাবিতে লাগিল—এই ভাগীরথী তীরে বসিয়া আর্য্য মহর্ষিগণ একদিন জলদগম্ভীর স্বরে বেদগান করিতেন, সেই পুণ্যতোয়া স্রোতস্বতী এখনো সেই ভাবে প্রবাহিতা। কিন্তু আজ ভারত শশ্মান! আজ ভারতের সে সৌন্দর্য্য নাই। সে তেজ সে জ্যোতি আর ভারতমাতা দেখিবেন না! সে গৌরবরবি চিরদিনের মত অস্তমিত হইয়াছে। আজ ভারতসন্তানগণের সে একতা নাই, সে আত্মত্যাগ নাই। এখন সকলই আভিধানিক শব্দে পরিণত হইয়াছে! উঃ কি দুঃখের বিষয়! কি পরিতাপ!

কুসুমেরা কিয়ৎক্ষণ হেথায় থাকিয়া পুনরায় অন্যদিকে যাইল। কুসুম পিতাকে কেল্লা দেখিবার অভিপ্রায় জানাইল। উকিল বাবু সম্মত হইয়া উহাদের কেল্লায় লইয়া যাইলেন। এখানকার কেল্লাটী অতি প্রশস্ত এবং সমস্তই প্রস্তরনির্ম্মিত। দেখিতে অতি পরিপাটী। কেল্লার মধ্যে যে পথ দিয়া প্রবেশ করিতে হয় তাহা অতি সঙ্কীর্ণ ও অন্ধকার। অনেক গুলি সিঁড়ি নামিতে হয়। সঙ্গে পথপ্রদর্শক আগে আগে একটী বাতি জ্বালিয়া লইয়া যাইতেছিল। কেল্লার মধ্যে রাজা অশোকের সময়কার একটী প্রস্তরনির্ম্মিত স্তম্ভ আছে, তাহাকেই আশোক-স্তম্ভ (Asoka Pillar) কহিয়া থাকে; স্তম্ভটী দেখিয়া কুসুমের মনে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদের সঞ্চার হইল। ভারতের পূর্ব্বাবস্থার সহিত আধুনিক অবস্থার তুলনা করিয়া কুসুম লতিকা নীরবে কয়েক বিন্দু অশ্রু বর্ষণ করিল।

পাঁচটার সময় কুসুমেরা বাড়ী ফিরিল। কুসুমের সখী দুইটী বিদায় লইয়া ঐ গাড়ীতেই বাড়ী যাইল। নির্ম্মলবাবু চা খাইতেছেন। এমন সময় রামধনিয়া আসিয়া বলিল—"বাবু, বাহার ব্যারিষ্টার সাহেব আইল-থুন হে।" উকিলবাবু বাহিরে যাইয়া দেখিলেন সেই পূর্ব্ব পরিচিত মিষ্টার সেন। উকিলবাবু যথাবিহিত আদর অভ্যর্থনা করিয়া মিষ্টার সেনকে বসাইলেন। তিনি কয়েকটী কথার পর সুরেনবাবুর লিখিত একখানি পত্র উকিলবাবুকে দিলেন। পত্রখানি বাঙ্গালায় লিখিত। সুরেনবাবু প্রদোষকুমারকে তাঁহার পুত্র বসন্তকুমারের বিবাহের সম্বন্ধে লিখিতেছেন। উকিলবাবু পত্র পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার পর মিষ্টার সেন চলিয়া গেলেন। উকিলবাবু ভিতরে আসিয়া লক্ষ্মীকে সুরেনবাবুর পত্র পড়িয়া বলিলেন—"সুরেনবাবু লিখিয়াছেন আমি এ সংবাদে সম্পূর্ণ সুখী হইলাম। আমার ইচ্ছা শীঘ্র বিবাহ হইয়া যায়।

এক সপ্তাহ বাদে বসন্তের বি, এ, একজামিন। আমার ইচ্ছা একজামিন হইয়া যাইলেই বিবাহ দিব। কিন্তু বসন্ত বলিতেছে যে বি, এ, পাশ দিয়াই বিলাত যাইবে। বিলাত হইতে আসিয়া তবে বিবাহ করিবে। তা এখন দেখি ভগবান কি করেন।”

কুসুমের মা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। পরে আস্তে আস্তে নির্ম্মল বাবুকে কি বলিয়া চলিয়া গেলেন। নির্ম্মল বাবু নীচে সেরেস্তায় যাইয়া কয়েক খানি পত্র লিখিতে লাগিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

দেখিতে দেখিতে চারি বৎসর কাটিয়া গেল। এখন সুশীলকুমার আর নির্ম্মলচন্দ্রের বাটীতে নাই। সে নানা প্রকার কারণ দেখাইয়া আজ দুই মাস হইল কলিকাতা চলিয়া গিয়াছে। সেই খানেই লেখা পড়া করে। তাহার পিতাকে পত্রাদিও লেখে না; মধ্যে মধ্যে তাহার মাতাকে পত্রাদি লেখে ও নানা অছিলায় কলিকাতায় যাইবার পরামর্শ দেয়। একদিন হঠাৎ সুশীলকুমার একখানি টেলিগ্রাফ করিল যে তার মাতামহ বড়ই পীড়িত, তাহার মাতাঠাকুরাণীর আসা নিতান্ত আবশ্যক।

তাহার টেলিগ্রাম পড়িয়া উকিলবাবু সুশীলকুমারের মাকে শুনাইলেন। সেই দিনই যাওয়া স্থির হইল। এগারটার গাড়াতে উকিলবাবু সুশীলের মাতাকে লইয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন। পরদিন ৮॥ টার সময় সুশীল কুমারের মাতাকে লইয়া উকিলবাবু তাঁহার শশুরালয়ে উপস্থিত হইলেন। শুনিলেন তাঁহার শশুর মহাশয় তিন দিন হইল, ছুটী ফুরাইয়া

যাওয়ায় দারভাঙ্গায় চলিয়া গিয়াছেন। বলা আবশ্যক, তিনি দার-ভাঙ্গায় চাকরি করিতেন। বেলা ২টার সময় সুশীলকুমার আসিয়া খুব হাসিতে লাগিল।

সুশীলের দিদিমা বলিলেন—"তা সুরি এসেছিস্, বেশ হয়েছে। আমি আজকের দিনটে দেখে একটা রাঁধুনীর বন্দোবস্ত করিতাম। তোর কি কোথাও থাকা পোষায় মা? এই ছোট ছোট ভাই গুলি, এই আমি ত আর কায কর্ম্ম করতে পারিনে। তা এসেছিস্ ভালই হয়েছে; আমিই সুশীলকে বলেছিলুম কোন রকম করে আনতে।"

হঠাৎ সুশীল বলিয়া উঠিল—"বাবা কত টাকা তোমার কাছে দিয়েছে? আর মাঝে মাঝে কত টাকা করে পাঠাবে বলেছে?"

সুশীল তাহার প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া অতিশয় রাগ করিয়া বলিল—"মা এইবার আমার হাতে পড়িতে হইবে।" এই বলিয়া তথা হইতে চলিয়া গেল।

উকিলবাবু ভাবগতিক দেখিয়া আস্তে আস্তে বিদায়গ্রহণ করিলেন; সমস্ত দিন এদিক ওদিক ঘুরিয়া সন্ধ্যার গাড়ীতে এলাহাবাদ রওনা হইলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

এলাহাবাদের রাস্তা গুলি বড়ই প্রশস্ত। সবজী মণ্ডি তত্রস্থ একটী সুবিখ্যাত অংশ। চকের অতি নিকট—বড় বড় দোকান পশার সবই চকে অবস্থিত। চকের বড় রাস্তা ঠিক যেখানে সবজী মণ্ডির রাস্তার সহিত মিলিয়াছে, সেই খানেই উকিলবাবু একখানি বাটী নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। আজ চার মাস হইল তাঁহারা নূতন বাটীতে আসিয়াছেন।

বাটীর চতুষ্পার্শ্বে বাগান, লোহার রেলিং বেষ্টিত। সম্মুখে লৌহ নির্ম্মিত ফটক। ফটকের একপার্শ্বে একটী দ্বারবানের গৃহ; গৃহটী ছোট এবং ছাদ টালি দ্বারায় আবৃত। ছাদের মধ্যস্থলে একটী ছোট গম্বুজ। গৃহটী আগা গোড়া একপ্রকার বিলাতী লতা (creeper) দ্বারা সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত। বাগানের মধ্যস্থলে দ্বিতল বাটী। বাটীতে প্রবেশ করিতে হইলে একটী গাড়ী বারাণ্ডার মধ্য দিয়া যাইতে হয়।

গাড়ী বারাণ্ডার ঠিক সম্মুখে একটী সুবৃহৎ জলের হউজ। হউজটীর মধ্যে শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত একটি ক্ষুদ্র কৃত্রিম পর্ব্বত। তদুপরি একটী ফোয়ারা। হউজটীতে লাল লাল মৎস্যকুল আমোদে বিচরণ করিতেছে। বাগানের যেখানে সেখানে শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত রোমীয়দের দেব দেবীর মূর্ত্তি। বাটীর পশ্চাৎ ভাগে একটী সুন্দর কুঞ্জবন। কুঞ্জটীর চারিধারে বড় বড় ঝাউগাছ এবং মধ্যস্থলে একটী মর্ম্মর প্রস্তর-নির্ম্মিত বেদী।

চতুষ্পার্শ্বে গোলাপ, যুঁই, মতিয়া, চম্পক, শেফালিকা প্রভৃতি সুগন্ধি পুষ্পের গাছ। এই কুঞ্জটী কুসুমের জন্য নির্ম্মলবাবু সাধ করিয়া নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। ইহার ঠিক সম্মুখে দোতালায় কুসুমের ঘর।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

ঘরটী অতি পরিপাটী রূপে সাজান। কতকগুলি সুন্দর দেশী ও বিলাতী ছবি দেওয়ালের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। একপার্শ্বে দেওয়ালে একখানি সুবৃহৎ আয়না রক্ষিত। টেবিলের উপর ফুলদানে একটী ফুলের তোড়া শোভা পাইতেছে। একদিকে একখানি সোফায়

কুসুম লতিকা অর্দ্ধশায়িত ভাবে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। এমন সময় দিলরঞ্জিয়া আসিয়া বলিল—"কি ভাই কি ভাবিতেছ? কি ভাবে বিভোরা হয়ে রয়েছ?" কুসুমলতিকা সহাস্য বদনে বলিল—"আর কি ভাবিব দিলজান, তোমাকেই ভাবিতেছি।" দিলরঞ্জিয়া বলিল —"তা আকাশের দিকে হাঁ করে চেয়ে কি দেখিতেছ?" কুসুম বলিল—"আকাশের দিকে দেখিতেছি, যে আমি ত সমস্তই তোমাময় দেখি, আমার মনে আমার ঘরে সকল স্থানেই আমি তোমাকে দেখি, তাই দেখিতেছি আকাশে তুমি আছ কিনা।" কুসুম ও দিলরঞ্জিয়া এইরূপ কথা কহিতেছে, এমন সময় অনুপমা আসিয়া কুসুমকে বলিল— "দিদি একখানা চিঠি এসেছে, বোধ হয় দাদা কলিকাতা হইতে লিখিয়াছেন।"—এই বলিয়া একখানি চিঠি কুসুমের হাতে দিল। কুসুম আগ্রহের সহিত পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিল—

"কুসুম, তোরা কেমন আছিস্? এখানকার সংবাদ বড়ই খারাপ। মার বড় অসুখ, জীবন সংশয়। সংসারে বাদাবাদির জন্য তাঁর শুশ্রূষার ত্রুটি হইতেছে। বাবাকে শীঘ্র কিছু টাকা পাঠাইতে বলিস্। টাকা যেন আমার নামে হীরুবাবুর তামাকের দোকানের ঠিকানায় পাঠান। কারণ অন্যত্র পাঠাইলে মা পাইবেন না। আর একটা ভারি গুড্‌নিউজ আছে এই পত্রের উত্তর পাইলে লিখিব।

শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ।"

পত্রখানি পড়া শেষ হইলে কুসুম দিলরঞ্জিয়াকে সমস্ত বলিল। দিলরঞ্জিয়া সুশীলকে যত দূর চিনিত তাহাতে সে সুশীলের পত্রের এক বর্ণও বিশ্বাস করিল না। কেবল বলিল—"আচ্ছা কুসুম, মেসোমহাশয় কাছারি হইতে আসিলে তাঁহাকে পত্রখানি দেখাইও।"

কুসুম গুড্ নিউজের অর্থ বুঝিল না। প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বে সুশীলকুমার একদিন কুসুমকে ডাকিয়া বলিয়াছিল—"একটা গুড্ নিউজ শুনেছিস্? শ্রীশ বাবু মারা গিয়াছেন।" তখন কুসুম ও তাহার ভগ্নীগণ অতিশয় কাতর হইয়া তাহাদের মার নিকট গিয়া কাঁদিয়া এই হৃদয়ভেদী সংবাদ দেয়। সে সময়েও এই দিলরঞ্জিয়া বালিকাদের সহিত লক্ষ্মীর নিকট গিয়াছিল। বালিকাদের কাতরতা দেখিয়া লক্ষ্মী আরও কাতর হইয়াছিলেন। কিন্তু দিলরঞ্জিয়ার কথাতেই লক্ষ্মী রামধনিয়াকে তখনই শ্রীশবাবুর বাটীতে পাঠাইয়াছিলেন। সে আসিয়া বলে—"কাঁহা কুছু তো না হোলৈ হে, বাবু বৈঠকে চা পিয় হথুন, হামসে পুছলথুন 'কিরে রামধনিয়া কাহে এসেছিস্?' হাম কহলু এইসেহি আইলু হে।"

কুসুম সে দিনের কথা মনে করিয়া ভাবিল যে এ আবার সেই রকম কোন গুড্ নিউজ নাকি? উকিলবাবু বাটী আসিলে কুসুম পত্রখানি দেখাইল। সম্প্রতি নির্ম্মলচন্দ্রের অনেক টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে। একটি সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহারই কারণ হাই-কোর্টে মকদ্দমা বাধিয়াছিল; যদিও এ মকদ্দমায় নির্ম্মলবাবু জয়লাভ করিয়াছেন, তবুও আপাততঃ তাঁহার হাত একেবারে খালি হইয়া পড়িয়াছে। সুশীলের পত্র পাঠ করিয়া নির্ম্মল বাবু একটু চিন্তিত হইলেন। "সংসারে বাদাবাদির জন্য রোগীর শুশ্রূষা হয় না" একথার অর্থ উকিলবাবু ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। তাঁহাকে ভাবিতে দেখিয়া কুসুম বলিল—"বাবা আপনি বোধ হয় টাকার জন্য ভাবিতেছেন, আমার কাছে যে টাকা আছে, আপাততঃ না হয় তাই থেকে পাঠাইয়া দিন।" বলিয়া কুসুম তৎক্ষণাৎ ৩০০৲ টাকা আনিয়া দিল।

কুসুমের ব্রেসলেট গড়াইবার জন্য তিন শত টাকা, ৪।৫ দিন আগে

নির্ম্মলবাবু কুসুমকে দিয়াছিলেন, কুসুম এই টাকাই রাখিয়াছিল; স্বর্ণকার আসিলেই গড়াইতে দিত।

উকিলবাবু পরদিন প্রাতে মনি অর্ডার করিয়া ২০০৲ শত টাকা সুশীলের মামার নামে তাহাদের বাটীর ঠিকানায় পাঠাইলেন। বলা বাহুল্য সুশীলের কথামত তামাকের দোকানে পাঠান নাই।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

আজকাল শ্রীশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যোগেশচন্দ্র বসু এলাহাবাদ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। যোগেশবাবুর সংসারে ইঁহার স্ত্রী সুমতি ও চারিটী সন্তান। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম হেমচন্দ্র, দ্বিতীয় পুত্রের নাম অখিলচন্দ্র, তৃতীয়া কন্যার নাম মৃণালিনী, সর্ব্ব কনিষ্ঠ কন্যার নাম বিনয়িনী। যোগেশবাবু একটু গর্ব্বিত প্রকৃতি ও ধর্ম্মভীরু লোক। নির্ম্মলবাবুর সহিত যোগেশবাবুর অনেক দিন হইতে আলাপ পরিচয় আছে; যোগেশবাবু প্রায়ই নির্ম্মলবাবুর বাটীতে গিয়া থাকেন। ডাক্তার মুকুন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের সহিত যোগেশবাবুর অতিশয় বন্ধুত্ব হইয়াছে; প্রায়ই ভট্টাচার্য্য যোগেশবাবুর বাটীতে আসেন। অদ্য প্রভাতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় যোগেশবাবুর বাটীতে আসিলেন; কথায় কথায় ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীশচন্দ্রের বিবাহের কথা তুলিলেন। যোগেশবাবু বলিলেন—"কি করিব বলুন মহাশয়, আমি কলিকাতায় কয়েকবার শ্রীশের বিবাহের পাত্রী স্থির করিয়াছিলাম কিন্তু শ্রীশ ছেলেবেলা থেকে বলে আমি নিজে পছন্দ করিয়া বিবাহ করিব; কি জানেন মহাশয়—আজকালকার ছেলেদের মন বুঝে উঠা ভার—জোর করিয়া বিবাহ দিলে সে বিবাহে বিড়ম্বনা

ঘটে। অনেক স্থানে জোর করিয়া বিবাহ দিয়া অনেক প্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। তাই আমি অনিচ্ছায় বিবাহ দিতে সাহস পাই না। আমার স্ত্রীরও শ্রীশের বিবাহ দিয়া তাহার একটী সাহায্য করিবার লোক আনিতে একান্ত ইচ্ছা। কিন্তু কি করিব, শ্রীশের মনোমত পাত্রী পাইতেছি না।"

ডাক্তার। তা শ্রীশবাবু কি রকম পাত্রী চান?

যোগেশ। ও চায় নিখুঁত সুন্দরী, লেখা পড়া শিল্প ও সঙ্গীত বিদ্যায় নিপুণা; তা ভাই তেমনটি ত আজ পর্য্যন্ত পাইলাম না।

ডাক্তার। তা এমন রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী কন্যা কোথায় পাওয়া যাইবে?

যোগেশ। আপনি যদি শ্রীশের মনোমত পাত্রী খুঁজিয়া দিতে পারেন ত আপনার নিকট চিরবাধিত থাকি।

"আচ্ছা দেখি যদি পাই" এই কথা বলিয়া কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে কি চিন্তা করিয়া ডাক্তারবাবু যোগেশ বাবুকে বলিলেন—"আপনি কি নির্ম্মলবাবুর বড় মেয়েটীকে দেখেছেন?"

যোগেশ। হাঁ একদিন দেখিয়াছি বটে, কিন্তু মেয়েটী বড় ছোট।

ডাক্তার। হাঁ তা সত্য।

আরও কয়েকটী কথার পর ডাক্তারবাবু বলিলেন—"যোগেশবাবু আজ তবে যাওয়া যাক্।" ডাক্তারবাবু বিদায় হইলে, যোগেশবাবু ভিতরে আসিলেন; সুমতি হাসিতে হাসিতে আসিয়া যোগেশবাবুকে বলিলেন—"হ্যাঁগা আজ নাকি বাহিরে ঘটক এসেছিল?"

যোগেশ। কৈ না ত, তোমাকে কে বলিল?

সুমতি। হাঁ আমি শুনিয়াছি, অখিল বলেছে বাহিরে ঘটক এসেছে, কাকা বাবুর বিয়ের কথা হইতেছে।

যোগেশ। হ্যাঁ সত্য বটে, বিবাহের কথা হইয়াছিল বটে, কিন্তু

ঘটক ত আসে নাই ; একজন ডাক্তারবাবুর সহিত, শ্রীশের বিবাহ সম্বন্ধে কথা হইতেছিল।

সুমতি। তাঁর জানা কি কোথাও পাত্রী আছে নাকি ?

যোগেশ। না। দেখ বড় বৌ, তুমি আজ শ্রীশ বাড়ীর ভিতরে আসিলে তাহাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিও। ওর মনের মত পাত্রী ত পাওয়া যাইতেছে না। শ্রীশের বিবাহ দিয়া তাহাকে সংসারী করা নিতান্ত আবশ্যক। ছেলেমানুষের মত আর কতদিন থাকিবে? শ্রীশ এত লেখাপড়া শিখিয়াছে তথাপি তার চপলতা যায় নাই।

সুমতি। আচ্ছা বলিব।

নানারূপ কথাবার্ত্তার পর আহারাদি সমাপন করিয়া যোগেশবাবু স্কুলে যাইলেন। সুমতি হেমচন্দ্রকে বলিলেন—"হেম যা ত, বাহিরের থেকে তোর কাকাবাবুকে ডেকে আন।" হেমচন্দ্র অনতিবিলম্বে বাহিরে যাইয়া শ্রীশবাবুকে সঙ্গে লইয়া ভিতরে আসিল। শ্রীশবাবু দালানে চেয়ারে বসিয়া বলিলেন—"কি বৌ-দিদি কেন ডেকেছিলে?" পার্শ্বের ঘর হইতে "এই যে ঠাকুরপো একটা পাণ নিয়ে আসছি" বলিয়া ক্ষণকাল মধ্যে এক গাল পাণ লইয়া পিক্ ফেলিতে ফেলিতে হাসিতে হাসিতে বৌ-দিদি দালানে আসিলেন। শ্রীশবাবু বলিলেন—"বৌ-দিদি তোমার হাতে ওটা কি?"

বৌ-দিদি। ওটা লক্ষ্ণৌর জরদা, একটু খেয়ে দেখনা ঠাকুর পো।

ঠা—পো। ছি, ছি, আমি খাবনা। তুমি যে দিনরাত খাও আর পিক্ ফেল, আমার বড় ঘৃণা করে।

বৌ-দিদি। আচ্ছা, তোমার ঘৃণা করে, তোমার বৌ হলে আমি সেই কনে বৌকে জরদা খেতে শেখাব। হ্যাঁ ঠাকুরপো একটা কথা বলিব শুনিবে কি ?

ঠা—পো। বল দেখি, শুনিবার মত হয় ত শুনিব।

বৌ-দিদি। না ঠাকুরপো, তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে আমি যাহা বলিব তুমি তাহাই করিবে।

ঠাকুর পো। না বৌদিদি, তা বলিব না। তুমি বল, শুনিতে সাধ্য মত চেষ্টা করিব।

বৌ-দিদি। এই দেখ না ঠাকুরপো, আমি একলাটি ছেলে মেয়ে লইয়া কত কষ্ট পাইতেছি; তুমি বিবাহ কর; তাহা হইলে আমার একটী সাহায্য করিবার লোক হয়। ঠাকুরপো গৃহস্থের ঘরের বৌ বেশী সুন্দরী নাই বা হইল তাতে ক্ষতি কি? আর লেখা পড়া নাই বা জানিল, তাকে ত আর চাকৃরি করিতে হইবে না। গান বাজনার যদি তোমার এতই সখ হয় ত তুমি শিখাইয়া লইও।

ঠাকুরপো গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"না বৌ-দিদি বিবাহ করিয়া একটা ঝঞ্ঝাট জড়াইতে আমার ভাল লাগে না। আর বৌ-দিদি তুমি কি পাগল হয়েছ? জীবন সঙ্গিনী কি যা' তা' একটা করিতে পারি? আমার ইচ্ছা, যে সকল বিষয়ে আমার মনোনীতা হইবে, আমি তাহাকে বিবাহ করিব। আর তা' না হলে আমি চিরদিনই অবিবাহিত থাকিব।"

বৌ-দিদি। তোমার মতন সর্ব্বগুণাধার ছেলের মুখে এ কথা কি শোভা পায়, কেন এমন ছেলে মানুষি করিতেছ?

শ্রীশচন্দ্র বিনীত ভাবে বলিলেন, "বৌদিদি আমায় ক্ষমা করুন; এই কথা ব্যতীত আর আপনারা যাহা বলিবেন তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।"

বৌ-দিদি। এ কথা ছাড়া আমরা আর তোমাকে কি বলিব? তোমার ঘড়িতে কয়টা বাজিয়াছে?

ঠা-পো। সাড়ে ১১টা। বৌদিদি যদি আপনার কষ্ট হয় ত আর একটা দাসী রাখিয়া লউন।

বৌ-দিদি। ভাই আর দাসী রাখিয়া কি করিব? আমি ভাবিয়াছিলাম তোমার বিবাহ দিব, তোমার বৌ আসিলে আমি কত খুসী হইব। তোমার বউ সর্ব্ববিষয়ে আমার ছোট বোনের মত অনুগতা হইবে, তা তুমি বলিতেছ বিবাহ করিবে না। ঠাকুরপো তোমার মতন সচ্চরিত্র গুণবান ছেলে আজ কাল আর কোথায় পাওয়া যায়? তুমি আমার সত্যই লক্ষ্মণের মত দেবর; তবু যে কেন তুমি এরূপ আমাদের মনে কষ্ট দিতেছ, কি করিব সবই আমাদের ভাগ্য! বেলা অনেক হইয়াছে, যাও ভাই স্নান করিয়া আইস।

"বৌদিদি তুমি পাঁড়েকে ভাত বাড়িতে বল আমি স্নান করিয়া আসিতেছি,"—বলিয়া শ্রীশবাবু স্নান করিতে যাইলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে শ্রীশবাবু স্নান করিয়া বৌদিদির নিকট আসিলেন। পরে আহারাদি সমাপন করিয়া কাছারি যাইলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

উকিলবাবু সেরেস্তায় বসিয়া আছেন; এমন সময় ডাকহরকরা আসিয়া একখানি চিঠি দিয়া গেল। উকিলবাবু পত্র পড়িয়া ভিতরে যাইলেন; ভিতরে গিয়া লক্ষ্মীকে বলিলেন—"ওগো বসন্ত কুমার বি, এ, পরীক্ষা দিয়াই বিলাতে গিয়াছে।" তখনকার দিনে এফ, এ, পাশ করিয়া কলিকাতা Medical Collegeএ পড়িতে পড়িতে বি, এ, পরীক্ষা দেওয়া যাইত। বসন্ত গত বৎসর Medical Collegeএর third

yearএর পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিল। এই বৎসর বি, এ, পরীক্ষা দিয়াছে, ইংরাজী ও বিজ্ঞান শাস্ত্রে অনার লইয়াছিল।

লক্ষ্মী শুনিয়া কিঞ্চিৎ ম্রিয়মানা হইলেন। উকিলবাবু ইহা দেখিয়া বলিলেন—"কিগো তুমি ভাবিতেছ? আমি ত খুব খুসী হয়েছি, বসন্ত বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলে বিবাহ দিব।"

লক্ষ্মী বলিলেন—"তা ত বটেই, কিন্তু মেয়ের ভাগ্যে কি আছে তা কি জানি।" কয়েকটী কথার পর নির্ম্মলবাবু বাহিরে চলিয়া যাইলেন। লক্ষ্মী কাজ করিতে লাগিলেন। কুসুমলতিকা ভগ্নীগণের সহিত পড়িতে বসিল। কুসুম আজকাল প্রবেশিকা পরীক্ষার পুস্তক পড়িতেছে, আগামী বৎসরে পরীক্ষা দিবে। কুসুমলতিকার পিতা অতি যত্ন সহকারে কুসুমকে পড়াইতেছেন। কুসুম অন্য সব পুস্তক আগ্রহ সহকারে পড়িত; কিন্তু সংস্কৃত উপক্রমণিকা পড়িতে কুসুম মোটেই পছন্দ করিত না। কুসুমের পিতা অনেক প্রকারে কুসুমকে বুঝাইতেন। কুসুম কিছুতেই বুঝিত না; কোন মতেই উপক্রমণিকা পড়িতে রাজি হইত না। উকিলবাবু বলিতেন—"কুসুম মা, উপক্রমণিকা না পড়িলে বাঙ্গালা বা সংস্কৃত ভাল রূপে শিখিতে পারিবে না।" কুসুম বলিত—"আমার ও গজাঃ গজৌঃ—পড়িতে ভাল লাগে না।" কুসুমের পিতা অবশেষে একদিন শ্রীশবাবুকে বলিলেন—"শ্রীশ, কুসুমের পরীক্ষা নিকট হইয়া আসিতেছে, আর কুসুম কিছুতেই উপক্রমণিকা পড়ে না, আমি ত ওকে বলে বলে হায়রান হয়ে গেছি, একবার তুমি বলিয়া দেখ, দেখি তোমার কথা শুনে কি না?" পর দিবস শ্রীশ-বাবু আসিয়া কুসুমকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন; কুসুম আসিলে শ্রীশ-বাবু বলিলেন—"কুসুম, আমি শুনিয়াছি তুমি মোটে উপক্রমণিকা পড়না; তা একথা কি সত্য?" কুসুমলতিকা নতমুখী হইয়া

হইয়া ধীরে ধীরে বলিল—"হাঁ এ সত্য কথা।" শ্রীশবাবু বলিলেন "কেন তুমি উপক্রমণিকা পড়না?" কুসুম বলিল—"ভাল লাগে না।" শ্রীশবাবু হাসিয়া বলিলেন "কুসুম অনেক কাজ আছে যা আপাততঃ উত্তম বলিয়া বোধ হয় না কিন্তু পরিণাম উত্তম হয়। এই ধর ঔষধ খাইতে ভাল লাগে না, কিন্তু ঔষধ খাইলে তবে ত অসুখ ভাল হয়?" কুসুম চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে কুসুমলতিকা ভিতরে চলিয়া আসিল। শ্রীশ বাবু কুসুমকে আর কিছু বলেন নাই সত্য, কিন্তু চতুরা কুসুম তাঁহার মনের কথা বুঝিয়া লইল।

পরদিবস শ্রীশবাবু আসিলেন। চা খাওয়ার পর কুসুমকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কুসুম যাইল; তখন শ্রীশবাবু কুসুমকে বলিলেন—"কুসুম, কাল হইতে তুমি এক পাতা করিয়া উপক্রমণিকার পড়া মুখস্থ করিয়া আমাকে দিবে; পরীক্ষা নিকট হইয়া আসিতেছে, যত্ন সহকারে উপক্রমণিকা পড়িবে।"

কুসুম সম্মত হইল। পরদিন কুসুম শ্রীশচন্দ্রের আজ্ঞানুসারে পড়া মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছিল; শ্রীশবাবু আসিলে তাঁহাকে পড়া দিল। এইরূপ প্রত্যহই কুসুম যত্ন সহকারে উপক্রমণিকা পড়িত।

কুসুম সমস্ত পরীক্ষার পুস্তকগুলি রাত জাগিয়া পড়িতে লাগিল; ক্রমে পরীক্ষার দিন যত নিকট হইয়া আসিতে লাগিল ততই কুসুম স্নানাহার ভুলিয়া দিনরাত পড়িতে লাগিল; কুসুম আর তাহার বন্ধুদিগের সহিত গল্প করিয়া সময় কাটায় না। আর কাহারও সহিত কথ কহে না, অতি যত্ন সহকারে পরীক্ষার পুস্তক অধ্যয়ন করে। দিনরাত পরীক্ষার বিষয় চিন্তা করে। কুসুম কখনও মনে করে যে পাশ হইবে, আবার কখনও মনে করে যে পাশ হইবে না। উকিলবাবু ও শ্রীশচন্দ্র নত্য নানা উৎসাহে কুসুমের মনকে উৎসাহিত করিতেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

ফাল্গুন মাস, অল্প অল্প শীতের হাওয়া আছে, সকাল বেলায় একটু শীত করে। কিন্তু দুপুর বেলায় এলাহাবাদে বেশ গরম। রাস্তার লোক সমাগম কমিয়া আসিতেছে। বরফ ওয়ালারা ক্রমশঃ বেশ দুপয়সা লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কুসুম নিজ প্রকোষ্ঠে অনন্যমনা হইয়া এক-খানি পুস্তক হস্তে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পরীক্ষা অতি সন্নিকট; আর কিছু কম এক মাস কাল দেরী আছে, সে দিনরাত পুস্তক লইয়াই ব্যস্ত।

আজকাল আর উপক্রমণিকার গজঃ গজৌ গজাঃ পড়িতে বিরক্ত হয় না। বিরক্ত হইলেই বা কি করে, পড়িতেই হইবে। না পড়িলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া হইবে না। তাই আজকাল সকল রকম পড়াই করিতে হয়। বোধ হয় কুসুমের হাতে উপক্রমণিকাই ছিল। কুসুম একবার ভাবিতেছে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে, একবার মনে করিতেছে ঈশ্বর যাহা করিবেন তাহাই হইবে, পরক্ষণেই পুনরায় ভাবিতেছে চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই। এইরূপ নানা চিন্তা উত্তাল তরঙ্গ মালায় কুসুমের হৃদয় সমুদ্রে প্রবাহিত হইতেছে।

আজ উকিল বাবু কাছারি হইতে বাড়ী আসিবার সময় একখানি পত্র পাইয়াছেন। বাড়ী আসিয়া লক্ষ্মীকে বলিলেন "ওগো এই আজ চিটি এসেছে। বিলাত হইতে বসন্ত L.R.C.P., L.R.C.S., উপাধি লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। সুরেন বাবু লিখিয়াছেন বৈশাখ মাসের মধ্যেই বিবাহ দিতে হইবে।" কুসুমের মাতা আনন্দিতা হইয়া বলিলেন "তা, লতার পরীক্ষা হইয়া গেলেই বিবাহ দিব।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা কি অদ্ভুত বস্তু! সংসারে আজকাল এই পরীক্ষাই সকলের শ্রেষ্ঠ জল্পন হইয়াছে। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, এই তিনটীই মনুষ্য জীবনের প্রধান ঘটনা বলিয়া সকলে জানিত। আজকাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াও ঐরূপ একটী জীবনের সার ঘটনায় পরিগণিত হইয়াছে। জীবনের উন্নতি বলুন, বিবাহ বলুন, স্নেহ, প্রেম, ভক্তি, সকলেরই মধ্যে যেন পাশ করার ছাঁয়া অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় ধীরে ও নীরবে প্রবাহিত হইতেছে। যে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারে, তাহাকে কেহই গ্রাহ্য করে না। বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই একজন বিদ্বান বলিয়া গণ্য হয়েন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি আজকাল বিদ্যার পরিমাণ হইয়াছে।

রাম মোহন রায়, রাম গোপাল ঘোষ, কেশব চন্দ্র ইত্যাদি পণ্ডিতগণ যে উপাধি মণ্ডিত না হইয়াও অন্ধকার ভারত সাম্রাজ্যের আলোক স্বরূপ ছিলেন, একথা বোধ হয় কাহারও মনে উদয় হয় না। লীলাবতী যে বি, এ, পাশ না করিয়াও অঙ্কশাস্ত্রে অদ্বিতীয়া ছিলেন, ইহা কে না স্বীকার করিবে? ইহাতে বোধ হয় আধুনিক বিদ্যার ফল সঙ্কীর্ণতা। উদারতা ক্রমশঃ চলিয়া যাইতেছে। এই উপাধি পদ্ধতি আজকাল বিবাহ ক্ষেত্রে বড় বিষম প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

যে ভদ্রলোকের আমাদের নির্ম্মলবাবুর মত কন্যা সন্তানের প্রাদুর্ভাব বেশী তাহার ত সমাজে দাঁড়ানই দায়। একটী কন্যাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি সমন্বিত পাত্রে দান করিতে হইলে অন্ততঃ ছয় সহস্র টাকার প্রয়োজন। গড়ে ফি পাস দুই সহস্র মুদ্রা! কন্যা যতই সুন্দরী বা গুণ সম্পন্না হউক না কেন, তাহার পিতা যদি ধনবান না হন তাহা হইলে তাহার ভাল বিবাহ হওয়া সম্ভবপর নহে। আজকালকার বিদ্বন্মণ্ডলী বোধ হয় রজতমুদ্রার পাণিগ্রহণোৎসুক।

আমাদের দেশে এ প্রথা যে কত দিন প্রশ্রয় পাইবে তাহা বলা যায় না।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

অদ্য হইতে কুসুমের পরীক্ষা আরম্ভ হইল। কুসুম বড়ই চিন্তান্বিতা। কুসুমের মাতা বড়ই চিন্তিতা আছেন; নানা দেবদেবীর পূজা মানিতেছেন। সাড়ে নয়টার সময় কুসুম একাগ্রমনে দয়াময় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া তাহার বালিকা ভগ্নীগুলিকে সাদরে চুম্বন করিল।

তৎপরে কুসুম পরীক্ষোচিত সাজে সজ্জিত হইয়া ভক্তিভরে আপনার পিতা মাতা ও শ্রীশবাবুর পদধূলি গ্রহণ করিয়া নির্ম্মল বাবু ও শ্রীশবাবুর সহিত বাহিরে যাইল। শ্রীশ বাবুও উকিল বাবুর সহিত কুসুমলতিকা মহা চিন্তান্বিত হইয়া এলাহাবাদ ইউনিভারসিটি হলে প্রবেশ করিল।

ইতি পূর্ব্বে কুসুম কখনও এত বড় হল দেখে নাই। এলাহাবাদ সহরে Muir College এর বাটী বিখ্যাত। রাস্তার অপর পারেই Alfred Park নামক সরকারী উদ্যান; এলাহাবাদে অ্যালফ্রেড্ পার্কটী দেখিবার জিনিষ। উদ্যানটী খুব বড়, অনেক প্রকার গাছে সুশোভিত। মধ্যে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দির, মন্দিরের মধ্যে কয়েকটী শ্বেত মর্ম্মরের ছোট ছোট স্তম্ভ; এই স্থান হইতে Muir College ও তৎপশ্চাতে ইউনিভারসিটি হল সুন্দর দেখা যায়।

ইউনিভারসিটি হলের উপরে একটী সুবৃহৎ গম্বুজ। আজ প্রথম কুসুম এত বড় হলে প্রবেশ করিল। এরূপ প্রকাণ্ড হল দেখিলেই মনে স্বতঃই ভীতি ভাবের উদয় হয়; তবুও ঈশ্বর ভরসা করিয়া কুসুম যথাসাধ্য

ভালরূপে লিখিল। এইরূপে হরিষে বিষাদে কুসুমের ছয় দিন কাটিল। কুসুমের লেখার ধরণ শুনিয়া শ্রীশবাবু ও উকিলবাবু উভয়ে আশা করিতেছেন যে কুসুম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে। কুসুম ফলের আশায় রহিল। একদিকে বিবাহ;উৎসব, অন্যদিকে পরীক্ষার ফল। বাটীর সকলেই অতি উৎসাহিত। পরিচারিকা বেলমতিয়া অতিশয় আহ্লাদিতা। আগামী ১০ই বৈশাখ রবিবারে কুসুমের শুভপরিণয় হইবে। সকলেই উল্লাসিত; চারিদিকে বিবাহের আয়োজন হইতেছে। সকলে প্রফুল্ল, কিন্তু কুসুম বিষণ্ণা। যত বিবাহের দিন সন্নিকট হইতেছে। ততই কুসুমলতিকা ম্রিয়মানা হইতেছে। কুসুম বসিয়া রহিয়াছে এমন সময় তাহার প্রিয়সখী দিলরঞ্জিয়া আসিল। কুসুম অন্যমনস্ক ছিল; দিলরঞ্জিয়া আসিয়াছে তাহা দেখিতে পায় নাই। কুসুমকে দিলরঞ্জিয়া বলিল—"কি সখী, যে কয় দিন আমাদের কাছে আছ সে কয়দিন আমাদের সহিত কথা কহ। আর কি ভাই, তুমি ত এবার মেমসাহেব হইবে; আর কি আমাদের সঙ্গে কথা কহিবে?"

কুসুম ও তাহার সখী উভয়ে কথা কহিতেছে, এমন সময় বেলমতিয়া আসিল। বেলমতিয়া দিলরঞ্জিয়াকে বলিল—"এ মাইয়া তুঁ অভি মত্ ঘর যাহিয়, একদম কুসুমকে সাদিকে বাদ যাহিয়, ১০ তারিখ মে তো সাদি হোতেই। চার রোজকে খাতির ঘর যাকে কা করবো?" দিলরঞ্জিয়া বলিল—"বেলমতিয়া হাম আজ যায়েগা, ফির সাদিকে রোজ আয়েগা।" তখন কুসুম বলিল—"না, দিলজান তুম অভি মৎ যাও, হাম তুমহারা ইনতেজার মেথেঁ। যব দিলজান তুনে আয়ী হো, তব আউর অভি মৎ যাও, মেরে হালিয়ত দেখকর তব ঘর যাইয়ো। সখিরে, ঘর তো হররোজকে লিয়ে হ্যায়, লেকিন তেরি সখি থোড়হি রোজ রহেংগি। দিলজান আপনি সখিয়া নসিহৎ কী আউর নতিজা দেখলো। হামনে

তুঝকো আপনি জানসেভি জিয়াদা পিয়ারী করতে হুঁ, মেরে আখির ওয়াখৎ মে হাজির রহনা।"

দিলরঞ্জিয়া কুসুমলতিকার কথা শুনিয়া সাতিশয় ভীতা ও দুঃখিতা হইয়া বলিল—"কাহে পিয়ারী, তুম ইস কদরকে বাত কহতে হো? তুমহারা বাত শুন কর্ মেরি দিল বহুত ঘবড়া রহি হ্যায়। ছি, বুরি-বাত! এ্যায়সা বাৎ মৎ কহো সখি। তুনে বহুত সমজদার আউর আকিলমন্দ হো, তুম বহুত ইলিমদার হো; তব কাহে এ্যায়সা কহতে হো? সাদী হোগা তো ক্যায়সী অচ্ছি না, তুমনে নারাজ হোতী হো? আর তুমহারা এ সাদী পসন্দ না হো, তো হাম সে কহ, হাম তুমহারা মা সে কহতে হ্যাঁয়।"

কুসুম। না ভাই পসন্দ কাহে নেহী হোগা। হাম তুমকো দিলকা বাৎ কহতে হ্যাঁয় কি হাম সাদী নহি করেগা।

দিল। সখিরে বলাইসে তুঁ সাদি মৎ কর, হাম তুরত তুমহারা মা বাপসে কহতে হ্যাঁয় কি মা কুসুমকে মৎ সাদী দিজিয়ে। অগর সাদী না হো তব তো তুম খুস্ রহেগী?

কুসুম। তুম আজ মেরে মা বাপসে কুছ মৎ কহো, অগর কহো তো হামারী কসম্।

ইহারা এইরূপ কথা কহিতেছে, এমন সময় লক্ষ্মী আসিলেন। লক্ষ্মী দিলরঞ্জিয়াকে বলিলেন—"মা তুমি আজ আর বাড়ী যাইও না, তোমার সখীর বিবাহের পর বাটী যাইও।"

দিলরঞ্জিয়া সম্মত হইল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

রাত্রি একটা বাজিল। কুসুম স্বীয় প্রকোষ্ঠে একটি জানালার নিকট দাঁড়াইয়া আছে। সুন্দর জ্যোৎস্নায় নিম্নস্থ উদ্যানের বড় শোভা হইয়াছে। একটী পেচক বিকট চীৎকার করিতে করিতে উড়িয়া গেল। মধ্যে মধ্যে কা কা রবে বায়সকুল অতি গোলমাল করিতেছে। কুসুম অনন্যমনা হইয়া কি যেন এক বিষম চিন্তায় নিমগ্না; এখনও শুইবার নাম নাই। হঠাৎ কুসুম প্রফুল্লমনে বলিয়া উঠিল—"কেন আমার পিতা মাতা ত তেমন নয়; যে কার্য্যে আমার একান্ত মন নাই, সে কার্য্য উহাঁরা আমায় কখনই করিতে বলিবেন না। ঈশ্বরের কৃপায় আমার মনের স্বাধীনতায় আমার পিতামাতা বাধা দিবেন না।"

এই কয়টী কথা বলিতে বলিতে কুসুম যাইয়া পালঙ্কোপরি শয়ন করিল। রাত্রি প্রায় তিনটা বাজিয়াছে; কুসুম ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু কুসুমের মন ঘুমাইতে পারিল না। এক অদ্ভুত স্বপ্ন কুসুমের বালিকা হৃদয় আলোড়িত করিল। কুসুম দেখিল যেন একজন জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষ আসিয়া কুসুমের মস্তক স্পর্শ করিলেন। কুসুম স্পর্শমাত্রেই বোধ করিল, যেন কি এক অদ্ভুত প্রতিভায় তাহার বালিকা জীবন প্রতিভাসিত হইয়াছে। তাহার জীবনের সহিত যেন জগতের চিরসম্বন্ধ সুন্দর স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে।

কুসুম সেই জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—"পিতঃ আপনি কে?"

সেই মহাপুরুষ সস্নেহে বলিলেন—"আমি কে তোমার জানিবার প্রয়োজন নাই। জগতের হিত যেন তোমার জীবনের লক্ষ্য হয়। দেব—

তারা শুধু ফাঁকা পূজা বা আরাধনায় তুষ্ট হয়েন না। কর্ম্ম করিবে। তাঁহাদের কার্য্যে যেমন জীবগণের হিতসাধন হয়, তেমনি তোমার কার্য্যে তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবে। যে মানব দেববাঞ্ছিত কার্য্য করে, তাহারই উপর দেবতারা সন্তুষ্ট রহেন। সংসার চক্রের বাধাহীন গতির জন্য কর্ম্মের আবশ্যক; যে কেহ কর্ম্ম না করে সে সংসারচক্রের গতির প্রতিরোধ করে; কর্ম্মই মনুষ্য জীবনের সারধর্ম্ম।"

এই সারগর্ভ উপদেশ দান করিয়া মহাপুরুষ অন্তর্ধান হইলেন। কুসুমের নিদ্রাঘোর টুটিল। কিন্তু স্বপ্নের কথা কুসুম ভাবিতে লাগিল। আজ কুসুম প্রতিজ্ঞা করিল, পরহিতব্রতে সে তাহার জীবন উৎসর্গ করিবে। সংসারে ত মনের মত কিছুই মিলে না, তবে অসার সংসার-সুখের জন্য লালায়িত না হইয়া ঈশ্বরের ঈপ্সিত কার্য্যে মন প্রাণ নিয়োজিত করিবে। মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া স্বপ্নের সেই জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষকে ভক্তি ভরে প্রণাম করিয়া, কুসুম শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

সুরেনবাবু সপরিবারে এলাহাবাদে আসিলেন। প্রদোষকুমার ব্যারিষ্টারের বাটীর পার্শ্বে বিবাহের জন্য একটী বাটীভাড়া লইবেন। বিবাহের মোটে আর তিন দিন বিলম্ব আছে। কুসুম আজ তাহার মাতাকে জানাইল, যে সে বিবাহ করিতে স্বীকৃত নহে। বলিল—"আমি কিছুতেই বিবাহ করিব না।"

লক্ষ্মী শুনিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া উকিলবাবুকে ডাকিয়া এই কথা জানাইলেন। উকিলবাবু কুসুমকে জিজ্ঞাসা করিলেন; কুসুম পুনরায়

বলিল সে কিছুতেই বিবাহ করিবে না। উকিলবাবু এই কথা শুনিয়া অতিশয় চিন্তিত ও দুঃখিত হইলেন; অন্য কিছু ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া শ্রীশবাবুকে এই কথা জানাইলেন। উকিলবাবু একদিকে কন্যার প্রাণের ভয়ে, অন্যদিকে লোকলজ্জার ভয়ে অতিশয় কাতর হইলেন। শ্রীশবাবু চিন্তা করিয়া বলিলেন—"মহাশয় আর ত কোনও উপায় দেখিতেছিনা; প্রদোষবাবুকে লিখিয়া পাঠান, পরে সুরেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে জানাইবেন।"

উকিলবাবু শ্রীশবাবুর কথামত প্রদোষকুমারকে একখানি পত্র লিখিলেন। উকিলবাবু তাঁহার আত্মীয় নৃপেন্দ্রকুমারকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আজ বিবাহবাটীতে আনন্দে নিরানন্দ হইল। প্রভাতে নৃপেন্দ্র নির্ম্মলবাবুর বাটীতে অসিলেন; উকিলবাবু এই বিষয় তাঁহাকেও জানাইলেন; নৃপেন্দ্র ইহা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন।

উকিলবাবু ও নৃপেন্দ্রবাবু, সুরেন্দ্রবাবুর বাটীতে যাইয়া তাঁহাকে এই অভাবনীয় কথা জানাইলেন। সুরেন বাবু শুনিয়া অসন্তুষ্ট হইলেন। মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল। বিবাহের সবই ঠিক হইয়া গিয়াছে। বিষম সঙ্কট সমুপস্থিত, এত টাকা নষ্ট হইবে। লক্ষ্মী ও উকিল বাবু বড়ই চিন্তিত; কি করিবেন ঠিক পাইতেছেন না। দিলরঞ্জিয়া অনেক চেষ্টা করিতেছে; কিছুতেই কুসুমের মন ফিরিতেছে না। অনেক প্রকারে কুসুমের মাতা তাহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন কিছুতেই কুসুম বলিতেছে না। হরিষে বিষাদ হইল। দিলরঞ্জিয়া তাহার প্রিয় সখীর এতাদৃশ অবস্থা দেখিয়া অতিশয় ক্ষুব্ধা হইল। পিতামাতার অবস্থা দেখিয়া কুসুম তাহার মাতাকে বলিল—"মা এত টাকা নষ্ট করিবেন কেন? সবইতো প্রস্তুত আছে, অনুপমাও ত তের বছরের হইয়াছে; তবে ঐ বসন্তকুমারের সহিত অনুপমার বিবাহ দিয়া সুখী হউন।"

কুসুমের পিতামাতা এই কথা যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়া শ্রীশ বাবু ও নৃপেন্দ্রকুমারকে জানাইলেন। শ্রীশ বাবু ও নৃপেন্দ্রকুমার উভয়ে যাইয়া সুরেন বাবুকে জানাইলেন। সুরেন বাবু প্রথমে ইতস্ততঃ করিয়া পরে সম্মত হইলেন। সকলেই ঐ মতে মত দিল। বিবাহের নির্দ্ধারিত দিনে শুভক্ষণে বসন্তকুমারের সহিত অনুপমার শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইল। সকলেই এ বিবাহে সন্তুষ্ট হইলেন; কুসুমও অতিশয় আনন্দিতা হইল। কুসুমের পিতামাতা কুসুমের জন্য অতিশয় দুঃখিত ও চিন্তিত রহিলেন।

কুসুমকে অনেক প্রকারে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কুসুমলতিকা কিছুতেই বলিল না। সমাগত আত্মীয়জনেরা বাটী যাইলেন। দিলরঞ্জিয়াও বাটী যাইল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

অদ্য উকিলবাবু কাছারি হইতে আসিবার সময় একখানি গেজেট হাতে লইয়া মহানন্দে বাটী আসিলেন। কুসুমলতিকা পিতার হাত হইতে গেজেট লইয়া দেখিল, যে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইল। লক্ষ্মীও অতিশয় প্রীতা হইলেন। কুসুমের ভগ্নীগণ অনুপমা, নিরুপমা, প্রিয়তমা, মনোরমা, কমলকলিকা, সকলেই অতিশয় আনন্দিত হইল। ক্রমে ক্রমে আত্মীয় স্বজন সকলেই এই সুসংবাদ জ্ঞাত হইলেন। সন্ধ্যার সময় উল্লাসিত প্রাণে শ্রীশবাবু আসিলেন। কুসুমকে ডাকিয়া বলিলেন—"কুসুম এই ত তুমি পাশ হইয়াছ, তুমি বলিয়াছিলে পাশ হইবে না?" কুসুম ধীরে ধীরে বলিল—"আপনাদের অশীর্ব্বাদে পাশ হইয়াছি, পাশ হইব আশা করিতাম না।" শ্রীশবাবু

পুনরায় বলিলেন—"কুসুম তুমি এখন কি করিবে?" কুসুম নিরুত্তর রহিল; এমন সময় একটী লোক আসায় কুসুমলতিকা ভিতরে চলিয়া আসিল।

পরদিন সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় কুসুম দ্বিতল ছাদের উপর বসিয়া আছে। নীচে ডাকহরকরা আসিয়া এক খানি পত্র দিয়া গেল। নিরুপমা ঐ পত্রখানি উপরে কুসুমের নিকট লইয়া গেল। কুসুম দেখিল সুন্দর খামের উপর সুন্দর রূপে কুসুমের নাম লিখিত রহিয়াছে; কিন্তু হস্তাক্ষর কুসুমের পরিচিত নহে। কুসুম বিস্ময়ের সহিত পত্র খুলিয়া পাঠ করিল। পত্রপাঠে জানিল বসন্তকুমারের পত্র। ইতিপূর্ব্বে বসন্ত কখনও কুসুমকে পত্র লেখে নাই। কুসুম সহর্ষে নীচে মাতার নিকট যাইয়া বলিল—"মা দেখুন বসন্ত পত্র লিখেছে।" লক্ষ্মী বলিলেন—"কি লিখেছে পড় ত।" কুসুম পড়িল—

"স্নেহময়ী দিদিমণি,

ইতিপূর্ব্বে কখন আমি আপনাকে পত্র লিখি নাই; কিন্তু আপনার চিন্তা অহর্নিশি আমার হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে। অদ্য আমি আপনাকে একটী সুসংবাদ জানাইতেছি। দিদি, রেজাল্ট বাহির হইয়াছে, দেখিয়াছেন কি? আপনার চিরপালিতা আশামুকুল অদ্য প্রস্ফুটিত হইয়া সৌগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে। আমার এ সুসংবাদ দানের পুরস্কার স্বরূপ পত্রের উত্তর দিবেন। অন্যথা করিবেন না।

আপনি আমার পত্রের উত্তর দিতে দেরী করিবেন না। পিতামাতাকে আমার প্রণাম জানাইবেন; ছোট ভগ্নীগণকে আমার ভালবাসা জানাইবেন।

আপনার স্নেহের

বসন্তকুমার।"

কুসুম মাকে পত্র পড়িয়া শুনাইয়া, বসন্তকুমারকে পত্র লিখিতে উপরে যাইল। এইরূপ আনন্দে এক সপ্তাহ অতিবাহিত হইল। কুসুম তাহার পিতাকে বলিল "আমি আরও পড়িব।" কুসুমের পিতা বলিলেন " আচ্ছা এফ, এ পড়িও।" পরদিন শ্রীশবাবু আসিলে উকিলবাবু কথা প্রসঙ্গে বলিলেন, " কুসুম বলিতেছে যে আরও পড়িবে, কি পড়াই শ্রীশ ?" শ্রীশবাবু কুসুমকে জিজ্ঞাসা করিলেন " কুসুম, তুমি কি পড়িতে ইচ্ছা কর ?" কুসুম বিনম্র বদনে বলিল "বাবা এফ,এ, পড়িতে বলিয়াছেন; আপনি কি বলেন ? কি পড়ি ?" শ্রীশবাবু বলিলেন "কুসুমলতিকা জেনারেল লাইনে পড়িয়া কি ফল হইবে ? তুমি ডাক্তারী পড়; আমার মতে ত এই যুক্তিসিদ্ধ। তোমার কি ইচ্ছা ?" কুসুম বলিল—" আচ্ছা তবে আমি ডাক্তারী পড়িব; আর মিছামিছি সময় নষ্ট করিয়া কি হইবে ? আমি এই মাসেই আগ্রা মেডিকেল স্কুলে ডাক্তারী পড়িতে যাইব।"

কুসুমের পিতা কুসুমলতিকাকে ডাক্তারী পড়াইতেই সম্মত হইলেন; কিন্তু কুসুমের মাতা অনেক আপত্তি করিতে লাগিলেন। অবশেষে সম্মতা হইলেন।

উকিলবাবু দিন স্থির করিয়া কুসুমকে সঙ্গে লইয়া আগ্রা বোর্ডিংএ বন্দোবস্ত করিয়া রাগিয়া আসিলেন। কুসুম তথায় মনোযোগ সহকারে ডাক্তারী পড়িতে লাগিল। কুসুম অতি অল্প দিনের মধ্যে সমস্ত শিক্ষক-গণের স্নেহ ভাজন হইয়া উঠিল।

কুসুম শিক্ষকদিগের অতিশয় বাধ্য ছিল, তাঁহাদিগকে অতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। কুসুম অতিশয় যত্ন ও মনোযোগের সহিত চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিল। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস মেডিকেল স্কুলে কাটিতে লাগিল। কুসুমলতিকা তিন

বৎসর এইরূপ কঠিন পরিশ্রম করিয়া ডাক্তারী পরীক্ষা দিল। পরীক্ষা দেওয়ার পর কুসুমলতিকার পিতা যাইয়া কুসুমকে সঙ্গে করিয়া স্কুল হইতে লইয়া আসিলেন। কুসুম উত্তম পরীক্ষা দিয়াছিল, ঈশ্বরের অনুগ্রহে পাশ হইয়াছে।

কুসুমের পিতা কুসুমকে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। মহানন্দে আনন্দময়ী কুসুমলতিকা বিংশতি বর্ষ বয়সে বাটী ফিরিয়া আসিল। সকলেই দেখিল, এখন সে আর বালিকা নাই। কুসুমের আর তদ্রূপ চেহারা নাই। এ তিন বৎসরে কুসুমের চেহারার ও মনের বহুল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন কুসুম লতিকা স্থিরা, ধীরা, বুদ্ধিমতী ও লজ্জাবতী হইয়াছে, ও তদনুরূপ চেহারা হইয়াছে। কুসুমের মাতা কুসুমকে দেখিয়া অতিশয় প্রীতা হইলেন। কুসুম বহুদিন পরে ভগিনীগণসহ সম্মিলিত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিল। কুসুমের আগমন সংবাদ শ্রবণ মাত্র শ্রীশচন্দ্র কুসুমকে দেখিতে আসিলেন।

কুসুম শ্রীশবাবুকে দেখিয়া প্রহৃষ্ট মনে তাঁহার পদ বন্দনা করিল। তিনিও সাদরে কুসুমকে স্নেহাশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে উকিলবাবু ও শ্রীশবাবু উভয়ে বহুক্ষণ নানাবিধ কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কুসুম একে একে সব কথার উত্তর দিল।

ক্রমে ক্রমে কুসুমলতিকার আগমন সংবাদ সকলে শুনিলেন। কুসুম তাহার সখী দিলরঞ্জিয়াকে আনিতে লোক পাঠাইল। দিলরঞ্জিয়া বহুদিন পরে কুসুমকে দেখিয়া অতিশয় প্রীতা হইল। কুসুম দিলরঞ্জিয়াকে কে দেখিয়া পরম প্রীতি লাভ করিল। বহুক্ষণ দুইজনে নিজ নিজ সুখ দুঃখের কথা বলিল। অবশেষে দিলরঞ্জিয়া বলিল তাহার একমাত্র অবলম্বন, একমাত্র শান্তিতরু ছায়া স্নেহময়ী মাসীমাতাকে আজ দুই মাস হইল হারাইয়াছে! দিলরঞ্জিয়ার আর এ সংসারে কেহ নাই। বাল্য

কালেই পিতা মাতার স্নেহে বঞ্চিতা হয়; আট বৎসর বয়সে তাহার বিবাহ হইয়াছিল; চতুর্দ্দশ বর্ষে বিধবা হইয়াছে; বিধবা হওয়া অবধি চির-দুঃখিনী দিলরঞ্জিয়া তাহার মাসীর নিকট থাকে; পৃথিবীতে দিলরঞ্জিয়ার মাসীই একমাত্র সম্বল ছিল। হায়! অভাগিনী দিলরঞ্জিয়া তাহাও হারা-ইয়া নিঃসম্বল হইয়াছে। এই শোকসমাচার শ্রবণ করিয়া কুসুম অতিশয় মর্ম্মাহত হইল; বলিল—"দিলজান তুমি ভাবিও না, তুমি আমার কাছেই থাক।"

দিলরঞ্জিয়া চুপ করিয়া রহিল। কুসুমের মা এই কথা শুনিয়া বলি-লেন —"দিলরঞ্জিয়া তুমি এইখানেই থাক।"

দিলরঞ্জিয়া নিরুপায় হইয়া কুসুমের নিকট রহিল। এইরূপে সপ্তাহ-কাল অতিবাহিত হইল। অদ্য বসন্তকুমার বেনারস হইতে কুসুমকে দেখিতে আসিল। কুসুম অতিশয় আনন্দিত হইল; নানা কথার পর বসন্ত বলিল "দিদি তুমিও বেনারসে চল, আমরা দুইজনেই বেনারসে প্র্যাক্‌টিস করিব।"

কুসুম ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"বেনারস কেমন জায়গা ?"

বসন্ত। খুব সুন্দর জায়গা, চল দিদি।

কুসুম। না, আমি বেনারসে যাব না, ওখানে ভাল লোকেরা থাকে না, বেনারসে যারা থাকে তারা বড় দুষ্টলোক।

বসন্ত হাসিয়া বলিল—"বটে, বেনারসে ভাললোক থাকে না, আমি তবে কি দুষ্ট ? আমাকে তুমি দুষ্ট বলিতে চাও ?" কুসুম খুব হাসিতে হাসিতে বলিল—"নিশ্চয়ই।" বসন্তকুমার পুনরায় বলিল—"না দিদি বেনারসেই চল।" কুসুম বলিল— "দেখি কি হয় ভাই।" পর-দিবস কুসুম পিতামাতাকে বলিল—"আমি বেনারসে যাইব।" কুসুমের মা কিছুতেই কুসুমকে বেনারসে যাইতে দিলেন না। অগত্যা কুসুম

যাইতে পারিল না। তিন দিন এলাহাবাদে থাকিয়া বসন্ত চতুর্থ দিবসে বেনারসে চলিয়া যাইল।

দেখিতে দেখিতে একমাস কাটিয়া গেল। কুসুম আনন্দিত ভাবে দিনযাপন করিতে লাগিল। কুসুমের মাতা তাহার বসিবার জন্য একটি ঘর সাজাইয়া দিলেন; কুসুম পাঁচ ছয়টি রোগী দেখিল; সব গুলিই সুস্থতা লাভ করিল।

কুসুম গরীব দুঃখীকে নিজ অর্থ ব্যয় করিয়া চিকিৎসা করিত; অতি যত্নসহকারে নিজ প্রতিবাসিদিগকে দেখিত। কুসুম স্বহস্তে রোগীর সেবা শুশ্রূষা করিত।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

কুসুমের ক্রমে ক্রমে এলাহাবাদে বেশ সুনাম হইতে লাগিল। আজ বুধবার, উকিলবাবুর শরীর কিছু অসুস্থ হওয়ায় কাছারি যান নাই। বাহিরের বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। সম্মুখে একখানি পত্র পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি বড়ই চিন্তাযুক্ত; এমন সময় কুসুম আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা কেমন আছেন? কি ভাবিতেছেন?" উকিলবাবু বলিলেন—"মা তোমার ঔষধটা খেয়ে একটু ভাল আছি।" এই বলিয়া টেবিলের উপরিস্থিত পত্রখানি পড়িতে বলিলেন। কুসুম পত্রখানি দুই তিন বার পাঠ করিল। পত্রখানি ইংরাজিতে; বর্দ্ধমানের ম্যাজিষ্ট্রেট আফিস হইতে আসিয়াছে।

ইহার মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"মহাশয়,

আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম, উপরে লিখিত মকদ্দমার আসামী সুশীলকুমার আপনার পুত্র অনুমান চারি বৎসর পূর্ব্বে আপনার

কৃত একখানি ৩০০৲ টাকার মণিঅর্ডার জাল সহি করিয়া আত্মসাৎ করে ও ঐ টাকা সে এক গুপ্ত সভার সাহার্য্যার্থে চাঁদা দেয়। এবং ঐ সভার অন্যান্য সভ্যগণের সহিত দণ্ডবিধি আইনের ১২১ ধারার মতে অভিযুক্ত হইয়া ২০শে এপ্রেল তারিখে ধৃত হয়।

এ পর্য্যন্ত মকদ্দমার তদন্ত শেষ হয় নাই। আসামী হাজতে আছে; আগামী ১৭ই মে মকদ্দমার শুনানি আরম্ভ হইবে। আপনার সাক্ষ্যের প্রয়োজন হইতে পারে; তজ্জন্য আপনাকে এই সংবাদ দেওয়া গেল।"

পত্রখানি পড়িয়া কুসুম তাহার পিতার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিল। কুসুম জিজ্ঞাসা করিল—"জাল সহি করিয়া আপনার টাকা লইয়াছে, তাহাতে কি এতই অপরাধ হইয়াছে? এ বিষয়ে ত আপনি বলিতে পারেন যে আপনার অনুমতিক্রমে ঐ টাকা লইয়াছিল।"

উ। সত্য বটে, কিন্তু তার জাল করা প্রধান অপরাধ নয়, আজ-কালকার বদমায়েস ছেলের সঙ্গে মিশিয়া ইংরাজ রাজের বিরুদ্ধে কোন অপরাধ করিয়াছে, তারই জন্য এ মকদ্দমা।

কু। দণ্ডবিধি অইনের ১২১ ধারাটা কি?

উ। Waging war against the king—আমাদের ইংরাজ রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। আজকাল কতকগুলা বদমায়েস ছোকরার দল স্বদেশানুরাগের ভাণ করিয়া অনেক অনেক কুৎসিৎ অপরাধ করিতেছে, শুনিয়াছ বোধ হয়। সুশীল এইরূপ কোন দলের মধ্যে ঢুকিয়াছে আর কি? কিসে কি হয়, উচিত অনুচিত ত বোঝে না।

কু। আচ্ছা বাবা, ইংরাজের বিরুদ্ধে আমাদের কি কিছু করিবার ক্ষমতা আছে? না আমাদের সরকারের কোন মতে বিরুদ্ধাচরণ করা উচিত?

উ। মা, আমাদের ক্ষমতা ত কিছুই নাই; আর ক্ষমতা থাকিলেও এক মুহূর্ত্তের জন্য আমাদের রাজার বিরুদ্ধাচরণের ভাবও মনে স্থান দেওয়া মহাপাপ। দেশের রাজা আমাদের পিতৃতুল্য; পিতৃভক্তি রাজভক্তির অনুরূপ। যেমন শাস্ত্রমতে পিতার অবাধ্য হওয়া পাপ, তদ্রূপ আমাদের রাজার অমনোনীত কার্য্য করা মহাপাপ; ইহা হিন্দুশাস্ত্র বিরুদ্ধ। আর ভাবিয়া দেখ, আমাদের দেশের অবস্থা কি ছিল, কি হইয়াছে, আমরাই বা কি ছিলাম, কি হইয়াছি; ইংরাজ রাজ আমাদের দেশের কত উন্নতি করিয়াছেন। আজ আমরা কত শান্তিতে আছি; আমাদের জীবন, সম্পত্তি আদি এরূপ নিরাপদে কোন কালেও ছিল না। আমাদের অজ্ঞান তিমিরহারী British Government এর নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকা উচিত। তাহা না বুঝিয়া কয়েকটা অর্ব্বাচীন মিলিয়া গুপ্তসভা করিয়া আমাদের রাজপুরুষদিগকে বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছে।

কু। আচ্ছা গুপ্তসভা হইল আর না হইল ইংরাজদের তাহাতে ক্ষতি কি?

উ। দেখ, প্রাণের ভয় সকলকারই আছে। যদি অন্য জাতি হইত, দেখিতে আমাদের কি দুর্দ্দশা করিত। ইংরাজেরা আপনাদের জীবন বিনাশের আশঙ্কা থাকিলেও, দেখ কেবল আইন সঙ্গত প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছেন; যদি ইহাঁরা আইন গ্রাহ্য না করিয়া যথেচ্ছাচার করিতেন; তাহা হইলেও ইহাঁদের দোষ বলিবার অধিকার নাই। কিন্তু ইংরাজ প্রকৃতির ধৈর্য্য প্রশংসনীয়। ন্যায় বিচার না করিয়া কাহাকেও শাস্তি পাইতে হয়, ইহা আমাদের স্নেহশীল রাজার বাঞ্ছনীয় নহে।

কু। বাবা, সংবাদ পত্রে পড়িয়াছি যে সরকার পক্ষ হইতে জন কয়েক দুষ্ট কর্ম্মচারীর অব্যাহতির জন্য রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করা হইতেছে, ইহা কি উচিত?

উ। প্রথমতঃ কর্ম্মচারীরা সকলেই যে প্রকৃত দুষ্ট তাহার প্রমাণাভাব। পরে তোমার চাকরের যদি কোন বিপদ হয়, তবে তাহাকে তুমি না রক্ষা করিলে কে আর তাহাকে রক্ষা করিবে? যদি বিপদের সময় রাজা কর্ম্মচারীদের পরিত্যাগ করেন, তবে তাহাদের কে দেখিবে? আর ইহা ইংরাজ রাজের ন্যায় উদারচেতা মানবের উচিত। যে জাতি নৃশংস দাস ব্যবসায় পৃথিবী হইতে উঠাইয়া দিবার জন্য অকুণ্ঠিত ভাবে অর্থব্যয় করিতে পারে, তাহারা কি আপনার কর্ম্মচারীদের জন্য সামান্য অর্থব্যয় করিতে কাতর হইবেন?

কু। দাদা কি করিয়াছেন?

উ। তা ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, তবে যে কোন রাজনৈতিক অপরাধে অপরাধী হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়।

কু। আপনি কি করিবেন?

উ। আমি ভাবিতেছি যাইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত দেখা করিয়া ঠিক বিবরণ জ্ঞাত হই। তবে আমি সুশীলের দোষ সম্বন্ধে কিছু বলিব না। যদি তাহার দোষ বুঝিয়া সে অনুতপ্ত হৃদয়ে ইংরাজের ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাকে রাজা ক্ষমা করিবেন। আমাদের রাজা কখনই প্রতিশোধ লইতে ইচ্ছুক নহেন। আমি পরশ্ব দিবসই বৰ্দ্ধমান যাইব।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

পাঠক পাঠিকা শুনিয়া সুখী হইবেন যে দয়ালু ইংরাজ রাজ সুশীল কুমারকে ক্ষমা করিয়াছেন। সে আসিয়া সমস্ত সত্যকথা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট বলায়, ও কাতরভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করায় রাজ পুরুষ-

দিগের দয়া হয়, এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে ঐরূপ কর্ম্ম আর কখনও করিতে নিষেধ করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে মুক্তিদান করিয়া ক্ষমা গুণের পরাকাষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন।

"দেব ধর্ম্ম ক্ষমা, দয়া, দেবত্ব ভূষণ"— বাস্তবিক আমাদের ইংরাজ রাজের ক্ষমা ও দয়া প্রসিদ্ধ। যে দয়া পরবশ হইয়া ইংরাজ সমগ্র পৃথিবী হইতে দাস ব্যবসায় বিলুপ্ত করিয়াছেন; যে দয়া সুদূর আফ্রিকা ভূমে কুটীরবাসী কাফ্রির স্বাধীনতা পুনঃ প্রদান করিয়াছে; সে দয়া নিশ্চয়ই দেবোচিত ভূষণ।

পরম পিতা পরমেশ্বর এই দেবোচিত ধর্ম্মের পুরস্কার স্বরূপ ইংরাজকে এত প্রতিষ্ঠাবান্ করিয়াছেন। আজ বৃটিশ রাজত্বে সূর্য্যদেব কখনও অস্তমিত হন না। ভ্রান্ত বালকগণ, পরমেশ্বর প্রীত হইয়া যাঁহাদের জগতের শীর্ষস্থানীয় করিয়াছেন, তোমরা কি বুঝিয়া তাঁহাদের সহিত শত্রুতা করিতে চাও? এ কি তোমাদের স্বপ্ন?

জানিও দুঃস্বপ্ন ভঙ্গে তোমাদেরও পতন হইতে পারে। ইংরাজের কৃপায় শ্মশানে সহস্র সহস্র স্ত্রীহত্যা নিবারিত হইয়াছে সে প্রেত ক্রিয়ার কথা কি ইতিহাসে কেহ পাঠ করে নাই?

যে ইংরাজ আমাদের দেশের এত মঙ্গল করিয়াছেন, তাঁহাদের অমঙ্গলে কি আমাদের অমঙ্গল নহে? হিন্দুরা সাকার উপাসনার পক্ষপাতী, কেন না নিরাকার সহজে হৃদয়ে প্রতিপাদিত হয় না। ক্ষমা-গুণ ও দয়াগুণ বিভূষিত ইংরাজ তোমার সম্মুখে। আর শাস্ত্রমতে রাজ পূজার বিধি আছে ও তাহাতে পুণ্যও আছে, শত্রুতা না করিয়া পূজা কর— ইংরাজ প্রসন্ন হইবেন, এবং তাহা হইলে পরমেশ্বরও প্রীত হইবেন। হিন্দু হইয়া অহিন্দুর কার্য্য করিও না।

বিচারের দিন হইতে সুশীলকুমার অতি শিষ্ট হইয়াছে। আর কাহারও সহিত মেশে না। তাহার যে চাকুরী গিয়াছিল, পুনরায় সেই সরকারী কার্য্যে বাহাল হইয়াছে। ১০৲ টাকা বেতনও বৃদ্ধি হইয়াছে।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

কুসুম প্রায়ই বৈকালে যমুনা ব্রিজের উপর বেড়াইতে যাইত। যমুনার স্বচ্ছ জল দেখিতে কুসুম বড় ভাল বাসিত। অদ্য কুসুমলতিকা তাহার ছোট ভগিনী কমল কলিকাকে সঙ্গে লইয়া ব্রিজে বেড়াইতে যাইল। বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিবার সময় পথে একটী বিসূচিকা রোগ-গ্রস্তা অনাথিনী বালিকাকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া কুসুমলতিকার সুকোমল হৃদয় মায়ায় বিগলিত হইল। কুসুম বালিকার নিকট যাইয়া সযত্নে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিল। বালিকা কাতর ভাবে বলিল—"আমার নাম রাণীয়া।" কুসুম তাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া লইল এবং বাড়ীতে লইয়া গেল। বাড়ীতে যাইয়া মাতাকে বালিকার সমস্ত বিবরণ বলিল, এবং তাহাকে একটী পৃথক গৃহে রাখিয়া দিলরঞ্জিয়া ও কুসুম উভয়ে রাণীয়াকে দেখিতে লাগিল।

প্রথম দিন সমস্ত রাত কুসুম অনাথিনী রাণীয়ার শয্যা পার্শ্বে জাগরিত থাকিয়া রোগিণীর শুশ্রূষা করিয়াছিল; ক্রমে ক্রমে চার দিন পরে বালিকা কুসুমের চিকিৎসায় সুস্থ হইল।

রাণীয়া কুসুমের কাছেই রহিয়া গেল; কুসুম রাণীয়াকে নিজ ভগিনীর ন্যায় যত্ন করিতে লাগিল। রাণীয়া কুসুমকে অতিশয় ভক্তি করিত।

কুসুমের পিতামাতা কুসুমের দয়া দেখিয়া অতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। কুসুমের পিতা তাঁহার আদরের কন্যা কুসুমলতিকাকে চিরস্মরণীয়া করিতে অতিশয় ইচ্ছুক হইলেন, এবং অতি শীঘ্র যমুনাতীরে একটী বাটী নির্ম্মাণ করাইলেন। অবশেষে বহুল অর্থ ব্যয় করিয়া একটি "অনাথ আশ্রম" স্থাপন করিলেন। কুসুমলতিকা তাহার অধিকারিণী হইলেন। কুসুমলতিকার মাতা বলিলেন—"আমার কন্যার এই আশ্রমে যাহারা আসিবে তাহারা সকলেই সুখে থাকিবে অতএব এই আশ্রমের নাম প্রফুল্ল-আশ্রম থাকুক।" লক্ষীর ইচ্ছানুসারে আশ্রমের নাম প্রফুল্ল-আশ্রম থাকিল। এই আশ্রমের সমস্ত তত্ত্বাবধান কুসুমকে করিতে হইত। প্রতিদিন প্রাতে দিলরঞ্জিয়াকে সঙ্গে লইয়া কুসুম প্রফুল্ল-আশ্রমে যাইত। আনন্দে কুসুম দুই বৎসর কাটাইল।

একদিন কুসুম তাহার সুসজ্জিত গৃহে বসিয়া আছে; এমন সময় তাহার বাল্য বন্ধু কাঞ্চনলতা আসিল। মনোরমা প্রিয়তমা উভয়ে কাঞ্চনলতাকে সঙ্গে করিয়া কুসুমলতিকার নিকট লইয়া আসিল; কাঞ্চনলতা দেখিল কুসুমের গৃহটী অতি পরিপাটীরূপে সাজান। দেওয়ালে কতকগুলি দেওয়াল গিরি ও মনোহর ছবি টাঙ্গান। প্রথম চিত্র খানিতে ওথেলো ডেস্‌ডিমনাকে খুন করিতেছে; দ্বিতীয় খানিতে উদ্যানে রোমিও জুলিয়েটের পবিত্র প্রেমের চিত্র অঙ্কিত, তৃতীয়টীতে সীতার অগ্নি পরীক্ষা সুন্দর রূপে চিত্রিত; তৎপরে চিতোরের রাজপুত রমনীগণের চিতারোহণ; অন্যপার্শ্বে ইতিহাসের পত্রে পত্রে যাঁহার বীরত্ব স্মৃতি অঙ্কিত, যাঁহার বিজয় দুন্দুভির ভীমরবে সমগ্র ইউরোপ ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই বীরবর ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ নেপোলিয়ন বোনাপার্টির যুদ্ধ যাত্রা কালীন তাঁহার প্রেয়সী পত্নী যোসেফিনের নিকট বিদায় চিত্র অতি উত্তমরূপে চিত্রিত; তাহার পরে নবাব নন্দিনী আয়েসা

জগৎসিংহের বিবাহ বাটী হইতে ফিরিয়া আসিয়া গরলাধার অঙ্গুরীয় দুর্গ পরিখা জলে নিক্ষেপ করিতেছে, তৎকালীন আয়েসার চিত্র চিত্রিত; তৎপার্শ্বে কুন্দনন্দিনীর মৃত্যু কালীন স্বামীর পদপ্রান্তে কুন্দনন্দিনী অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত; তৎপার্শ্বে পবিত্র প্রেমের আদর্শ ছবি রাজকুমার কায়েসের দেওয়ানা প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত; অপর খানিতে অরণ্য মাঝে একাকিনী পতিপ্রাণা অর্দ্ধবস্ত্র পরিহিতা বিদর্ভ রাজদুহিতা দময়ন্তী সতী কাতর কণ্ঠে রোদন করিতেছেন চিত্রিত রহিয়াছে। ঘরের এক পার্শ্বে একখানি শ্বেত প্রস্তর মণ্ডিত টেবিল, তাহার উপরে একটী ফুলদানে একটী ফুলের তোড়া রক্ষিত; গৃহের মধ্যস্থলে একটী গোলাকৃতি কাষ্ঠের টেবিল; তাহার চারিপার্শ্বে চেয়ার। একখানি মকমলের উপর রেশমের কাজ করা টেবিল-কভার দিয়া টেবিলটী আচ্ছাদিত রহিয়াছে; টেবি-লের উপরে মস্যাধার লেখনী ইত্যাদি লিখন সামগ্রী রহিয়াছে; সেল্‌ফে কতকগুলি পুস্তক সাজান রহিয়াছে; একখানি ইজিচেয়ার একটী টেবিল হারমোনিয়ম রহিয়াছে। নিকটে একখানি সুন্দর আশমানি রংএর শাড়ী ও আশমানি রংএর ভিক্টোরিয়া জ্যাকেট, রেশমী মোজা ও পামশু জুতা পরিহিতা কুসুমলতিকা বসিয়া দিলরঞ্জিয়ার সহিত কথা কহিতেছে, পার্শ্বে দিলরঞ্জিয়া একখানি চেয়ারে উপবিষ্টা।

কুসুম কাঞ্চনলতাকে দেখিয়া সাদরে তাহাকে বসিতে চেয়ার দিল। কাঞ্চনলতা কুসুমের ব্যবহারে অতিশয় প্রীতা হইল। সে অনুমান করিয়াছিল কুসুম এখন আর বাল্য বন্ধুদিগকে তাদৃশ ভালবাসে না, কুসুম এখন নিজের অহঙ্কার করিবে কিন্তু কাঞ্চনলতা দেখিল কুসুম এখনও তাহার বাল্য বন্ধুদের পূর্ব্বের ন্যায় ভালবাসে; কুসুমের কণামাত্র অহঙ্কার নাই। কুসুম ও কাঞ্চন বহুক্ষণ নানাবিধ কথা কহিবার পর কাঞ্চন কুসুমকে বলিল—"ভাই একটু হারমোনিয়ম বাজাও।" কুসুম অসম্মতা

হইল। কাঞ্চন অনেক অনুরোধ করাতে কুসুম হারমোনিয়ম বাজাইতে আরম্ভ করিল। কুসুম কিয়ৎক্ষণ হারমোনিয়ম বাজাইলে কাঞ্চন গান গাহিতে বলিল; কুসুম কয়েকটি গান গাহিল।

ক্রমে চারিটা বাজিল, প্রিয়তমা জল খাবার লইয়া উপরে আসিয়া কুসুমকে বলিল—"দিদি, মা এই জল খাবার দিলেন।" কুসুম কাঞ্চন লতাকে জল খাবার খাইতে অনুরোধ করিল। কাঞ্চনলতা কুসুমের অনুরোধে জল খাবার খাইল, দিলরঞ্জিয়া পান আনিয়া দিল। কুসুম ও কাঞ্চনলতা উভয়ে কথোপকথন করিতেছে; কুসুমের মাতা লক্ষ্মী উপরে আসিলেন, লক্ষ্মী কাঞ্চনলতার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে সাড়ে চারিটা বাজিল, কাঞ্চন লতা বাটী যাইবার জন্য ব্যস্ত হইল। কাঞ্চনলতার পিত্রালয় হইতে তাহার দাসী আসিল। কুসুম বেলমতিয়াকে দিয়া কোচম্যানকে শীঘ্র গাড়ী আনিতে বলিয়া পাঠাইল; আজ্ঞা পাইয়া কোচম্যান গাড়ী জুতিয়া আনিল।

কাঞ্চনলতা, দিলরঞ্জিয়া কুসুম ও লক্ষ্মী এবং কুসুমের অন্যান্য ভগিনীগণের নিকট সাদরে বিদায় লইয়া বাড়ী যাইল।

কুসুম চা খাইয়া নিরূপিত সময়ে তাহার সখের "ব্রুহাম" গাড়ী করিয়া যমুনা ব্রিজে বেড়াইতে গেল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

কুসুম উপরের ঘরে বসিয়া মেঘনাদ-বধ কাব্য পড়িতেছে; এমন সময় যোগেশ বাবুর পরিচারিকা সীতারাণী আসিয়া কুসুমকে সেলাম করিল। কুসুমলতিকা সেলাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কাহে সীতারাণী তুমারা মকানমে সব কোই ক্যায়সা হায়?"

সীতারাণী। দিদিমণি, মাইজীকে তবিয়ত বড়ি খারাব হ্যায়।

কুসুম এই কথা শুনিয়া অতিশয় ব্যস্ত হইয়া সীতারাণীকে বলিল—"আচ্ছা যাকে মেরা সেলাম কহ, হাম তুরত যাতে হ্যায়।" সীতারাণী চলিয়া যাইল। কুসুম ত্রস্তভাবে নীচে আসিয়া মাতাকে বলিল—"মা, যোগেশবাবুর স্ত্রীর বড় অসুখ করিয়াছে, সীতারাণী বলিয়া যাইল, যাই একবার দেখিয়া আসি।" মাতা বলিলেন—"যাও।" কুসুম কমল-কলিকাকে বলিল—"কলি, যাও শীঘ্র গাড়ী আনিতে বল।" কমল কলিকা যাইয়া চাকরকে বলিল। চাকর অবিলম্বে গাড়ী জুতাইয়া আনিল। কুসুম লক্ষ্মীকে বলিয়া দিলরঞ্জিয়াকে সঙ্গে লইয়া শ্রীশবাবুর বাটী যাইল। কুসুম শ্রীশবাবুর বাটী গিয়া যোগেশবাবুর স্ত্রীর নিকট যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। যোগেশবাবুর স্ত্রী কুসুমকে স্নেহাশীর্ব্বাদ করিয়া বসিতে বলিলেন; কুসুম বসিয়া নম্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার কি কি যন্ত্রণা হইতেছে?" যোগেশবাবুর স্ত্রী তাঁহার যাহা যাহা যন্ত্রণা হইতেছিল, বলিলেন। কুসুম অতি মনোযোগ সহকারে হেমের মাকে পরীক্ষা করিয়া "প্রেস্‌ক্রুপ্‌সন" লিখিয়া চাকরাণীকে দিল। প্রায় আধ ঘণ্টা পর চাকরাণী ঔষধ লইয়া আসিল। কুসুম সযত্নে স্বহস্তে হেমের মাকে ঔষধ খাওয়াইল। শ্রীশবাবু ভিতরে আসিয়া কুসুমকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কুসুম, ঔষধ আনিয়াছে কি, বৌদিদিকে কেমন দেখিলে?" কুসুম লজ্জাবনত মুখে ধীরে ধীরে বলিল—"এখন ত জ্বর অধিক নাই; দুই ঘণ্টা অন্তর এই ঔষধটা খাওয়াইবেন।"

শ্রীশবাবু বলিলেন—"তুমি কি কাল আসিবে?"

কুসুম নম্রভাবে বলিল— "আসিব বৈ কি? যদি দরকার পড়ে ত খবর পাঠাইবেন।" শ্রীশ বাবু বলিলেন—"আচ্ছা।" কুসুম উঠিয়া হেমের মাকে বলিল—"তবে আমি যাই, যদি আপনার কোনও রূপ অধিক কষ্ট

হয় ত আমাকে বলিয়া পাঠাইবেন।” এই বলিয়া কুসুমলতিকা শ্রীশ-বাবু ও হেমের মা উভয়কে নমস্কার করিয়া দিলরঞ্জিয়ার সহিত বিদায় গ্রহণ করিল।

পরদিন প্রভাতে কুসুম, দিলরঞ্জিয়াকে সঙ্গে লইয়া হেমচন্দ্রের মাতাকে দেখিতে যাইল। যাইয়া দেখিল অতি কষ্টে হেমের মা হেলান দিয়া বসিয়া পান সাজিতেছেন। কুসুম ইহা দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিল—“এ কি আপনি পান সাজিতেছেন ?” হেমের মা কাতর ভাবে বলিলেন—“কি করি বল আর কেহই নাই, কে সাজিবে, পাঁড়ে চাকর দাই এরা পান সাজিতে পারে না।”

কুসুম বলিল—“আপনার এত অসুখ, খোকার মাকে আনিতে পাঠান না।” হেমের মা বলিলেন—“কি করি বল ভাই, মৃণালিনীকে আনিতে পাঠাইয়াছিলাম, তা মৃণালের শ্বাশুড়ী পাঠাইল না।”

কুসুম বলিল—“এ ত বড় খারাপ। আচ্ছা আপনি শয়ন করুন, পান সাজিয়া দিতেছি। কাল কেন আমায় বলেন নাই ? সাজিয়া দিতাম।” হেমের মা হাসিয়া বলিলেন—“না, আমি কষ্ট করিয়াই সাজিতেছি, তুমি কেন সাজিবে, তুমি আমার কাছে বস।”

কুসুম বলিল—“না আপনি যদি পান সাজিতে না দেন, ত আমি বসিব না।” হেমের মা খুব হাসিতে হাসিতে বলিলেন—“আচ্ছা এই নাও সাজ; কিন্তু তোমার কষ্ট হইবে, কুসুম।” কুসুম হেমের মার হস্ত হইতে জাঁতি ও সুপারী নিয়া দিলরঞ্জিয়াকে সুপারী কাটিতে দিল, এবং নিজে পান সাজিতে লাগিল। দিলরঞ্জিয়া সুপারী কাটিয়া দিলে কুসুম পান সাজিয়া দিল।

কুসুমের পান সাজা সাঙ্গ হইলে, হেমের মা তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা বিনয়িনীকে বলিলেন—“বিনা, একখানা পাখা আনিয়া কুসুমকে বাতাস

কর।” বিনয়িনী মাতৃ আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল। কুসুম লতিকা বিনয়িনীকে কোলে লইয়া বলিল—“থাক্, আর বাতাস করিতে হবে না, তুমি আজ চুল বাঁধ নাই কেন?” বিনু বলিল—“আমি বাঁধিতে পারি না।” কুসুম বলিল—“যাও মণি একবার চিরুণী আন; আমি বাঁধিয়া দিতেছি।” বিনু অবিলম্বে চিরুণী আনিল; কুসুম বিনয়িনীকে কোলের উপর বসাইয়া যত্নের সহিত তাহার চুল বাঁধিয়া মুখ মুছাইয়া টিপ পরাইয়া দিল। কুসুম কিছুক্ষণ হেমের মার সহিত কথা বার্ত্তা কহিয়া আনন্দ চিত্তে বিদায় গ্রহণ করিয়া বাটী যাইল।

আসিবার সময় হেমের মাকে অনেক করিয়া বলিয়া আসিল—“বিকালের জন্য পান আনাইয়া রাখিবেন, আমি আসিয়া সাজিয়া দিব, আপনি কষ্ট করিয়া সাজিবেন না।”

কুসুম পুনরায় বিকালে শ্রীশ বাবুর বাটীতে যাইল। হেমের মাকে দেখিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া পান সাজিয়া হেমের মার সহিত কথা কহিতেছে এমন সময় দেখিল খোকা জল লইয়া খেলা করিতেছে। কুসুম তাহাকে মুছাইয়া শুষ্ক জামা পরাইয়া দিল। হেমের মাকে “আমি কাল ফের আসিব” বলিয়া বিদায় লইয়া বাটী আসিল।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রভাতে হেমের মাকে কুসুমলতিকা দেখিতে যাইল। হেমের মা কুসুমকে দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন। কুসুম দেখিল হেমের মা সুস্থ হইয়াছেন, কিন্তু অতিশয় দুর্ব্বল। কুসুম হেমের মাকে বলিল—“আজ আপনি বালির রুটী খাইবেন।” হেমের মা বলিলেন—“আচ্ছা।”

কিয়ৎক্ষণ পরে কুসুম হেমের মাকে বলিল—"আপনার পাঁড়ে বার্লির রুটী করিতে জানে কি?" হেমের মা বলিলেন—"তা বোধ হয় জানে, আর না জানে ত শিখাইয়া দিব।" কুসুম বিনয়িনীকে ডাকিয়া বলিল—"বিনা, একবার পাঁড়েজীকে ডাকিয়া আন ত।" বিনয়িনী তৎক্ষণাৎ পাঁড়েকে ডাকিয়া আনিল। কুসুম পাঁড়েকে বলিল—"পাঁড়েজী, বার্লিকা রোটী বানানে জান্‌তে হ্যাঁয়?"

পাঁড়েজী বলিল—"হাম না জানতানি।" কুসুম বলিল—"বতলা দেনে সে বানানে সকিয়ে গা?" পাঁড়ে বলিল—"কাহে না সকব?" কুসুম বলিল—"তব শুনিয়ে, পহেলে আন্দাজ মোতাবিক্ বার্লি লে কর খুব জেরা জেরা পানি দেকে সানিয়ে গা। খুব আচ্ছি তরহসে সাননেকে, বাদ উসমে লোই কাটকে যেয়সে রোটী বেলিয়ে হে, উসি তরহসে বেলিয়ে গা। বাদ উসকি তাওয়া পর সেঁকিয়ে গা। সেঁক কর বহুত হুঁসিয়ারি সে আগুমে দিজিয়ে গা। খবরদারী কিজিয়ে গা জিস্‌মে জল্‌না যায়, আউর কাঁচ্চি ভি না রহে। সমঝে? আব বানানে সকিয়ে গা কি নহি, ঠিক্‌সে কহিয়ে?"

পাঁড়ে বলিল—"আরে বাপ্ হামরা সে না হোয়িত, হাম ভুল গইলি।" কুসুম বিনয়িনীকে বলিল—"বিনয়িনী বার্লির কৌটাটা আন ত।" বিনয়িনী অনতিবিলম্বে বার্লির কৌটা আনিয়া দিল। কুসুম পাঁড়েকে বলিল—"যাইয়ে আপনা চৌকা হটা লিজিয়ে, হাম বানাকে শিখ্‌লা দেতে হ্যাঁয়।" পাঁড়ে যাইয়া চৌকা সরাইয়া দাসীকে দিয়া কুসুমকে বলিয়া পাঠাইল; কুসুম বার্লি মাখিয়া রুটী বেলিয়া হেমের মাকে বলিল—"আপনি একটু বসুন, আমি রুটী করিয়া আনি।" হেমের মা কুসুমের হাত ধরিয়া বলিলেন—"না কুসুম থাক্ তুমি আর আগুন তাত লাগাইও না, তোমার মাথা ব্যথা করিবে।" কুসুম বলিল—"না আপনি ভাবিবেন না,

আমার মাথা ব্যথা করিবে না।” হেমের মা পুনরায় বলিলেন—“না কুসুম তুমি রুটী করিও না, আমি এবেলাও সাবু খাইয়া থাকিব।”

কুসুম বিষণ্ন বদনে বলিল—“কেন? আপনি কি আমার ছোঁয়া রুটী খাইবেন না? এ বেলাটা যেন সাবু খাইয়া থাকিলেন ও বেলা কি হইবে, কে রুটী করিয়া দিবে?”

কুসুমের কথা শুনিয়া হেমের মা অতি অপ্রতিভ হইলেন। সাদরে কুসুমের হাত ধরিয়া সস্নেহে বলিলেন—“রাগ করিও না, তোমার মত পাগল মেয়ে ত আমি আর দেখি নাই! খাব না কেন? কিন্তু তৈয়ার করিতে তোমার কষ্ট হইবে এই জন্য বারণ করিতেছি। আমাদের বাড়ী তুমি কি না করিলে? ডাক্তার রোগী দেখিতে আসে আর তুমি মেয়ের চুল বান্ধিয়া দিলে, পান সাজিলে, রান্নাটা বাকি ছিল তাও করিবে?” কুসুম অপ্রসন্ন মনে বলিল—“আপনি আমাকে পর মনে করেন, তাই এমন বলিতেছেন। চুল বেঁধে দেওয়া, কয়েকটা পান সাজিয়া দেওয়াটা কি এতই কষ্টকর? আমি কি বাড়ীতে কখন দরকার পড়িলে পান সাজি না, কখন দরকার হইলে কাহারও চুল বান্ধিয়া দিই না? বিশেষতঃ আপনি এই রোগা মানুষ, আপনি অগ্নির উত্তাপ লাগাইয়া রুটী তৈয়ারী করিবেন? আপনার পক্ষে অগ্নির উত্তাপটা বেশী হানিকর ও কষ্টদায়ক, না আমি সুস্থ সবল মানুষ, কয়েক খানি রুটী করিলে আমার পক্ষে অধিকতর হানিকর ও কষ্টদায়ক?”

হেমের মা কুসুমলতিকার সৌজন্য দেখিয়া অতিশয় আনন্দিতা হইয়া কুসুমকে বলিলেন—“কুসুমলতিকা, আমি তোমাকে পর ভাবি না। তুমি যেমন যত্ন করিয়া থাক—এরূপ বোধ হয় আপনার সহোদরা ভগিনীও করে না। তোমার মত বুদ্ধিমতী সুশীলা মেয়ে বোধ হয় আর এ জগতে নাই। ভাই, বেশী বলিলে ধৃষ্টতা প্রকাশ করা হয়—তাই তোমার

সামনে কিছু বলি না—কিন্তু মনে মনে সর্ব্বদা ভাবি—তোমাকে আর বাড়ী যেতে দিতে আমার ইচ্ছা হয় না। যতক্ষণ তুমি এখানে থাক, ততক্ষণ যে আমি কি আনন্দে থাকি তা জগদীশ্বরই জানেন। আমার কত ভাগ্য যে তোমার সহিত আমি বন্ধুভাবে কথা কহিবার সুযোগ পাইয়াছি।”

কুসুমলতিকা আত্মপ্রশংসাবাদ শুনিতে ইচ্ছুক ছিল না; হেমের মার মুখে আত্মপ্রশংসা শুনিয়া অতিশয় লজ্জিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে কুসুম ব্রীড়াযুক্তস্বরে ধীরে ধীরে বলিল—“আপনি মমতা পরবশ হইয়া এরূপ বলিতেছেন। আমি এমন কিছুই করি নাই, যাহার দ্বারা আপনার এরূপ প্রিয়পাত্রী হইতে পারি। আপনি আমাকে এত ভালবাসেন জানিয়া আমি যে কি পর্য্যন্ত সুখী হইলাম, তাহা বলিতে পারি না। আমার এই সামান্য উপকার কয়টী আপনার নিকট এত আদরণীয় হইয়াছে, ইহা কেবলমাত্র আপনার স্নেহের জন্য। যাই, অনেক দেরী হইয়া গেল, আমি রুটী করিয়া আনি।”

হেমার মা বলিলেন—“যাও।”

কুসুম রন্ধনাগারে যাইয়া অতি যত্নের সহিত রুটী তৈয়ারী করিয়া আনিল। পাঁড়ে দুধ দিয়া যাইল; কুসুম বাতাস দিয়া দুধ ঠাণ্ডা করিয়া দিল। হেমার মা প্রফুল্লচিত্তে কুসুমের সহিত কথা কহিতে কহিতে রুটী খাইলেন। কুসুম পান সাজিতে লাগিল। পান সাজা শেষ হইল, কুসুম বলিল—“বিনু মণি বাহিরে আমার গাড়ী জুতিতে বলিয়া আইস।”

বিনয়িনী বাহিরে যাইয়া গাড়ী জুতিতে বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গাড়ী জুতিলে হাসিতে হাসিতে দৌড়িয়া ভিতরে আসিয়া কুসুমকে বলিল—“গাড়ী জুতিয়াছে।” কুসুম বিনুকে কোলে লইয়া উঠিয়া দাঁড়া-

ইয়া বলিল—"বিন্নু, তুমি আমাদের বাড়ী চল।" বিন্নু হাসিতে হাসিতে "না, আমি মাকে ছেড়ে যাব না" বলিয়া কোল হইতে নামিয়া যাইল। কুসুম হেমের মার নিকট যাইয়া বলিল—"আমি তবে যাই?" হেমের মা সস্নেহে বলিলেন—"ও বেলা আসিবে ত?" কুসুম হাসিয়া বলিল—"অবশ্য আসিব।" পুনরায় বলিল "যাই।"—হেমের মা সস্নেহে বলিলেন—"এস।" কুসুম বাটী গেল।

পুনরায় সন্ধ্যাকালে কুসুম আসিয়া হেমের মাকে দেখিয়া গেল। পরদিন প্রভাতে আসিয়া হেমের মাকে ভাত খাইতে অনুমতি দিল। নানা কথার পর কুসুম বিদায় প্রার্থনা করিলে, হেমের জননী খেদ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"আমি ভাল হইলাম; কিন্তু আমার মনে বড় দুঃখ হইতেছে তোমাকে দেখিতে পাইব না।" কুসুম চুপ করিয়া রহিল। হেমের মা কুসুমকে প্রত্যহ বেড়াইতে যাইবার সময় তাঁহার সহিত দেখা করিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। কুসুম বলিল—"সময় পাইলেই আসিব।" বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়া বাটী যাইল। মাঝে মাঝে কুসুম হেমের মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইত। দেখিতে দেখিতে আরও দুই বৎসর অতীত হইল! কুসুমের পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রম হইল। অদ্যাবধি তাহার বিবাহের অসম্মতির কারণ কেহই জানিতে পারেন নাই।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

অদ্য কুসুমলতিকার বড় জ্বর হইয়াছে। প্রথমতঃ ডাক্তার ভট্টাচার্য্য আসিলেন। রোগীর অবস্থা দেখিয়া ভীত হইয়া বলিলেন—"উকিল বাবু অন্য ডাক্তার আনান।" উকিল বাবু ভীত হইয়া এলাহাবাদের সুবিখ্যাত ডাক্তার ইন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে আনিলেন; ডাক্তার আসিয়া কুসুমকে দেখিয়া ঔষধ লিখিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

শ্রীশ বাবু কুসুমলতিকার পীড়ার সংবাদ শুনিবামাত্র তাহাকে দেখিতে আসিলেন। কুসুমকে দেখিয়া অতিশয় চিন্তিত ও দুঃখিত হইলেন। উকীল বাবু সাতিশয় চিন্তিত ও দুঃখিত হইলেন। যত বেলা বাড়িতে লাগিল, ততই কুসুমের অবস্থা মন্দ হইতে লাগিল।

সন্ধ্যার সময় শ্রীশচন্দ্র ও উকিলবাবু পরামর্শ করিয়া সিভিল সার্জ্জনকে আনাইলেন। সিভিল সার্জ্জন আসিয়া দেখিল রোগিণী সম্পূর্ণরূপে বিকারগ্রস্তা হইয়াছেন। সিভিল সার্জ্জন উকিল বাবুকে বলিলেন—"ঔষধ লিখিয়া দিলাম—ঔষধ আনাইয়া সেবন করান—কিন্তু রোগিণীর জীবনের আশা—অতিশয় অল্প।"

সিভিল সার্জ্জন বিদায় হইলেন; সিভিল সার্জ্জনের কথা শুনিয়া উকিল বাবু ও শ্রীশ বাবু অতিশয় কাতর হইলেন। দিলরঞ্জিয়া ও কুসুমের ভগ্নীগণ জননী প্রভৃতি সকলে কাঁদিতে লাগিল। শ্রীশবাবু ত্রস্ত ভাবে বেনারসে বসন্তকুমারকে টেলিগ্রাম করিলেন। নৃপেন্দ্রের নিকট লোক পাঠাইলেন। মহা চিন্তায় চিন্তিত হইয়া শ্রীশবাবু রাত্রে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পর দিন প্রত্যূষে বসন্তকুমার অনুপমাকে সঙ্গে লইয়া এলাহাবাদে আসিলেন। বসন্তকুমার কুসুমকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন, এ যাত্রা আর কুসুমের রক্ষা নাই। নৃপেন্দ্রকুমার আসিলেন। পুনরায় সিভিল সার্জ্জনকে সঙ্গে লইয়া, শ্রীশ বাবু আসিলেন। সিভিল সার্জ্জন অন্যমনস্ক ভাবে ঔষধ লিখিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। বসন্তকুমার প্রেস্‌ক্রপসন্ দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, যে ডাক্তার সাহেব মিছামিছি এই ঔষধটা লিখিয়া দিয়াছেন, এ ঔষধে কিছু ফল হইবে না। বসন্তকুমার, শ্রীশচন্দ্র, উকিল বাবু ও নৃপেন্দ্রকুমার সকলেই দুঃখিত ভাবে কুসুমলতিকার নিকট বসিয়া রহিলেন। ক্রমে বেলা পাঁচটার সময় কুসুমলতিকার

জ্ঞান হইল। কুসুম পিতার নিকট জল খাইতে চাহিল। কুসুমের পিতা অতি ব্যস্ততা সহকারে উঠিয়া তাহাকে জল দিলেন। জল খাইয়া কুসুম বলিল—"বাবা, কমলকলিকা কোথায়? তাহাকে একবার দেখিব।" দিলরঞ্জিয়া কুসুমের কথা শুনিয়া অতিশয় প্রীত হইল এবং কমলকলিকাকে কুসুমের নিকট ডাকিয়া দিল। কুসুম কমলকে কোলে লইতে চাহিল, কিন্তু দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত পারিল না। সমস্ত আত্মীয় জনেরা সমুপস্থিত, নিকটে শ্রীশচন্দ্র বসিয়া রহিয়াছেন; শ্রীশ বাবু কুসুমের জ্ঞান হইয়াছে দেখিয়া ও তাহার কথা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন।

শ্রীশবাবু উকিল বাবুকে বলিলেন—"মহাশয় সিভিল সার্জ্জনটা ফাঙ্গলান করিয়া বলিয়া গেল, যে কুসুমের জীবনের আশা কম; এই ত আমাদের কুসুমলতিকা ভাল হইয়া যাইতেছে।"

কুসুম শ্রীশচন্দ্রের কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল—"আমি আর ভাল হইব না—আমার শেষ হইয়া আসিতেছে।" নির্ম্মলবাবু ব্যথিত চিত্তে বলিলেন—"কেন মা এমন কথা বলিতেছ?" শ্রীশবাবু দুঃখিত ভাবে বলিলেন,—"ছি, কুসুম এমন কথা কেন বলিতেছ?" কুসুমলতিকা নিরুত্তর রহিল; কেবল মাত্র শ্রীশবাবুর প্রতি চাহিয়া দেখিল। কুসুমের পিতাকে শ্রীশবাবু বলিলেন—"সিভিল সার্জ্জনকে আনিতে লোক পাঠান।" বসন্তকুমার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক চিন্তিত হইলেন। কুসুম ধীরে ধীরে শ্রীশবাবুকে বলিল—"একবার সখীকে আমার নিকট ডাকিয়া দিন।" দিলরঞ্জিয়া কুসুমের কথা শুনিতে পাইবামাত্র কুসুমের নিকটে আসিল। কুসুম দিলরঞ্জিয়ার কানে কানে কি একটি কথা বলিল, তাহা দিলরঞ্জিয়া ব্যতীত কেহই শুনিতে পাইল না।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। ধরণী শ্বেত সাজে সজ্জিতা হইলেন। সুবৃহৎ নীল নভস্তলে পূর্ণ চন্দ্রমা উদিত হইয়া সমগ্র বসুন্ধরার তিমির তিরো-হিত করিলেন। একে একে দেববালাগণ অমর ভবনে সুবর্ণ প্রদীপ জ্বালিলেন। অগণ্য তারকারাশি উদিত হইল। শীতল সুখসেব্য সমীরণ ধীরে ধীরে বহিতে লাগিল।

প্রকৃতি দেবী মনোমুগ্ধকর সাজে সজ্জিত হইলেন। কুসুমলতিকা নিজ কক্ষে শায়িত রহিয়াছে। বাতায়ন পথ দিয়া নিম্নস্থ উদ্যান হইতে সুমিষ্ট কুসুমের গন্ধ সুমন্দ পবন দ্বারা ঐ গৃহে প্রবিষ্ট হইতেছে। কুসুমের শয়ন কক্ষের গবাক্ষ পথ দিয়া সুশীতল পূর্ণচন্দ্রের সমুজ্জ্বল কিরণ আসিয়া কুসুমের বিশুষ্ক মুখমণ্ডলে পড়িতেছে। কুসুমলতিকা স্থির দৃষ্টিতে আকাশের প্রতি চাহিয়া কি দেখিতেছে। কিছুক্ষণ আকা-শের দিকে দেখিয়া কুসুম শ্রীশচন্দ্রের প্রতি দেখিল। শ্রীশচন্দ্র কুসুমের কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি কুসুম আমাকে কিছু বলিবে ?" কুসুম নীরবে কয়েক বিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জন করিল। শ্রীশচন্দ্র কুসুমের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া অতিশয় কাতর হইলেন। হৃদয়াবেগ আর সম্বরণ করিতে পারিলেন না, কুসুমলতিকার ক্ষীণ হস্ত খানি নিজ হস্তে লইয়া বলিলেন—"কুসুম, তুমি দেবী, তোমার উপযুক্ত স্থান এ নহে, তুমি নন্দন কাননের 'মন্দার কুসুম'।"

শ্রীশচন্দ্রের এই কথা শেষ হইতে না হইতে কুসুম পুনরায় শ্রীশচন্দ্রের প্রতি দেখিল; কিন্তু কিছু বলিল না। ভাবে বোধ হইল যেন কিছু বলিতে যাইতেছে বলিতে পারিতেছে না। কিছুক্ষণ পরে কুসুমলতিকা গৃহস্থিত সমুদয় লোকের প্রতি একবার চাহিয়া দেখিয়া কমলকলিকাকে বলিল—"কমল আমি চলিলাম।" এই কথাটী শেষ হইতে না হইতে কুসুমের প্রাণ-বায়ু অদৃশ্য সমীরণের সহিত মিশাইয়া গেল। হায়!

অদ্য আমাদের স্নেহবারি সিঞ্চিত সযত্নে পালিত লতিকাটী অকালে করাল কালের কবলে কবলিত হইল। অকালে কুসুমের কোরক-জীবন নির্দ্দয় কালকীট ছেদন করিল।

বসন্তকুমার উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন দেহে আর প্রাণ নাই। তথাপি উকিল বাবু ও শ্রীশ বাবুর বিশ্বাস হইল না যে সত্যই কুসুমলতিকা এ জগতে নাই। দিলরঞ্জিয়া বলিল—"মেসোমহাশয়, একবার সিভিল সার্জ্জনকে আনান।" নৃপেন্দ্রকুমার যাইয়া সিভিল সার্জ্জনকে আনিলেন। সিভিল সার্জ্জন পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন দেহে প্রাণ নাই। তিনি চলিয়া গেলে উকিল বাবু উন্মত্তের ন্যায় কুসুম-কুসুম করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। দিলরঞ্জিয়া কুসুমের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। কুসুমের ভগ্নী কয়টী খুব কাঁদিতে লাগিল। লক্ষ্মী শুনিবামাত্র বাতাভিহত কদলীর ন্যায় ভূতলে পতিতা হইলেন। কুসুমের পালিতা অনাথিনী রাণীয়া কুসুমের পায়ের নিকট বসিয়া অতি কাতরভাবে কাঁদিতে লাগিল।

শ্রীশচন্দ্রের তৎকালীন ভাব বর্ণনাতীত। তাহার নেত্র পলকহীন, শরীর নিস্পন্দ। তাহার দেহে যে প্রাণ আছে তাহা বোধ হইতেছে না। কুসুমের প্রতিবাসীগণ সকলেই কুসুমকে ভালবাসিত। সকলেই এই হৃদয়ভেদী শোক সমাচার শুনিয়া দেখিতে আসিয়া খেদ প্রকাশ পূর্ব্বক কুসুমের প্রশংসা করিতে লাগিল।

পরিচারিকা বেলমতিয়া—"হায় মেরি মাইয়া কনে গেল গে মাইয়া" ইত্যাদি নানারূপ শোক প্রকাশ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিল। একটী সুবৃহৎ গৃহের প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ অকস্মাৎ পবন প্রবাহে নির্ব্বাপিত হইলে গৃহটী যেরূপ ভীষণ অন্ধকারে পরিণত হয়, কুসুমলতিকার জীবন প্রদীপ অকস্মাৎ কাল পবন প্রভাবে নির্ব্বাণ হওয়াতে নির্ম্মলবাবুর সুবৃহৎ

বাটী সেইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইল। বাটী হাহাকারে পরিপূর্ণ। সকলেরই মুখে শোকসূচক কথা। ক্রমে ক্রমে রাত আটটা বাজিল। নৃপেন্দ্র কুমার নানা রূপ প্রবোধ বাক্যে নির্ম্মল বাবুকে ও অন্যান্য ব্যক্তিগণকে প্রবোধিত করিয়া শব লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিতে বহির্বাটী যাইলেন। বসন্তকুমারও বাহিরে গেলেন।

অনুপমা ও নৃপেন্দ্রের স্ত্রী শবদেহ সজ্জিত করিতে লাগিলেন। নৃপেন্দ্রের স্ত্রী উচৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে একখানি সুন্দর শুভ্র সিল্কের সাড়ী লইয়া কুসুমকে পরাইয়া দিলেন। অনুপমা কাঁদিতে কাঁদিতে একটী সুন্দর সাটিনের জ্যাকেট আনিয়া কুসুমলতিকাকে পরাইয়া দিল। নৃপেন্দ্রের স্ত্রী কুসুমের কবরী বন্ধন খুলিয়া সুন্দররূপে আলবার্ট কাটিয়া আঁচড়াইয়া দিলেন। অনুপমা নানাবিধ সুগন্ধি ফুলসাজে কুসুমলতিকার প্রাণহীন দেহ সজ্জিত করিয়া দিল। বসন্তকুমার রুমালে চক্ষু মুছিতে মুছিতে আসিয়া কয়েক শিশি সুন্দর সুগন্ধি আনিয়া সুসজ্জিত শব-দেহোপরি ঢালিয়া দিলেন। কুসুমলতিকার প্রাণহীন সুসজ্জিত দেহ দেবী প্রতিমার ন্যায় দেখাইতে লাগিল। নৃপেন্দ্রকুমার ভিতরে আসিয়া কুসুমলতিকার দেহ দেখিলেন। তাঁহারও নয়ন প্রান্তে অশ্রু বিন্দু দেখা দিল।

শ্রীশচন্দ্র এতক্ষণাবধি নিস্পন্দ পাষাণবৎ বসিয়া ছিলেন। নৃপেন্দ্র নিকটে আসিয়া হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে উঠাইলেন। শ্রীশচন্দ্র বাতুলের ন্যায় কুসুমের নিকট গিয়া আকুল প্রাণে "কুসুম—কুসুমলতিকা কেন কুসুম আমার কথার উত্তর দিতেছ না—কুসুমলতিকা আমি ডাকিলেই তুমি উত্তর দিতে, আজ কেন উত্তর দিলে না? কুসুম—কুসুম লতিকা।" ইত্যাদি বলিয়া কুসুমকে ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু কুসুম লতিকা আর এ জগতে নাই; শ্রীশচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তর কে দিবে?

বাটী পুনরায় রোদন রোলে পরিপূর্ণ হইল। নৃপেন্দ্র বসন্ত শ্রীশচন্দ্র এবং অন্যান্য স্বজাতীয় প্রতীবাসীগণ শব বহন করিয়া পুণ্যতোয়া ভাগীরথী তীরে লইয়া যাইলেন। নৃপেন্দ্রকুমার ও বসন্তকুমার সাশ্রুনয়নে সুগন্ধি চন্দন কাষ্ঠের চিতা সাজাইয়া তদুপরি দেবী প্রতিমা কুসুমলতিকার জীবনশূন্য দেহ শায়িত করাইলেন। উষাকালে কুসুমের কোমল দেহ ভস্মীভূত হইয়া ভাগীরথী জলে মিলিত হইল।

শ্রীশচন্দ্র, নৃপেন্দ্রকুমার, বসন্ত ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ নানা প্রকার প্রবোধ দিতে দিতে নির্ম্মল বাবুর সহিত বাটী আসিলেন। শ্রীশচন্দ্র বেলা অষ্টম ঘটিকার সময় তাহার সাধের প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া হতাশ হৃদয়ে বাটী গেলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রীশচন্দ্র বাটী আসিবামাত্র হেমার মা এই হৃদয়ভেদী শোক-সমাচার শ্রবণ করিলেন। তিনি অতিশয় বিষণ্ণা হইলেন। শ্রীশচন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন—"বৌদিদি আমি শুইতে যাইতেছি, কিছু খাইব না, আমার শরীরটা বড় খারাপ বোধ হইতেছে।"

বউ দিদি। কিছু খাইবে না?

শ্রীশ বাবু "না" বলিয়া তাঁহার বাহিরে বসিবার ঘরে যাইয়া দরজায় খিল লাগাইয়া শয়ন করিয়া কত কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। নানা চিন্তার পর তিনি স্থির করিলেন যেখানে কুসুমলতিকার শব দাহন হইয়াছে, ভাগীরথী তীরে সেই খানে একটী সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিবেন। তাহাতে হরগৌরীর মূর্ত্তি স্থাপিত করিবেন। এবং মন্দিরের প্রবেশদ্বারের সম্মুখে একটি শ্বেতমর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত কুসুম

লতিকার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করিবেন। এই সমস্ত কার্য্যের সমাপ্তি করিয়া তিনি চিরকালের জন্য এ সংসার হইতে বিদায় লইবেন।

এই মনস্থ করিয়া সন্ধ্যার সময় শ্রীশ বাবু দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিলেন। কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া ত্রিতল ছাদে গিয়া বসিয়া রহি-লেন। রাত্রি দশটার সময় শয়ন কক্ষে যাইয়া শয়ন করিলেন। ক্রমে সে রাত্রি অতিবাহিত হইল। প্রভাতে উঠিয়া শ্রীশচন্দ্র তাঁহার মনস্থ বিষয় কার্য্যে পরিণত করিলেন। অতি অল্প দিনের মধ্যে মন্দির নির্ম্মিত হইল, দেব দেবীর মূর্ত্তি স্থাপিত হইল। শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তর প্রতিমা স্থাপিত হইল। শ্রীশচন্দ্র ঐ শ্বেত প্রস্তর প্রতিমার চরণতলে এই কথা গুলি খোদিত করাইলেন—

"যিনি সংসার বিরাগী পুরুষ বা রমণী এই মন্দাকিনী তটে আসিয়া এই শান্তিময়ী প্রেম প্রতিমা কুমারীর জীবন কাহিনী শ্রবণ করি-বেন, তিনি ইহলোকে ও পরলোকে চিরশান্তি লাভ করিবেন।" যে দিবস এই সমস্ত কার্য্য সমাপ্ত হইয়া যাইল, সেই দিন সন্ধ্যাকালে শ্রীশচন্দ্র নির্ম্মল বাবুর বাটীতে গেলেন। গিয়া দেখিলেন উকিল বাবুর বসিবার ঘরে বসন্তকুমার বসিয়া টেবিলের উপর কি লিখিতেছে। বসন্ত, শ্রীশ চন্দ্রকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে বসিতে চেয়ার দিল। শ্রীশচন্দ্র চেয়ারে বসিয়া বলিলেন—"বসন্ত কি লিখিতেছ ?" বসন্ত বিনা বাক্যব্যয়ে এক টুকরা কাগজ শ্রীশচন্দ্রের হাতে দিল। শ্রীশচন্দ্র মনে মনে পাঠ করিলেন। কাগজটীতে লিখিত রহিয়াছে—

কুসুমের মৃত্যুপলক্ষে

(১)

তারাটী আকাশ মাঝে এক কোনে ছিল বসি,
কে জানে কেমনে আজ কোথায় পড়িল খসি।

অকূল সাগর কূলে কত রাশি বালুকার,
কোথা উড়িয়া গেল একটী কণিকা তার

(২)

শান্তিময় স্বর্গধামে সে গিয়াছে চলি
ঘুমাইতে সুরবালা শান্তিময়ী ক্রোড়ে।
জোছনা কিরণধারা ঝরিবে উজলি
তারামালা জাগি রবে তার মুখ পরে ॥

(৩)

পবিত্র স্বরগ হইতে আছি বহু দূরে
দিন দিন ভূলিতেছি স্বর্গের স্বপন।
ভ্রমিতেছি সংসারের অনন্ত আঁধারে
জানি না স্বর্গের আলো মধুর কেমন ॥

(৪)

ত্যজি এ সংসার তুমি গিয়াছ চলিয়া
সংসারের পাপ নাহি স্পর্শিবে তোমারে
উজ্জ্বল তারকা সনে রহিবে মিলিয়া
ঝরিবে নয়ন নীর ধরাবাসী তরে ॥

(৫)

ছায়া কায়া পরিহরি পরাণ যখন ;
ঈশ্বর সকাশে শেষে করিবে গমন,
শূন্য পথে একবার হইবে তখন,
জীবন কিরণ সনে মধুর মিলন ॥

শ্রীশচন্দ্র কাগজটী পড়িয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কাগজটী বসন্তকে দিলেন। বসন্ত কাগজটী পকেটে রাখিলেন। শ্রীশচন্দ্র ধীরে ধীরে বলিলেন—"বসন্তকুমার, নির্ম্মল বাবু কোথায় ?" বসন্ত বলিল—"আসুন তিনি উপরে আছেন।" শ্রীশচন্দ্র বসন্তকুমারের সহিত উপরে যাইলেন। নির্ম্মল বাবু শ্রীশচন্দ্রকে দেখিয়া কাতর ভাবে বলিলেন—"শ্রীশ কেমন আছ ?" শ্রীশচন্দ্র পুনরায় দীর্ঘ শ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন—"বেশ আছি !" দুই তিনটী এইরূপ কথার পর শ্রীশচন্দ্র নির্ম্মল বাবুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া প্রফুল্ল আশ্রমে বেড়াইয়া বাটী আসিলেন।

ক্রমে রাত্রি অধিক হইল, সকলে আহারাদি করিয়া নিদ্রিত হইল। শ্রীশচন্দ্র শয্যায় শায়িত হইলেন, কিন্তু নিদ্রিত হইলেন না। বাটীর সকলে নিদ্রিত। রাত্র দুইটা বাজিয়া গিয়াছে, শ্রীশচন্দ্র শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। সামাদানে বাতি জ্বলিতেছিল; শ্রীশচন্দ্র অতি সতর্কে এক খণ্ড কাগজ ও লেখনী লইয়া লিখিলেন—

"তোমরা কেহ আমার অন্বেষণ করিও না, আমি চিরকালের জন্য সংসার ত্যাগ করিলাম, আমি আর সংসারে ফিরিব না। ইতি

শ্রীশচন্দ্র বসু।"

লিখিত কাগজটী শ্রীশচন্দ্র তাঁহার শয্যাতলে উপাধানের উপর রাখিয়া দিলেন, সংসারের মায়াজাল বিচ্ছিন্ন করিয়া জনমের মত উপরের শয়ন গৃহ হইতে বিদায় লইয়া নীচে আসিয়া অতি সতর্কে অতি সাবধানে বাহিরের দরজা খুলিলেন, দেখিলেন অন্ধকারে পথ দেখা যাইতেছে না। অমাবস্যার রজনী, ভীষণ অন্ধকার। গগন মণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ জলদজালে আচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে সৌদামিনী স্বীয় অতুল রূপপ্রভায় জগজ্জনকে চমকিত করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে পুনরায় কোথায় লুকাইয়া যাইতেছে। প্রাবৃট কালীন ধারার ন্যায় অনবরত বৃষ্টি পড়িতেছে। ভীমরবে দিগন্ত কাঁপাইয়া

প্রভঞ্জন বহিতেছে। বোধ হইতেছে যেন অমা নিশীথিনী তিমির রূপ করালবদন ব্যাদন করিয়া বসুন্ধরা গ্রাস করিতে উদ্যতা হইয়াছে। জাহ্নবীসখী যমুনার জল একে কৃষ্ণবর্ণ তাহাতে নিবিড় অন্ধকারে আরও অধিকতর ভয়ঙ্করী বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এ ভীষণ তিমিরাবৃত যমুনা দেখিলে জীবমাত্রের মনেই ভীতি ভাবের উদয় হয়। রাজপথে একটী মাত্র জন সমাগম নাই। গৃহের বাহিরে যাইতে সাধারণে সাহসী হইতেছে না। শ্রীশচন্দ্র শূন্যপ্রাণে শূন্য মনে এই বিষম গভীর নিশীথে ধীরে ধীরে দুয়ার হইতে নামিলেন। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পুণ্যতোয়া যমুনাভিমুখে চলিয়া যাইলেন। শ্রীশচন্দ্র যে কোথায় যাইলেন, তাঁহার কি হইল, ইহা কেহই জানিল না। এই বিভীষিকাময়ী ভয়ঙ্করী রজনীতে আমাদের সর্ব্বগুণান্বিত স্নেহাধার শ্রীশচন্দ্র নিরুদ্দেশ হইয়া যাইলেন।

বহু অন্বেষণেও তাঁহার কিছু সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তিনি যে কোথায় গিয়াছেন ইহা কেহই জানিল না।

সমাপ্ত।

(যন্ত্রস্থ)

কল্পনা-কুসুম ।

কুমারী প্রফুল্লনলিনী ঘোষ প্রণীত ।

ছোট গল্পের বহি ।